Pandob Goyenda by Shashthipodo Chettarjee

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.MurchOna.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com

পাণ্ডব গোয়েন্দা

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

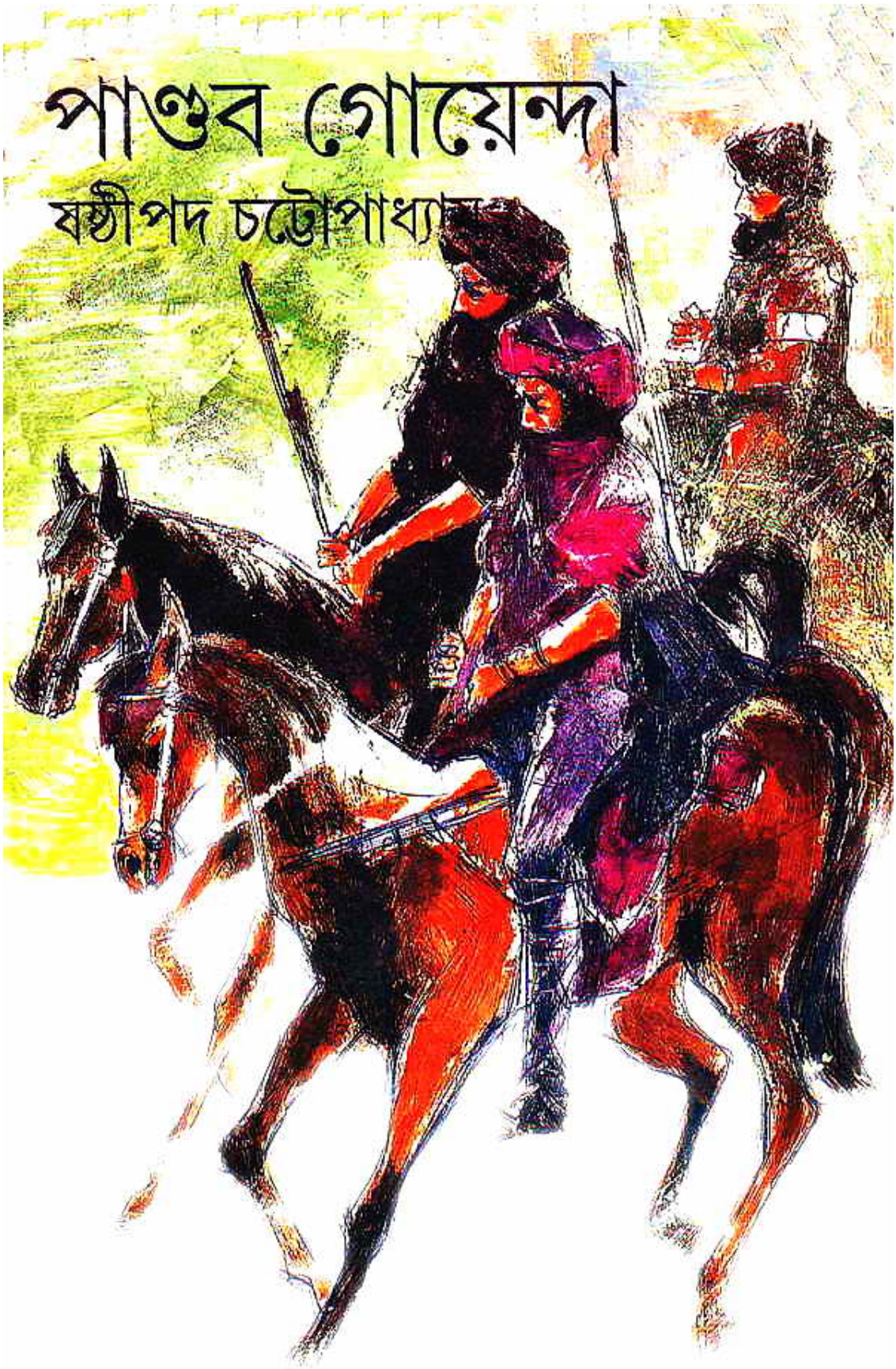

মহালয়ার পুণ্য প্রভাতে বাইরে
বেরিয়েই এক ছায়ান্ধকারে পঞ্চু
আবিষ্কার করল এক সর্দারজীকে।
সাড়হীন সর্দারজীকে কি হত্যার চেষ্টা
করা হয়েছিল ? এই নিয়ে জমে উঠল
রহস্য। আর এই রহস্যের জট
খুলতেই পাণ্ডব গোয়েন্দাদের যেতে হল
কালকার কাছে রামগড়ে। যেখানে
দুর্ভেদ্য পাহাড়ের গুহায় সদলবলে বাস
করছিল কুখ্যাত দস্যু বরাব্বর সিং।
সর্দারজীর একমাত্র মেয়ে চাঁদনি এই
বরাব্বরের গ্রাস থেকে তাদের
পরিবারের অনেকেরই হত্যার বদলা
নিতে ছেলেমানুষী জেদে কাউকে কিছু
না জানিয়েই উধাও হল একদিন।
তারই সন্ধানে যেতে গিয়ে পাণ্ডব
গোয়েন্দাদের সঙ্গী হল সাহারানপুরের
এমন এক কিশোরী যে কিনা অল্প
বয়সেই খ্যাতিমান এক রাইফেল
শুটার। আরো অনেক চরিত্রের
সমন্বয়ে শিবলিক পর্বতমালার পাদদেশ
থেকে সিমলা পাহাড়ের নীচে
রামগড়ের দুর্ভেদ্য দুর্গে শুরু হল ভয়ঙ্কর
অভিযান। পাহাড়-নদী ও ঝর্নার
পরিবেশে রুদ্ধশ্বাস এবং ঠাসবুনোট এক
কাহিনী নিয়েই পাণ্ডব গোয়েন্দার এই
একাদশ খণ্ড।

আজ মহালয়া। ক'দিন একটানা দুর্যোগের পর প্রকৃতি শান্ত হয়েছে একটু। ভোরে আকাশবাণীর প্রভাতী অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই পথঘাট মুখর হয়েছে মানুষের চলাফেরায়। এত ভোরেও অতি উৎসাহী কেউ অকারণেই পায়চারি করছে এদিক-সেদিকে। ঘরে-ঘরে আলো জ্বলছে। শোনা যাচ্ছে মহিষাসুরমর্দিনীর সেই পুরাতন অথচ চিরনূতন অনুষ্ঠান। দলে-দলে কত লোক চলেছে গঙ্গার ঘাটে পিতৃতর্পণে। এ যেন ধর্মপ্রাণ মানুষের এক নবজাগরণ।

বাবলু তো ভোরেই ওঠে। তাই ভোরে ওঠা ওর কাছে নতুন কিছু নয়। ভোরের প্রকৃতি ওর খুবই পরিচিত। সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে, বাবলু তখন পঞ্চুকে নিয়ে পথে বেরোয়, আর ভাবে, মানুষ কেন এত ঘুমোয়? শুধু ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েই জীবনের অনেক বছর মানুষ নষ্ট করে কেন? শরীর রক্ষার জন্য ঘুমের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। কিন্তু এত ঘুম!

আজও ভোরে উঠে পঞ্চুকে নিয়ে পথে বেরিয়েছে বাবলু। পাজামা-পাঞ্জাবি, যেটা পরে শুয়ে ছিল, সেটা পরেই পথে নেমেছে। অবশ্যই দাঁত মেজে, মুখ ধুয়ে। এবং মায়ের হাতের এককাপ চা খেয়ে। বাবলু ভোরে উঠলেও মা-বাবা সবদিন ওঠেন না। আজ উঠেছেন। তাই ভোরেই চায়ের ব্যবস্থাটা হয়ে গেছে।

বাবলু পঞ্চুকে নিয়ে গলি থেকে রাজপথের দিকে এগোল। পঞ্চু বরাবরই বাবলুর আগে-আগে যায়, আর মাঝে-মধ্যে আড়চোখে চেয়ে দেখে বাবলু পিছিয়ে পড়ছে কিনা। কখনও যেতে-যেতে ছুটে আসে বাবলুর কাছে। কুঁই-কুঁই শব্দ করে মাটির গন্ধ শোঁকে। আজও তাই

www.Murchona.com

করতে লাগল।

যেতে-যেতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল বাবলু। দেখল বোসেদের বাগানের একটি শিউলির ডাল পাঁচিল টপকে ঝুঁকে আছে পথের ওপর। তারই শাখা থেকে কত ফুল ঝরে পড়েছে পথের ধুলোয়। হলুদ বোঁটার এই ফুলের মিষ্টি সুবাসে ভরে আছে চারদিক। ফুলের সৌরভে যেন আগমনীর গন্ধ। বাবলু ফুলশাখার নীচে দাঁড়িয়ে দু' হাত পেতে দিল। একটি-দুটি ফুল ঝরে পড়ল ওর হাতে। ওর মন ভরে উঠল এক অনির্বচনীয় আনন্দে।

হঠাৎ কে যেন ডাকল পেছন থেকে, "বাবলুদা!"

বাবলু ফিরে তাকিয়েই অবাক, "এ কী রে?"

বাচ্চু, বিচ্চু বলল, "খুব অবাক হচ্ছ, না?"

"তা একটু হচ্ছি বইকী! এত ভোরে এই সময় তোরা হঠাৎ? ভূত দেখছি না তো?"

"না, না। ভূত দেখবে কেন? আমরাও এখন তোমার মতো ভোরে ওঠার অভ্যাস করছি।"

"কই, এ-কথা আগে বলিসনি তো?"

"কী করে বলব, আজ থেকেই যে শুরু। আসলে খুব ভোরে আমাদের দু' বোনেরই ঘুম ভাঙে। শুয়ে দু'জনেই এপাশ-ওপাশ করি। আজ রেডিয়োর অনুষ্ঠান শুনতে-শুনতে ভাবলাম উঠেই পড়ি। তুমি তো খুব ভোরে ওঠো, তোমার বাড়িতেই যাই। মাসিমার হাতে একটু চা খেয়ে আসি।"

বাবলু বলল, "আমি ভোরে উঠি ঠিক কথা, কিন্তু তোরা তো জানিস ভোরে উঠে আমি ঘরে থাকি না, মর্নিংওয়াকে যাই।"

"জানি। ভোরে উঠে তুমি ঘরে থাকো না, মিত্তিরদের বাগানেও যাও না।"

"সেইজন্যই এইদিকের পথ ধরলি বুঝি?"

বিচ্চু বলল, "আগে তোমার বাড়িতে গেলাম। মাসিমা বললেন, এই একটু আগে তুমি বেরিয়েছ। তারপর কে যেন একজন বলল, তুমি এইদিকেই এসেছ। তাই এই পথেই এলাম।"

"বেশ করেছিস। এখন বিলু আর ভোম্বলটাকে পেলে ঘোরাটা মন্দ হত না।"

বাচ্চু বলল, "ওদের ডেকে আনব বাবলুদা ?"

"বলছিস ? যা, ডেকে নিয়ে আয়। তাড়াতাড়ি আসবি কিন্তু।"

ওরা যখন এই সমস্ত কথা বলছে, তখন হঠাৎ কী যেন দেখে ছুটে গেল পঞ্চু।

বাবলু ডাকল, "পঞ্চু ! পঞ্চু !"

বাচ্চু বলল, "নিশ্চয়ই বেপাড়ার কোনও কুকুর দেখেছে।"

বাবলু বলল, "উঁহু। পঞ্চু কখনও অন্য কুকুর দেখে এইরকম করে না। ওকে দেখেই বরং রাস্তার কুকুরগুলো ভুলভাল বকে। নিশ্চয়ই খারাপ কিছু দেখেছে ও।"

পঞ্চু তখন গলির মোড় থেকে সমানে চেঁচাচ্ছে, "ভৌ-ভৌ-ভৌ-ভৌ।"

তার মানেই ডাকছে ওদের। কাছে যেতে বলছে।

বাবলু বাচ্চু, বিচ্ছুর দিকে তাকিয়ে বলল, "চল তো দেখি।"

ওরা সবে এক পা এগিয়েছে, এমন সময় দেখতে পেল এ-পাড়ার তোতলা-গণেশ দারুণ ভয় পেয়ে ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

বাবলু বলল, "গণেশ, পঞ্চু কেন চেঁচাচ্ছে রে ?"

গণেশ বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "ওরে বাবা, খু-খু-খুন হতে-না-হতেই গো-গো-গোয়েন্দা !"

"কী যা-তা বলছিস তুই ?"

"প-প-পঞ্চু।"

"পঞ্চু চেঁচাচ্ছে কেন ?"

"খু-খু-খুন।"

"খুন ! কোথায় ?"

"ও-ও-ওইদিকে।"

বাবলু বাচ্চু, বিচ্ছুকে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলল সেইদিকে। তোতলা-গণেশ এ-পথে কোথায় গিয়েছিল কে জানে ? হয়তো চায়ের

দোকানে চা খেতে। সে প্রথমে ওদের পিছু-পিছু খানিকটা এসে আবার কী ভেবে যেন পালিয়ে গেল।

ওরা মোড়ের মাথায় গিয়েই দেখল অন্ধকারে ডাস্টবিনের ধারে কে যেন উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মানুষটি জীবিত কি মৃত, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। জীবিত লোক হলে ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু মৃত মানুষকে অকুস্থল থেকে সরানো উচিত নয়। এতে পুলিশের কাজের অসুবিধে হয়।

বাচ্চু বলল, "কখন থেকে পড়ে আছে কে জানে ?"

বিচ্ছু বলল, "এত লোক এই পথ দিয়ে যাচ্ছে, অথচ কারও নজরে পড়েনি এতক্ষণ !"

বাবলু বলল, "আসলে এখানটা যা অন্ধকার ! তা ছাড়া ডেডবডি এমনই জিনিস, সচরাচর কেউ দেখতে পেলেও না-দেখার ভান করে চলে যায়।"

বাবলুর হাতে টর্চ ছিল। সেই টর্চের আলো ডেডবডির ওপর ফেলতেই চিনতে পারল মানুষটিকে। ওদের মুখচেনা একজন সর্দারজি। বৈষ্ণবপাড়ায় যে ওনারশিপ ফ্ল্যাটগুলো হয়েছে, কিছুদিন হল সেখানেই এসেছেন তিনি। কিন্তু উনি এখানে এইভাবে কেন পড়ে আছেন ? উনি কি মৃত ?

বাবলু সর্দারজির আপাদমস্তক একবার ভাল করে দেখে ঝুঁকে পড়ে নাকের কাছে আঙুল নিয়ে গিয়ে দেখল নিশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক। গায়ের তাপমাত্রাও ঠিক আছে।

ততক্ষণে বিলু, ভোম্বলও এসে হাজির হয়েছে সেখানে, "কী হয়েছে রে বাবলু ?"

বাবলু বলল, "তোরা কী করে খবর পেলি ?"

"তোতলা-গণেশ খবর দিল। কিন্তু ব্যাপারটা কী ? কে খুন হয়েছে ?"

"খুন হয়নি কেউ। মনে হয় খুন করবার চেষ্টা করা হয়েছিল। ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস এবং রহস্যময়। আপাতত এঁকে এখান থেকে সরানো যাক।"

ওরা সকলে মিলে ধরাধরি করে সর্দারজিকে তুলে একজনদের রকের ওপর শোওয়াল। যাদের রকে শোওয়ানো হল তারাও তখন দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে। পথচারী কয়েকজনও এগিয়ে এসেছে তখন।

"কী হয়েছে ? কী হয়েছে ভাই ?"

বাবলু বলল, "ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। একটু চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দেওয়া দরকার।"

বিলু আর ভোম্বল তাই করল। যাদের রকে শোওয়ানো হয়েছিল সর্দারজিকে, তাদেরই বাড়ি থেকে জল নিয়ে এসে ঝাপটা দিতে লাগল সর্দারজির চোখে-মুখে।

কে যেন বলল, "উঁচু মহলের ব্যাপার তো, হয়তো অনেক রাতে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে ফিরছিলেন, মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন।"

বাবলু বলল, "উনি বৈষ্ণবপাড়ায় থাকেন। যেভাবে পড়েছেন, তাতে মনে হয় উনি বাড়ি ফিরছিলেন না, কোথাও যাচ্ছিলেন।"

বিলু বলল, "আমার মনে হয় কারও দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন উনি।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে তো খুন হতেন। কিন্তু মজা এই, কেউ ওঁকে গুলি করা দূরে থাক, ছুরি মারেনি পর্যন্ত।"

বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, "মাইল্ড স্ট্রোক নয়তো ? আমাদের এক আত্মীয়ের একবার হয়েছিল এবং উনিও এইভাবে পড়ে গিয়েছিলেন।"

বাবলু কোনও কথা না বলে অনেকক্ষণ ধরে সর্দারজিকে পরীক্ষা করে বলল, "না। ওসব কিছু না। উনি আক্রান্তই হয়েছিলেন। এই দ্যাখ, মাথার পেছন দিক দিয়ে চুঁইয়ে-চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। একদিক ফুলেও আছে কীরকম। নিশ্চয়ই পেছন দিক থেকে লোহার রড বা ওই জাতীয় কিছু দিয়ে আঘাত করেছে কেউ। নেহাত মাথায় পাগড়ি ছিল, তাই গুঁড়িয়ে যায়নি।"

বিচ্ছু বলল, "তুমি ঠিক বলেছ বাবলুদা। ওঁর বুকের কাছটাও কেমন রক্তে ভিজেছে দ্যাখো।"

বাবলু আরও ভাল করে দেখে বলল, "নাকের রক্ত এটা। উপুড় হয়ে পড়ে যাওয়ার ফলে নাকের কাছটাও ফুলে উঠেছে একটু। কোনও ছোরাছুরির ক্ষত কিন্তু নেই।"

ভোম্বল বলল, "এখন তা হলে কী করা যায় ?"

"আপাতত একজন ডাক্তারবাবুকে ডাকিয়ে এনে দেখাতে হবে।"

কিছু লোক, যারা এসে ভিড় করেছিল, তারা বলল, "কিন্তু আমাদের এই বাঙালি পাড়ায় সর্দারজি এলেন কোত্থেকে, সে-ব্যাপারে তো একটু খোঁজখবর নেওয়া দরকার। কেননা দিনকাল এখন মোটেই ভাল নয়।"

বাবলু বলল, "পরিচয় না থাকলেও আমরা এঁকে চিনি। উনি রোজ রামকৃষ্ণপুর ফেরি সার্ভিসে যাতায়াত করেন। তবে এত রাতে আমাদের এই পাড়ায় উনি যে কেন এসেছিলেন তা অবশ্য বুঝতে পারছি না। যাইহোক, এখন সর্বাগ্রে ওঁর বাড়িতে একটা খবর দেওয়া দরকার।"

বিলু বলল, "আমি যাব ?"

"না থাক, আমিই যাচ্ছি। তোরা ততক্ষণ চেষ্টা করে দ্যাখ, হাতের কাছে ভাল ডাক্তার কাউকে পাস কিনা। না হলে শেষপর্যন্ত হাসপাতালেই পাঠাতে হবে।" এই বলে বাবলু চলে গেল।

প্রথমেই সে বাড়িতে এল। তারপর মাকে ঘটনার কথা বলে সাইকেলটা নিয়ে এ-পথ সে-পথ করে এসে হাজির হল বৈষ্ণবপাড়ার সেই নবনির্মিত ফ্ল্যাটগুলোর সামনে।

চারদিক তখন বেশ জমজমাট। বাবলু কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করতেই সর্দারজির ফ্ল্যাট চিনিয়ে দিল তারা। 'এ' ব্লকের দোতলায় চার নম্বর ঘর। সাইকেল নীচে রেখে চাবি দিয়ে দোতলায় উঠেই বাবলু দেখল চার নম্বর ঘরের দরজার নেমপ্লেটে লেখা আছে 'মিঃ রঘুবীর সিং'।

ও একটুও ইতস্তত না করে ডোর-বেলে চাপ দিল।

সঙ্গে-সঙ্গে খুলে গেল দরজা। ঘরের ভেতর থেকে তখন আকাশবাণীর চণ্ডী আবৃত্তি গমগম করে ভেসে আসছে। এক ঝলমলে কিশোরী দরজা খুলেই ভ্রূ কোঁচকাল বাবলুকে দেখে।

মেয়েটিকে দেখে বাবলুও অবাক হয়ে গেল খুব। মেয়েটির এমন মজবুত গড়ন, সুস্বাস্থ্য এবং দীপ্ত ভঙ্গিমা সচরাচর চোখে পড়ে না। শাঁখসাদা গায়ের রং। হাসিমাখা মুখ। মাথায় ঘন চুলের শোভা।

পরনে নকশাদার মিডি। মেয়েটির সর্বাঙ্গে আভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট হলেও উগ্র আধুনিকতার লেশমাত্র নেই।

বাবলু বলল, "সর্দারজি এই ফ্ল্যাটেই থাকেন ?"

মেয়েটি বলল, "জী হাঁ।"

বাবলু বুঝল মেয়েটি হিন্দি বললেও বাংলা বোঝায় সে অভ্যস্ত। বলল, "বহিনজি, আমি ওঁর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।"

"বাবুজি তো মুলুক চলে গেছেন।"

"মুলুক চলে গেছেন ! কবে আসবেন বলতে পারো ?"

"দেরি হবে। উনি তো সবে কাল রাত্তিরে গেছেন।"

বাবলু বুঝল ঠিক ঠিকানাতেই এসেছে সে। তাই আর বিলম্ব না করে বলল, "তোমার মা আছেন ? তাঁকে একবার ডাকো।"

মেয়েটিকে ডাকতে হল না। সুদেহী এক ভদ্রমহিলা হাসিমুখে এগিয়ে এলেন এবার, "কী হয়েছে বাবা ? কে তুমি ?"

বাবলু চোখ নামিয়ে বলল, "একটা খুব বাজে খবর নিয়ে এসেছি আমি।"

"কীরকম ?"

"সর্দারজি কাল রাতে মুলুক যেতে পারেননি। আমাদের বাড়ির কাছে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন। ভোরে উঠে আমরা ওঁকে দেখতে পাই। মনে হয় কেউ ওঁকে পেছন দিক থেকে আঘাত করেছিল।"

মেয়েটি দু' হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

ভদ্রমহিলা শিউরে উঠে বাবলুর হাত দুটো ধরে বললেন, "হামকো সাচ বাতাও। উনি বেঁচে আছেন তো ?"

"হ্যাঁ, বেঁচে আছেন। আমরা একজনের রকে ওঁকে শুইয়ে ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছি। সেরকম বুঝলে হাসপাতালেও পাঠাতে হবে। এখন আপনারা কেউ চলুন।"

ভদ্রমহিলা বললেন, "শোনো বাবা, আমি তোমার মায়ের মতন। তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বোলো না। এখনও বলো উনি বেঁচে আছেন কি না ?"

বাবলু বলল, "গেলেই দেখতে পাবেন। সত্যি-সত্যিই বেঁচে আছেন

উনি। তবে এখনও সংজ্ঞাহীন।"

মা-মেয়ের কান্নাকাটিতে ফ্ল্যাটের অন্য বাসিন্দারাও তখন এসে হাজির হয়েছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই চিনত বাবলুকে। তাই সংবাদটা মিথ্যে বলে মনে করল না কেউ। সকলেই প্রায় দলবেঁধে চলল, সর্দারজিকে নিয়ে আসতে।

বাবলু মেয়েটিকে বলল, "আমার সাইকেল আছে। তুমি কি যাবে আমার সঙ্গে?"

মেয়েটি বলল, "আমারও সাইকেল আছে। তুমি চলো, আমি যাচ্ছি।"

বাবলু নীচে এল। তারপর ওর সাইকেল নিয়ে সকলের সঙ্গে হাজির হল ঘটনাস্থলে। এসে দেখল সর্দারজি তখন কোনওরকমে উঠে বসেছেন। ভাল করে কথা বলতে পারছেন না। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখছেন সকলকে। তাঁকে ঘিরে তখন অনেক লোকের ভিড়। পাড়ার ডাক্তারবাবুও এসেছেন।

ডাক্তারবাবু অনেকক্ষণ ধরে সর্দারজিকে পরীক্ষা করে একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে ব্যথা কমাবার ওষুধ লিখে দিলেন কয়েকটা। মাথায় ব্যান্ডেজ করলেন। বললেন, "ভয়ের কিছু তো দেখছি না, তবু কোনও অসুবিধে হলে হাসপাতাল অথবা ভাল কোনও নার্সিংহোমে ভর্তি করে দেবেন। আমি ফার্স্ট এড দিয়ে দিলাম।"

সর্দারজির ওইরকম অবস্থা দেখে মেয়ে আর থাকতে পারল না। ছুটে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে বলল, "আমি তোমার কসম খাচ্ছি বাবুজি, ও মুন্নাকে আমি সহজে ছাড়ব না।"

সর্দারজি অতিকষ্টে বললেন, "রোও মাত বেটি। আভি ঘর তো চলো।"

এত সকালে এখানে ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। তাই একটা রিকশা ডেকে ওঁদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হল। মেয়েটির সাইকেল নিয়ে গেল পাড়ার একটি ছেলে। বাবলুদের অবশ্য সঙ্গে যাওয়ার প্রয়োজন হল না। কেননা ওদের সঙ্গে এসেছিল অনেক লোকজন। তারাই তাদের দায়িত্বে নিয়ে গেল ওঁদের।

বেলা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই এসে জড়ো হল মিত্তিরদের বাগানে। তার কারণ, ভোরের ওই ঘটনা বা দুর্ঘটনা নিয়ে জোর আলোচনায় বসতে হবে এবার। বাগানের গাছপালাগুলো এখন সবুজে সবুজ। তার ওপর সোনা-সোনা রোদ পড়ে যেন ঝলমল করছে চারদিক। কত পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে শাখাপ্রশাখার ভেতর থেকে। কত কত পাখি।

পঞ্চু বাগানে ঢুকেই একবার চারদিকে টহল দিয়ে নিল। তারপর ঝোপঝাড়গুলোর ভেতর উঁকিঝুঁকি মেরে দেখে নিল কোথাও কিছু আছে কিনা! ভাঙা বাড়ির ছাদের ওপরও উঠে গেল একবার তরতর করে। আশ্বিনের শেষ। আকাশে তবুও ঘুড়ি উড়ছে। পঞ্চু একটা কেটে-যাওয়া ঘুড়ির পেছনে ছুটল ভৌ-ভৌ করে। ঘুড়িটা গোত্তা মেরে-মেরে বাগানের বাইরে চলে যেতেই শান্ত হয়ে এসে বসল সকলের মাঝখানে।

বাবলুদের বাড়িতে আজ মাংস-ভাতের ব্যবস্থা হয়েছে সকলের। বাবলুর বাবা দুর্গাপুর থেকে এসেছেন ক'দিন হল। পুজোর ছুটিতে এখানেই থাকবেন। উনিই আনন্দ করে খেতে বলেছেন সকলকে। কিন্তু হলে কী হয়, পাণ্ডব গোয়েন্দাদের এখন খাওয়ার আনন্দের চেয়ে সর্দারজির ব্যাপারটা নিয়ে দুশ্চিন্তাই বেশি।

বাবলু গম্ভীরভাবে প্রত্যেকের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে থেকে বলল, "ব্যাপারটা নিয়ে তোরা কিছু চিন্তাভাবনা করলি কেউ? এর পেছনে একটা অসৎ উদ্দেশ্য আছে বলে আমি মনে করি।"

বিলু বলল, "ঠিক তাই।"

বাচ্চু, বিচ্চু বলল, "আমরা একটা বিষয় বুঝতে পারছি না, আততায়ীর যদি খুন করবার মতলবই থাকত তা হলে ওইভাবে পেছন থেকে আঘাত করে পালাবে কেন?"

বাবলু বলল, "ব্যাপারটা তা হলে এইরকমই ধরে নেওয়া যায় যে, আততায়ী হয় পেশাদার কোনও খুনি নয়, অথবা খুনের ইচ্ছে তার ছিল না।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে শুধু-শুধু ওইভাবে আঘাত করে লাভ কী তার?"

"হয়তো উদ্দেশ্য ছিল ছিনতাই করা। সে কোনওরকমে জেনেছিল সর্দারজি দেশে যাবেন, তাই পিছু নিয়েছিল। তারপর মাথায় আঘাত হেনে সংজ্ঞাহীন করে সব কিছু নিয়েই চম্পট দিয়েছে সে। সর্দারজি যখন দেশে যাচ্ছিলেন তখন নিশ্চয়ই তাঁর কাছে ভারী কোনও অ্যাটাচি অথবা সুটকেস ছিল। আমরা যখন সর্দারজিকে দেখতে পাই তখন কিন্তু তাঁর কাছে কিছুই ছিল না।"

বিলু বলল, "তুই ঠিক বলেছিস বাবলু।"

বাবলু বলল, "তবুও সন্দেহ একটা থেকেই যায়। এই ব্যাপারটা খুব একটা সাধারণ নয়। তার কারণ, ওই মেয়েটি সর্দারজিকে কী বলল মনে আছে? 'ওই মুন্নাকে আমি সহজে ছাড়ব না।' অর্থাৎ এইরকম একটা বিপদ যে ঘটতে পারে তা ওঁর পরিবারের লোকেরা জানতেন এবং এই আঘাতটা যে কোনদিক থেকে এসেছে তাও ওঁরা অনুমান করতে পেরেছেন। সর্দারজির আততায়ী যে মুন্না নামের কেউ, তাতে আর সন্দেহ কী?"

বাচ্চু, বিচ্চু বলল, "ব্যাপারটা তা হলে পুলিশের নজরে আনা উচিত।"

"অবশ্যই। তবে সেটা হচ্ছে ওঁদের ব্যাপার। আমার মনে হয় সর্দারজির কাছে এমন কোনও মূল্যবান জিনিস ছিল, যেটা নেওয়ার জন্যই মুন্না এই পথ বেছে নিয়েছে। তবে যে-কোনও কারণেই হোক খুনের ঝুঁকিটা নেয়নি। কিন্তু পেছন থেকে আঘাত না-করা ছাড়া উপায় ছিল না বলেই এই কাজ করেছে।"

বিলু বলল, "আশ্চর্য!"

বাচ্চু, বিচ্চু বলল, "এ তা হলে নিশ্চয়ই জ্ঞাতিশত্রুতা।"

"আমার তো মনে হয়, তাই।"

ভোম্বল বলল, "এই রহস্যের কিনারা তা হলে করা যায় কী করে?"

"ভাবছি আজ বিকেলের দিকে আমরা সবাই মিলে সর্দারজির শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে ওঁর ফ্ল্যাটে যাব। তারপর শুরু করব আমাদের কাজ।"

বিলু বলল, "এখানে আমাদের কাজটা কী?"

"বা। কাজ আছে বইকী! সবচেয়ে বড় যেটা, সেটা হল দায়িত্ব। ওই ফুলের মতো মেয়েটিকে রক্ষা করা। মেয়েটি হয়তো খুব শিগ্‌গিরই খুন কিংবা গুম হবে।"

সবাই শিউরে উঠল, "সে কী!"

বিচ্ছু বলল, "কী করে বুঝলে?"

"তোরা মেয়ে হয়ে বুঝতে পারিসনি? কিন্তু আমি পেরেছি। ওর চোখে আগুন দেখেছি আমি। প্রতিশোধের আগুন। কতই বা বয়স! এই বয়সে বাবার লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে নিজে-নিজেই কিছু যদি করতে যায়, তা হলে ওর করুণ পরিণতি তো অবশ্যম্ভাবী।"

বিলু বলল, "ঠিক বলেছিস। আমরা এই দিকটা কেউ ভেবে দেখিনি। তোর দূরদৃষ্টির প্রশংসা করি।"

বাবলু বলল, "ওসব পরে করবি। এখন আমাদের প্রধান কাজ হল, ওঁদের মুখ থেকে সবিস্তারে সব কিছু শোনা। আর যেভাবেই হোক ওই মুন্নাকে খুঁজে বের করা।"

ভোম্বল বলল, "তার মানেই আবার একটা অভিযান।"

"অবশ্যই। তবে এই অভিযানের শুরুতেই আমি কিন্তু উত্তেজনার গন্ধ পাচ্ছি।"

পঞ্চু ভল্ট খেয়ে লাফিয়ে উঠল একবার, "ভৌ-ভৌ।"

বিলু বলল, "এবার তা হলে?"

ভোম্বল বলল, "বাবলুর বাড়িতে মাংস-ভাত।"

সবাই হেসে উঠল হো-হো করে। তারপর নির্ভীক পদক্ষেপে বাবলুদের বাড়ির দিকে এগোল সবাই।

॥ ২ ॥

সন্ধেবেলা ওরা সবাই এসে হাজির হল সর্দারজির ফ্ল্যাটে। ডোর-বেল টিপে অপেক্ষা করতেই সেই ভদ্রমহিলা এসে দরজা খুলে দিলেন। দিয়েই সমস্ত মুখমণ্ডল স্নিগ্ধ হাসিতে ভরিয়ে বললেন, "ওমা! তোমরা?" তারপর ডাকলেন, "চাঁদনি! এ চাঁদনি! কারা এসেছে দ্যাখ!"

সেই দীপ্ত কিশোরী তখন ঘরের কোণে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে

প্রসাধন করছিল। মায়ের কথায় উঠে এসেই অবাক, "আরে! কী আশ্চর্য! আমরা আজ সারাদিন তোমাদের কথাই বলছিলাম। এসো, ভেতরে এসো।"

ভদ্রমহিলা বাবলুদের ভেতরে এনে সোফায় বসালেন। তারপর বললেন, "সত্যি, তোমরা যে আমাদের কী উপকার করেছ! তোমরা সময়মতো না দেখলে উনি হয়তো আর ফিরতেনই না।"

"এখন কেমন আছেন উনি?"

"ভাল আছেন। ঘুমোচ্ছেন। স্বাভাবিক খাওয়াদাওয়া করেছেন। তবে ব্যথা-বেদনা রয়েছে খুব।"

বাবলু বলল, "ও বড়জোর দু-একদিন। কড়া ওষুধ পড়েছে। ব্যথা মরে যাবে।"

"এই বয়সে মাথায় আঘাত! ইন্টারনাল হ্যামারেজ হয়ে যেতে পারত। আমরা অবশ্য ইতিমধ্যেই কলকাতা থেকে এই ব্যাপারে অভিজ্ঞ বড় ডাক্তারকেও ডাকিয়ে এনে দেখিয়েছি। তিনি বলেও গেছেন ভয়ের কিছু নেই।"

"বেশ করেছেন।"

চাঁদনি বলল, "তোমরা এসেছ, এতে যে কী খুশি হয়েছি আমরা, তা কী বলব। পাড়ার লোক কত প্রশংসা করছে তোমাদের। বাবুজি একটু সুস্থ হলে আমরা নিজেরাই যেতাম তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে। যাক, তোমরা এসে ভালই করেছ। এখন কী খাবে বলো?"

বাবলু বলল, "না, না। খাওয়াদাওয়া কিছু করব না। অবেলায় মাংস-ভাত খেয়েছি। আমরা শুধু ওঁর শরীরের খবর নিতে এসেছিলাম, আর জানতে এসেছিলাম ওঁর ব্যাপারে দু-চারটে কথা।"

চাঁদনি বলল, "তোমরা যা জানতে চাও সব বলব। আমি কিন্তু তোমাদের কিছু না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়ব না।"

ভদ্রমহিলা বললেন, "কিছু খাব না বললেই কি হয় বাবা? আমি চা করি...। তোমরা বোসো, আমি আসছি।"

বাবলু বলল, "প্লিজ, আমার একটা কথা শুনুন।"

চাঁদনি বলল, "চুপ, বাবুজি ঘুমোচ্ছেন।" বলেই ঢুকে গেল পাশের

ঘরে। তারপর গুন্‌গুন করে একটা গানের কলি গাইতে-গাইতে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। নিশ্চয়ই দোকান থেকে কিছু কিনে আনতে গেল।

চাঁদনি চলে গেলে ভদ্রমহিলা একগাদা হিন্দি-ইংরেজি সিনেমা ম্যাগাজিন রেখে গেলেন ওদের কাছে। বললেন, "তোমরা ততক্ষণে এগুলো দ্যাখো, কেমন ?"

খুব জোর দশ কি পনেরো মিনিট। তার মধ্যেই মা-মেয়েতে ডিশ-ভর্তি খাবার, চা-বিস্কুট, সবই নিয়ে এসে হাজির করলেন।

বাবলু বলল, "আপনাদের বললাম না, অবেলায় খেয়েছি আমরা।"

চাঁদনি বলল, "বেশি পাকামি না করে খাও দেখি। পেট ভর্তি না থাকলে গোয়েন্দাগিরি করবে কী করে ?"

বাবলু বলল, "আমরা গোয়েন্দাগিরি করি, তুমি কী করে জানলে ?"

চাঁদনি বলল, "যে ফুলে সুবাস আছে সে বনের গভীরে ফুটলেও সৌরভই তাকে চিনিয়ে দেয়। পাড়ার ছেলেদের মুখে তোমাদের সব কথা শুনেছি আমরা।"

ডিশ-ভর্তি খাবার। শিঙাড়া, অমৃতি, রাজভোগ, সন্দেশ। না-না করেও খেতে-খেতেই বাবলু বলল, "আপনারা খুব ভাল বাংলা জানেন দেখছি।"

ভদ্রমহিলা হেসে বললেন, "আমরা বাঙালিই তো।"

"সে কী ! তা হলে সর্দারজি ?"

"উনি সর্দারজিই।"

বাবলুরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল পরস্পরের।

চাঁদনি বলল, "ব্যাপারটা তা হলে খুলেই বলি, শোনো। আমার বাবা সর্দারজি হলেও আমার মা বাঙালি। পাটনার মেয়ে। কদমকুঁয়ায় আমার মামাদের তিন-পুরুষের বাস। বাবুজি থাকতেন পাটনা সাহিবের কাছেই। ওঁর সঙ্গে মায়ের দেখাশোনা হল, বিয়ে হল, আমি হলাম। পরে ওঁরা আমাকে নিয়ে চলে এলেন কলকাতায়। তারপর কলকাতা থেকে হাওড়ায়। এখন আমরা এইখানকার বাসিন্দা।"

বাবলু বলল, "তুমি তা হলে পড়াশোনা বাংলাতেই করো নিশ্চয়ই ?"

"না। আমি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ি। তবে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়তে

গিয়ে বাংলাকে ভুলে যাইনি। আর মাকে 'মাম্মি,' বাবাকে 'ড্যাডি'ও বলি না।"

বাচ্চু, বিচ্চু বলল, "ভারী চমৎকার তো ?"

বাবলু বলল, "যাক, এবার কাজের কথা বলি। তুমি যে তখন বললে, 'মুন্নাকে আমি ছাড়ব না।' তা মুন্নাটি কে ? তোমার কি ধারণা মুন্না নামের কেউ তোমার বাবাকে মেরেছে ?"

চাঁদনি গম্ভীরমুখে বলল, "হ্যাঁ।"

"তোমাদের মুলুক কোথায় ?"

"তুমি কেন মুলুক বলছ ? দেশ বলো। আমাদের দেশ হচ্ছে হরিয়ানায়। কালকার নাম শুনেছ তো ? সেইখানে।"

বাবলু বলল, "কালকা ? মানে সিমলা যেতে যে কালকা পড়ে ?"

"হ্যাঁ। দিল্লি-কালকা মেল যায়।"

"তোমার বাবা নিশ্চয়ই কালকা যাচ্ছিলেন কাল ? কখন বেরিয়েছিলেন ঘর থেকে ?"

"তা রাত দশটা নাগাদ।"

বাবলু বলল, "ঠিক করে বলো, আমরা জানি কালকা মেল হাওড়া থেকে সন্ধে সাতটার সময় ছাড়ে।"

"উনি কালকা মেলে যাচ্ছিলেন না। টিকিট পাননি বলে হিমগিরি এক্সপ্রেসে আম্বালা পর্যন্ত যাচ্ছিলেন। সেখান থেকে বাসে কালকায় চলে যেতেন। হিমগিরি এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে রাত এগারোটায় ছাড়ে।"

"কিন্তু তোমাদের এখান থেকে স্টেশনে যাওয়ার সহজ পথ তো ছিল। উনি আমাদের এলাকা দিয়ে ঘুরে যাচ্ছিলেন কেন ? উনি কি কোনও বিপদের আশঙ্কা করেছিলেন ?"

"জানি না।"

"কিন্তু কিসের আশঙ্কা তোমাদের ? তোমার বাবার কাছ থেকে মূল্যবান কিছু খোয়া গেছে কিনা এসব আমাদের বলো। আর সত্যিই যদি মুন্না নামের কাউকে তোমাদের সন্দেহ হয়, তা হলে এসো আমরা সবাই মিলে তাকে খুঁজে বের করি। তুমি একা তার প্রতিশোধ নেবে কেন ?"

ভদ্রমহিলা বললেন, "মুন্না এখন নাগালের বাইরে। আমাদের যা

নেওয়ার, সে নিয়েছে। আর তাকে ধরাছোঁয়াও যাবে না। সে বরাবরের জন্য হারিয়ে গেছে।"

বাবলু বলল, "যদি সে ভারতের বাইরে অন্য কোনও দেশে চলে গিয়ে না থাকে, আর মরে যদি না যায়, তা হলে তার বরাবরের জন্য হারিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সে যেখানেই থাকুক না কেন তাকে আমরা খুঁজে বের করবই।"

ভদ্রমহিলা চুপ করে রইলেন।

চাঁদনিও স্থির হয়ে বসে রইল। তবে ওর চোখে-মুখে দারুণ উত্তেজনা।

বাবলু বলল, "যাক। এখন বলুন দেখি মুন্না কে?"

ভদ্রমহিলা নতমস্তকে কিছুক্ষণ বসে থেকে একসময় আঁচলের খুঁটে চোখের জল মুছে বললেন, "মুন্না যে কে, তা আমরাও জানি না।"

বাবলু চমকে উঠে বলল, "সে কী!"

ভদ্রমহিলা বললেন, "কুড়ি বছর আগে আমাদের বিয়ের পরই উনি আমাকে নিয়ে একবার দেশের দিকে যান। পাটনা থেকে দিল্লি, হরিদ্বার হয়ে আমরা যখন কুরুক্ষেত্রে যাই, তখন সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে সেখানে একটা মেলা বসেছিল। সেই মেলার ভিড়ে দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে একটি অনাথ শিশুকে কাঁদতে দেখে আমাদের খুব মায়া হয়। আমরা অনেক খোঁজখবর করেও যখন তার মা-বাবার কোনও সন্ধান পেলাম না, তখন পুলিশকে জানিয়ে তাকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে অসি। সেই থেকে ছেলের মতো মানুষ করতে থাকি তাকে। এর পাঁচ বছর পরে আমাদের কোল জুড়ে আসে এই মেয়ে। মেয়েটির চাঁদমুখ দেখে আমরা ওর নাম দিই চাঁদনি। তাই বলে পালিত শিশুটির প্রতি আমরা কিন্তু এতটুকুও অবহেলা করিনি। কেনই-বা করব? তাকে ছেলের মতো মানুষ করছি তো। ওরা দু'জনে ভাইবোনের মতোই বড় হতে থাকে। কিন্তু বাবা, এক গাছের ছাল কি আর-এক গাছে লাগে? তাই বড় হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই কেন জানি না একটা আসুরিক শক্তি ভর করল ওর শরীরে। অথচ কী সুন্দর চেহারা ওই মুন্নার। দেখলে দু' চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। তাই আদর করে আমরা ওর নাম রেখেছিলাম রুপেশ। রুপেশ সিং। ওকেও

আমরা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়িয়েছিলাম। কিন্তু লেখাপড়ায় ও কখনও ভাল ছিল না। স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে সবসময় মারপিট করত। ফুটপাথে কেনা চাকু নিয়ে ঘুরে বেড়াত। ট্রামে-বাসে উঠে ভিড়ের মধ্যে লোকের গায়ে আলপিন বিঁধিয়ে মজা দেখত। চাঁদনিকেও মারধোর করত কথায়-কথায়। মনে আছে একবার একটা রাস্তার কুকুর ওকে তাড়া করেছিল বলে পরদিন ও স্কুল ল্যাবরেটরি থেকে খানিকটা অ্যাসিড চুরি করে এনে ঢেলে দিয়েছিল কুকুরটায় গায়ে। আমাদের আত্মীয়স্বজনরাও ওর ওপরে খুব বিরক্ত ছিল। তাই সবাই বলত ওকে তাড়িয়ে দিতে। কিন্তু সে-কাজ আমরা করতে পারিনি। আসলে ছোটবেলা থেকে বুকে করে মানুষ করেছি, মায়া পড়ে গিয়েছিল। যাই হোক, ও কলকাতার স্কুলে দশম শ্রেণীতে ফেল করে চণ্ডীগড় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে। এর পর কলেজে ভর্তি হয়েই হঠাৎ একদিন আচমকা এসে হাজির হয়। কী ভয়ঙ্কর মূর্তি তখন ওর। এসেই বলে, 'আমার মা কে ? বাবা কে ? তোমরা আমার বাবা-মা নও। বলো, তারা কোথায় ?' আমরা স্তব্ধ হয়ে যাই। কেননা আমরা যে ওর বাবা-মা নই, সে-কথা কখনও জানতে দিইনি ওকে। মুন্না গলার স্বরে মাত্রা চড়িয়ে বলল, 'বলো তারা কোথায় ? কেন তোমরা আমাকে তাদের বুক থেকে ছিনিয়ে এনেছিলে ? কিসের লোভে ?' আমরা অনেক করে বোঝালাম মুন্নাকে। কিন্তু ও আমাদের কোনও কথাই শুনল না।"

বাবলু বলল, "ও কী করে জানল যে, আপনারা ওর বাবা-মা নন ?"

ভদ্রমহিলা বললেন, "তা হলে আরও বলি শোনো, আম্বালা আর কালকার মাঝে রামগড় নামে এক জঙ্গলময় পাহাড়ি এলাকা আছে। ওই পাহাড়-জঙ্গলের শের হল বরাব্বর সিং। বরাব্বর আমাদের বরাবরের শত্রু। ওর নামে সাধারণ মানুষ থেকে পুলিশ প্রশাসন, সবাই তটস্থ। আমাদের কাছে খবর ছিল মুন্না ভেতরে-ভেতরে ওর সঙ্গে দোস্তি করছে। ওর হয়ে কাজও করছে। এই নিয়ে মুন্নার সঙ্গে আমাদের মতান্তর ছিল। আমরা ওকে অনেক বুঝিয়েছি, বকেছি, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি তাতে। মুন্নার সঙ্গে আমাদের তিক্ততাই বেড়েছে শুধু। আর বরাব্বর সিং হরিয়ানার রামগড়ে দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়ের গুহায় বসে মজা

দেখেছে। চণ্ডীগড় থেকে রামগড় বেশিদূরের পথ নয়। তাই মুন্নাকে গ্রাস করতে অসুবিধে হয়নি ওর। দিনের পর দিন ধরে ওকে একটু-একটু করে আমাদের প্রতি বিষিয়ে তুলেছে। ওকে বুঝিয়েছে ও নাকি এক ক্রোড়পতি জাঠের সন্তান। বিয়ের পর আমাদের সন্তানাদি না হওয়ায় এবং ওর বাবা-মায়ের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আমরা পুণ্যতীর্থ কুরুক্ষেত্র থেকে ওকে চুরি করে এনেছি।"

বাবলু বলল, "ওর ওই মিথ্যে কথাগুলো মুন্না বিশ্বাস করল ?"

"কেন করবে না ? মুন্না কলেজে পড়ছে ঠিকই, কিন্তু শিক্ষিত হয়নি। তা ছাড়া মুন্নার মধ্যে বদ প্রকৃতি বহুদিন ধরেই বাসা বেঁধে ছিল। মুন্না নিষ্ঠুর। নৃশংস। বরাব্বর সিং ওকে ওর খারাপ কাজের অংশীদার করে ওর হাতে কাঁচা টাকা তুলে দিয়েছে। সে টাকার পরিমাণও হয়তো নেহাত কম নয়। তাই রক্তে আগুন জ্বলেছে ওর। টাকার নেশায় পাগল হয়েছে। মুন্না এখন আর রুপেশ সিং নয়, সে এখন মুন্না সিং। বরাব্বরের আপনজন।"

"কিন্তু বরাব্বরের সঙ্গে আপনাদের শত্রুতার কারণ কী ?"

"ম্যায় বতাতা হুঁ।"

বাবলুরা চেয়ে দেখল রঘুবীর সিং তখন প্রশান্ত বদনে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। ধুতি, পাঞ্জাবি পরে পুরোপুরি বাঙালির সাজে হাসিমুখে কাছে এসে ওদের পাশে বসলেন।

বাবলু বলল, "আপনার তবিয়ত ঠিক আছে তো ?"

সর্দারজি ঘাড় নেড়ে বললেন, "ভাল আছি বাবা।"

বাবলু বলল, "আপনাদের পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে একটু আলোচনা করছিলাম। আমরা জানতে চাইছিলাম বরাব্বরের সঙ্গে আপনাদের বিরোধের কারণটা কী ?"

সর্দারজি এবারে একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পরে বললেন, "তোমরা কখনও সিমলায় গেছ ?"

বাবলু বলল, "না।"

"যদি যেতে, তা হলে জানতে সিমলার পাদদেশে কালকা নামে একটা জায়গা আছে। এই কালকার ওপর দিয়েই সিমলায় যেতে হয়। ন্যারো

গেজের ট্রেন আছে। বাসও। তা কালকা হল সিমলা পাহাড়ের কোলে খুব ছোট্ট অথচ সুন্দর একটি জনপদ। এখানে হোটেল লজ এবং একাধিক নাইট হল্টের ব্যবস্থা আছে। আর আছে হিমালয়ের নয় দেবীর এক দেবী, কালীকাজির মন্দির। দেবীর মূর্তি খুব একটা বড় নয়। কষ্টিপাথরের ছোট্ট মূর্তি। কালো পাথরের অন্যান্য আরও অনেক দেবদেবীরও মূর্তি আছে এখানে। মন্দিরে ঢোকার মুখেই আছে এক কালীমূর্তি। মন্দিরের পেছনে আছে গুরুদ্বার। মন্দির থেকে বেরিয়ে যে-পথটি সিমলার দিকে চলে গেছে, সেইখান দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট্ট একটি পাহাড়ি নদী, শুক্‌না। ছোট একটি ঝরনাও আছে সেখানে। আর নদীর ওপারে আছে বড় পাহাড়। পাহাড়ের কোলে আর-একটি মনোরম ঝরনার পাশে আছে সন্তোষী মায়ের মন্দির।"

বাবলু বলল, "সর্দারজি, এই প্রসঙ্গে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, আমি তো শুনলাম আপনারা হরিয়ানার লোক। কিন্তু আমার ধারণা ছিল কালকা হিমাচল প্রদেশে।"

"শোনো, তোমার ধারণা হয়েছে গাইডবুক পড়ে। গাইডবুকে কালকাকে যে-প্রদেশেই দেখানো হোক না কেন, কালকা হচ্ছে হরিয়ানায়। আগে হরিয়ানাও তো পঞ্জাবেই ছিল। আমি শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা, এই পঞ্চনদের দেশ পঞ্জাবেরই লোক। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর আমাদের ভাগে পড়ে শতলুজ ও বিয়াস। মানে, শতদ্রু, বিপাশা। আর ওদিকের ভাগে চলে যায় ইরাবতী, ঝণাঁ ও বিতস্তা।"

বাবলু বলল, "ঝণাঁ আবার কী ?"

সর্দারজি হেসে বললেন, "চন্দ্রভাগার আর-এক নাম। আমরা পঞ্জাবের লোকেরা চন্দ্রভাগাকে ঝণাঁ নদীই বলে থাকি। আমাদের অনেক লোককাহিনীতেও এই নামের উল্লেখ আছে। এর জল এত সুস্বাদু, যে বার মুখে দিয়েছে সেই বুঝেছে। এখন চন্দ্রভাগার একটা খাড়ি তোমরা দেখতে পাবে হৃষীকেশের কাছে। মজা নদী, পচা জল।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, কার মুখে যেন শুনেছিলাম নদীটা ওইখানে গঙ্গায় গিয়ে মিশেছে। যাক, তারপরে বলুন।"

"বলছি। এবার শোনো, আমাদের গ্রাম ছিল কালকার অদূরে রামপুরে। একেবারে পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা গ্রাম। রামপুর নামে অবশ্য এই অঞ্চলে একাধিক স্থান আছে। সিমলার পথে রামপুর, সোলন তো খুবই বিখ্যাত। তা এই রামপুরের আমরাই ছিলাম জমিদার। আমাদের যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল সেখানে। বরাব্বর সিংরা ছিল আমাদের প্রজা। ওর বাবা কর্তার সিং আমাদের জমিদারিতে কাজ করত। পঞ্জাবকেশরী মহারাজা রণজিৎ সিং-এর কাছ থেকে পাওয়া কিছু বহুমূল্য রত্নমালা আমাদের সম্পদের মধ্যে ছিল। যার আর্থিক মূল্য এখন কয়েক কোটি টাকা। একবার কয়েকজন ডাকাত কীভাবে যেন সন্ধান পেয়ে সেই অমূল্য সম্পদ ডাকাতি করবার লোভে দলবল নিয়ে আমাদের বাড়ি চড়াও হয়। এই ধরনের আক্রমণের মোকাবিলা করবার জন্য আমাদেরও কিছু লোক ছিল। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, যখন দেখলাম কর্তার সিং আমাদের লোক হয়েও ডাকাত দলকে মদত দিচ্ছে, তখন বুঝলাম এরই ষড়যন্ত্রে ডাকাতরা এখানে আসতে সাহস পেয়েছে। আমার বাবা বলবীর সিং তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে কর্তার সিংকে গুলি করলেন। কর্তার সিং মরল। ডাকাতের গুলিতে আমাদের পাঁচজন রক্ষী মরেছিল। আহত হয়েছিল কয়েকজন। যাই হোক, সে-রাতে আমরা সর্বস্বান্ত হলাম। পরে থানা-পুলিশ করে অনেক কিছু উদ্ধার হলেও, সরকারের ঘরে তা জমা দিলাম। এই ঘটনার পর কর্তার সিং-এর বউ বরাব্বরকে নিয়ে চলে গেল গ্রাম ছেড়ে। এর পর একদিন পিঞ্জোরার কাছে ডাকাতের গুলিতে আমার বাবা প্রাণ হারালেন। মা আগেই মার' গিয়েছিলেন। আমার দাদা মোহন সিং তখন বিয়ে-শাদি করে ঘর-সংসার করছেন। আমার তখন উঠতি বয়স। পাছে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কিছু করতে যাই, তাই দাদা আমাকে আর ওখানে রাখা নিরাপদ মনে না করে পাটনা সাহিবে আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন।"

"হত্যাকারী ধরা পড়ল না?"

"না। এর কিছুকাল পরে বরাব্বর সিং একটা চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল আমার বাবাকে হত্যা করে সে নাকি তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে।"

"সেই থেকেই তা হলে শুরু ?"

"ঠিক তাই। আমার বাবাকে হত্যা করবার পরই বরাব্বর সিং পিঞ্জোরা ত্যাগ করে রামগড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। দাদা আমাকে সরিয়ে না দিলে আমি তখনই হয়তো উচিত-শিক্ষা দিতাম বরাব্বরকে।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, বরাব্বর হঠাৎ পিঞ্জোরা ছেড়ে চলে গেল কেন ?"

"পিঞ্জোরা এখন টুরিস্ট স্পট। আম্বালা, চণ্ডীগড় আর কালকার মাঝামাঝি জায়গায় পিঞ্জোরা। কালকা থেকে এর দূরত্ব খুব একটা বেশি নয়। মহাভারতের যুগে এর নাম ছিল পঞ্চপুর। পাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাসের সময় এখানে এসেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর তাঁদের ছত্রিশ বছরের রাজত্বকালেও তাঁরা বারবার এসেছেন এখানে। মুঘল যুগে এখানে একটি সুন্দর উদ্যান গড়ে ওঠে। পরে তাও নষ্ট হয়। কিছুকাল পরে পাতিয়ালার মহারাজা এটিকে উদ্ধার করে সংস্কার করেন। ওই পিঞ্জোরা একসময় দুর্বৃত্তদের আখড়া হলেও বর্তমানে একটি টুরিস্ট স্পট। অতএব বরাব্বর সিং-এর স্থানত্যাগ করা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না।"

বাবলু বলল, "কিন্তু যাকে আপনি ছেলের মতো মানুষ করেছিলেন সেই মুন্না কি জানত না এসব কথা ?"

"সবই জানত সে। তবু যে কোন জাদুতে বরাব্বর ওকে বশ করল, তা আমি ভাবতেও পারছি না।"

"ওকে চণ্ডীগড়ে পাঠানোই আপনার ভুল হয়েছিল।"

"কোথায় পাঠাব, বলো তো বাবা ? কলকাতায় ওকে রাখা যাচ্ছিল না। পাটনার পাট অনেক আগেই চুকে গেছে। তাই আমি নিজে এসে ওকে দেশের বাড়িতে রেখে চণ্ডীগড়ে পড়াশোনা করাচ্ছিলাম। কিন্তু যাতায়াতের অসুবিধের জন্য ওখানেই হস্টেলে রেখে পড়াতে থাকি। তার মধ্যে এই। অবশ্য হবে নাই-বা কেন ? ছেলের মতো করে মানুষ করলেও ছেলে তো আমার নয়। ওর শরীরে যে-লোকের রক্ত বইছে, তাতে...।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "আপনি ওর পিতৃপরিচয় জানেন ?"

রঘুবীর সিং ঘাড় নেড়ে বললেন, "জানি। রোহতকের অন্তর্গত

বেরিতে, যেখানে বিখ্যাত শ্রীদেবীর মন্দির, সেইখানে এক জাঠ পরিবারে ওর জন্ম। ওর বাবার নাম শোভনলাল। মায়ের নাম মায়া দেবী। শোভনলাল ছিল যেমন রূপবান পুরুষ, মায়া দেবী তেমনই সুন্দরী। শোভনলাল ছিল একটা বদ চরিত্রের যুবক। মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা থেকে লোকের বুকে ছুরি বসাতেও তার জুড়ি ছিল না। সে ছিল অগাধ সম্পত্তির মালিক। কিন্তু স্বভাবদোষে সবই সে খুইয়েছিল। একবার এক শীতের রাতে পানিপথের কাছে এক সড়ক দুর্ঘটনায় স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই প্রাণ হারায়। ওদের দু' বছরের শিশুটিই বেঁচে গিয়েছিল অদ্ভুতভাবে। তারপর সেই শিশুকে আমরা পাই কুরুক্ষেত্রের মেলায়। এখন আমার মনে হচ্ছে ওর বাবা-মা দুর্ঘটনায় মরেনি। ওদের মৃত্যুর নেপথ্যেও হয়তো বরাব্বরের কোনও হাত ছিল। না হলে মুন্নার ব্যাপারে সে জানবে কী করে? এখন মুন্নাকে খেপিয়ে ও আমার সর্বনাশ করবে। তারপর জীবন বিপন্ন হবে মুন্নারও।"

"আপনি এসব তথ্য কোথায় পেলেন?"

"কয়েক বছর পরে পুলিশই আমাকে এইসব তথ্য দিয়েছিল। যখন শুনেছিলাম তখনই যদি খোঁজ নিয়ে আমি ওর পরিবারের কারও হাতে ওকে তুলে দিয়ে আসতাম, তা হলে আজ আর এইসব ঝক্কি আমাকে পোহাতে হত না।"

চাঁদনির মা বসে-বসে সব শুনছিলেন, শুনতে-শুনতে কঠিন হয়ে উঠল ওঁর মুখ। বললেন, "কই, এতদিন তুমি এ-কথা আমাকেও বলোনি তো?"

"বললে কী করতে? তুমিও কি পারতে ওকে ফিরিয়ে দিতে?"

বাবলু বলল, "মুন্নার ব্যাপারে আমাদের কাছে সব কিছুই এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। কিন্তু এইবার বলুন তো, গতরাতে আপনি সোজা পথ থাকতে আমাদের এলাকায় কেন গিয়েছিলেন?"

"সেও ওই মুন্নারই জন্য। বরাব্বরের সঙ্গে মুন্নার যোগাযোগে আমি অশনি সঙ্কেত দেখতে পাই। আমার কলকাতার ব্যাঙ্কের লকারে চাঁদনির বিয়ের জন্য অনেক সোনার গয়না রাখা ছিল। ওর মায়েরও দামি-দামি গয়না ছিল কত। হিরের একটা নেকলেসও ছিল। মুন্নার সেটা অজানা

ছিল না। সে একদিন একটা পত্র মারফত সেই গয়নাগুলো দাবি করে। তাই এগুলো আমি হিমাচল প্রদেশের সিমলার একটি ব্যাঙ্কে নিরাপদে রাখবার জন্য সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করি।"

বাবলু বলল, "এই ভুলটা আপনি করতে গেলেন কেন? ওগুলো লকারে ছিল, বেশ তো ছিল। বিশেষ করে মুন্নার চিঠি পাওয়ার পর ওই কাজ কখনও করে?"

"আসলে আমার মনে একটা সুপ্ত বাসনাও ছিল। দু-চার বছর বাদে চাঁদনি আর-একটু বড় হলে ভেবেছিলাম সিমলাতেই আমার এক বন্ধু পরিবারের মধ্যে চাঁদনির বিয়ে দেব। সেইরকম কথাবার্তাও হয়েছিল। তাই সব কিছুর বন্দোবস্ত করে কাউকে কিছু না জানিয়ে রাতের অন্ধকারে চলে যাচ্ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ মুন্নার সঙ্গে দেখা।"

বাবলু বলল, "আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। মুন্না যদি চণ্ডীগড়ে থাকে, রামগড় যদি তার অপকর্মের আখড়া হয়, তা হলে সে এখানে আসে কোত্থেকে? আপনি নিশ্চয়ই অন্য কাউকে দেখেছেন।"

সর্দারজি হাসলেন। বললেন, "মুন্নাকে আমি চিনব না? আমি ওকে দেখে সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথ ধরতেই ও এসে সামনে দাঁড়াল। বলল, 'আমি জানতাম বাবুজি, আপনি এইরকম একটা চালাকি করবেন। লকার শূন্য করে সব নিয়ে যাবেন কোথায় আপনি? ওগুলো দিয়ে দিন।' আমি দারুণ ভয় পেয়ে বললাম, 'মুন্না, তুম হুঁশ মে আও। কিছুই নেই এতে।' ও বলল, 'তা হলে এটা দিয়ে দিতে আপনার আপত্তি কোথায়?' আমি বললাম, 'তুমি আমার সঙ্গে শত্রুতা করছ করো, কিন্তু চাঁদনির কথা কি তোমার একবারের জন্যও মনে হয় না? সে তোমার বোন।' মুন্না গর্জে উঠল, 'কে আমার বোন? আমার মা, বাবা, ভাই, বোন, কে কোথায় আছে তা কি আমি জানি?' আমি বললাম, 'তোমার বরাব্বর সিং তো জানে। সে কী বলে?' মুন্না বলল, 'সে যাই বলুক, আমি আপনার মুখে শুনতে চাই।' আমি বললাম, 'বেশ, আজ আর আমি কোনও কথা গোপন রাখব না। সব বলব তোমাকে। এসো তুমি আমার সঙ্গে।' মুন্না আমার সঙ্গে এল। পথ চলতে-চলতে আমি ওকে সব কথা খুলে বললাম। ও বলল, 'আপনি ঝুটা বাত বলছেন বাবুজি।

আপনার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করলাম না। আমার বাবা শোভনলালের সঙ্গে আপনার দুশমনি ছিল। আপনি টাকার লালসে এবং দুশমনির বদলা নিতে ওই রাতে পিপলির যোগিন্দর সিং নামে এক ট্রাক ড্রাইভারকে দিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করিয়েছিলেন। তারপর যোগিন্দর কুরুক্ষেত্রের মেলায় আমাকে আপনার হাতে তুলে দেয়। এ-সবই সাজানো নাটক বাবুজি। সে-রাতে আমার বাবা-মা পানিপথের রাওয়াইল গ্রামে শাদিবাড়ি যাচ্ছিল। আমার মায়ের গা-ভর্তি গয়না এখন আপনার ব্যাঙ্কের লকারে। আমার ঘর, বাড়ি, ঐশ্বর্য আমি বেরিতে গিয়ে দেখে এসেছি। কী বাড়ির ছেলে আমি, মানুষ হলাম কোথায়! তবে সেসব যারা ভোগ করছে, তাদেরও আমি ছাড়ব না। আপনি এও জেনে রাখুন, যোগিন্দর সিং নিজে সে-কথা স্বীকার করেছে আমার কাছে। সে এখন বরাব্বরের পহেলা নম্বরের দোস্ত। তাই আপনাকে আমি ছাড়ব না। আর চাঁদনিকেও তুলে আনব বরাব্বরের গুহায়। গুহার অন্ধকারে অনাহারে, অত্যাচারে ওই পূর্ণিমার চাঁদ যখন অমানিশায় ভরে যাবে, তখন আমি পাহাড় কাঁপিয়ে হাসব হাঃ হাঃ হাঃ।' মুন্নার কথা শুনে আমি আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলাম না। ঠাস করে ওর গালে একটা চড় বসিয়ে দিলাম। তারপর চলে যাওয়ার জন্য দ্রুত পা চালাতেই ও কিছু দিয়ে যেন মাথায় একটা আঘাত করল। আমি জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লাম। এখন আমার কিচ্ছু নেই, সর্বস্ব খুইয়েছি আমি। এখন শুধু হারাবার ভয় এই চাঁদনিকে। কী যে করি, কিছু ভেবে পাচ্ছি না!"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা গভীর মনোযোগে সব কিছু শুনল। তারপর বলল, "আপাতত কিছুদিন চাঁদনিকে আপনারা ঘরের বাইরে যেতে দেবেন না। তারপর ওই মুন্নার জন্য একটা ফাঁদ পাততে হবে। আর বরাব্বর সিংকেও বরাবরের জন্য সরাতে হবে রামগড় থেকে।"

সর্দারজি হাসলেন। বললেন, "এত সোজা?"

বাবলু বলল, "দেখাই যাক। আজ তা হলে আমরা আসি, কেমন?"

"এসো। বেস্ট অব লাক।"

চাঁদনি ওদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। তারপর বারান্দায় এসে যতক্ষণ না ওরা গলির মোড়ে হারিয়ে যায়, ততক্ষণ একভাবে চেয়ে রইল

ওদের দিকে।

॥ ৩ ॥

পরদিন সকালবেলা পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই গিয়ে জড়ো হল মিত্তিরদের বাগানে। নির্মেঘ আকাশ তখন নীল সমুদ্রে ভাসছে। প্রকৃতিপ্রেমিক পঞ্চু অবাধে বিচরণ করছে বাগানময়। মুক্ত প্রকৃতিতে পঞ্চু এখন পঞ্চানন।

ওদের আলোচনার বিষয় ছিল চাঁদনি। এ ছাড়া মুন্না ও বরাব্বরের ব্যাপারেও ওরা একটা সিদ্ধান্ত নিতে আলোচনায় বসল।

বাবলু বলল, "কাল সর্দারজির জবানবন্দি আমরা যা শুনলাম, তাতে মনে হয়, উনি যা-যা বলেছেন ঠিক বলেছেন।"

বিলু বলল, "কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার একটু সন্দেহ হচ্ছে।"

"কোন ব্যাপারটা ?"

"পিপলির ওই ট্রাক ড্রাইভার যোগিন্দরের কথা কিন্তু সর্দারজি একবারও বলেননি আমাদের। যোগিন্দর সিং নিজে যখন মুন্নাকে বলেছে ওর বাবা-মায়ের হত্যাকারী রঘুবীর সিং এবং সেও সেই চক্রে জড়িত ছিল, তখন সর্দারজিকেও খুব একটা সাধু ভাবা যায় কি ?"

বাবলু বলল, "দ্যাখ বিলু, এই ব্যাপারটা নিয়ে কাল সারারাত আমি অনেক চিন্তাভাবনা করেছি। আর এতেই পরিষ্কার হয়ে গেছে শোভনলাল ও মায়া দেবীর হত্যাচক্রের মূল নায়ক বরাব্বর সিং। না হলে এত লোক থাকতে যোগিন্দরের সঙ্গে ওর দোস্তি হয় কী করে ? যে-দুর্ঘটনা বরাব্বরের নির্দেশে ঘটানো হয়েছিল, তা এখন রঘুবীর সিং-এর ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। আর মুন্না ? ওটার মাথায় কিছু নেই বলেই বরাব্বর ওকে এইভাবে নাচাতে পারছে। না হলে, অন্য কেউ হলে যোগিন্দর সিং ওর বাবা-মায়ের হত্যাকারীদের একজন—এই কথা শোনামাত্রই যোগিন্দরকে খুন করে ফেলত সে। তাকে কিছুতেই বাঁচিয়ে রাখত না।"

বাচ্চু, বিচ্চু বলল, "আরও একটা কথা ভেবে দেখার আছে। ওই সময়ে সর্দারজি তো পাটনার অধিবাসী ছিলেন।"

ভোম্বল বলল, "এইজন্যই কখনও কোনও অনাথ ছেলেমেয়ের দায়িত্ব নিতে নেই।"

বাবলু বলল, "না। তা ঠিক নয়। অনাথ শিশুদের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে সভ্য সমাজের সকলকেই নিতে হবে। না হলে তারা বাঁচবে কী করে? তবে সর্দারজির ভুল হয়েছে কোথায় জানিস? ওঁর উচিত ছিল ছেলেটির প্রকৃত পরিচয় পাওয়ামাত্রই ওর পরিবারের লোকজনদের হাতে ছেলেটিকে তুলে দেওয়া। কিন্তু তা উনি করেননি। তাই বরাব্বর এখন মুন্নাকে খেপিয়ে সেই ফায়দাটা লুটছে।"

বিলু বলল, "তা হলে এখন?"

"শত্রুতা চলতেই থাকবে। প্রথমত, মুন্না বরাব্বরের সব কথা বিশ্বাস করেছে। দ্বিতীয়ত, ওর সম্পত্তি অপরকে ভোগ করতে দেখে হিংসায় জ্বলে যাচ্ছে। আর শেষ কথা, ওর বদ সঙ্গ ওকে আরও নিষ্ঠুর করে তুলেছে।"

বাচ্চু, বিচ্চু বলল, "ওর হাত থেকে তা হলে চাঁদনিকে বাঁচাবার উপায় কী? মেয়েটাকে রক্ষা তো করতে হবে?"

"নিশ্চয়ই হবে। এবং তার জন্য অনেক বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে আমাদের।"

বিলু বলল, "তুই যে সর্দারজিকে বললি বরাব্বরকে বরাবরের জন্য রামগড় থেকে সরিয়ে দিবি, কিন্তু কীভাবে কী করবি কিছু ঠিক করেছিস?"

বাবলু বলল, "তোর শোনায় একটু ভুল হয়েছে বিলু। আমি সরিয়ে দেব বলিনি। সরাতে হবে বলেছি। প্রথমে আমরা মুন্নাকে ধরব। তারপর ওর মুখ থেকেই আদায় করব বরাব্বরের ঘাঁটির খবর। কেননা, না জেনে ওই দুর্গম পাহাড়-জঙ্গলে ওর খোঁজে ঢুকে পড়লেই ওর খপ্পরে পড়ে যাব আমরা। অতএব কাজ করতে হবে ভেবেচিন্তে, ঠাণ্ডা মাথায় এবং সুপরিকল্পিতভাবে।"

"কিন্তু মুন্নাকেই বা ধরবি কী করে?"

বাবলু বলল, "এতদিন গোয়েন্দাগিরি করলি, আর একটু বুদ্ধি খরচ করতে পারলি না? মুন্নাকে তো ধরেই ফেলেছি আমরা।"

বিলু, ভোম্বল দু'জনেই অবাক, "হেঁয়ালি করিস না। যাকে চোখেই দেখিনি, তাকে ধরলাম কখন ?"

বাচ্চু, বিচ্ছুর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, "বুঝতে পেরেছি। বাবলুদা কী বলছে জানো ? মুন্না নিজের ফাঁদে নিজেই পড়বে এবার।"

"কীরকম ?"

বাবলু বলল, "মুন্নার টার্গেট কে ?"

"চাঁদনি।"

"তা হলে চাঁদনিকে কিড্‌ন্যাপ করবার জন্য তাকে এখানে আসতেই হবে। আর তখনই হবে ওর চরম বিপর্যয়। এখন কিছুদিন চাঁদনিকে বুঝিয়েবাঝিয়ে আটকে রাখতে হবে ঘরের মধ্যে। তারপর পুজোর ক'দিন ওকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হবে ঘুরে বেড়াবার। মুন্না সেই সুযোগটা নেবে। আমরাও সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করব।"

বিলু, ভোম্বল লাফিয়ে উঠল, "দি আইডিয়া। ঠিক বলেছিস তুই। এখন মুন্নার একটা ফোটো পেলেই কেল্লা আমাদের ফতে।"

বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, "মুন্নার ফোটো পেতে তো অসুবিধে নেই। চাঁদনিই দিতে পারবে।"

বাবলু বলল, "তোরা আজই গিয়ে নিয়ে আয় দেখি। তারপর শুরু করব আমাদের কাজ।"

এমন সময় হঠাৎ পঞ্চুকে কিছু একটা মুখে নিয়ে ছুটে আসতে দেখা গেল। কী ? কী ওটা ? সবাই ছুটে গেল পঞ্চুর কাছে। গিয়ে দেখল, ওর মুখে একটা কঙ্কণ। জিনিসটা যে সোনার, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এই বহুমূল্য অলঙ্কার পঞ্চু পেল কী করে ? কঙ্কণটা বাবলু বেশ কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে দেখে পকেটে রাখল। তারপর পঞ্চুকে বলল, "কোথায় পেলি এটা ?"

পঞ্চু মাটিতে লুটোপুটি খেয়ে বলল, "গোঁ-ও-ঔ।"

"সে তো বুঝলাম। কিন্তু কোথায় ? চল, দেখাবি চল।"

পঞ্চু সকলের আগে-আগে চলল। ওরা পিছু-পিছু।

এক সময় ঘন ঝোপজঙ্গলের ধারে একটা বটগাছের নীচে এসে পঞ্চু মাটি শুঁকে চারদিকে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। বাবলুরাও তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখল সেখানটা। কিন্তু না। কোথাও এতটুকুও সন্দেহজনক কিছু পেল না।

বিলু বলল, "এটা কি তবে আকাশ থেকে পড়ল ?"

ভোম্বল বলল, "নিশ্চয়ই রাতের অন্ধকারে কোনও চোর-ডাকাত এখানে এসেছিল। তারপর চোরাই জিনিস ভাগাভাগি করবার সময় পড়ে গেছে এটা।"

বাবলু বলল, "আমার মনে হয় চোরাই জিনিস এখানেই কোথাও লুকনো ছিল। তার কারণ, ভাগাভাগি করবার জন্য আমাদের ভাঙা বাড়িই তো উপযুক্ত স্থান। মিছিমিছি সাপের কামড় খেতে এই বটতলায় আসবে কেন ?"

এমন সময় হঠাৎ বিচ্ছুর চোখে পড়ল একটা ভি. আই পি. সুটকেস ভাঙা অবস্থায় ঝোপের মধ্যে পড়ে আছে। বাচ্চু সেটা টেনে আনতেই দেখা গেল তার গায়ে ছোট্ট করে লেখা একটা নাম, রঘুবীর সিং।

বিলু, ভোম্বল অবাক হয়ে বলল, "আশ্চর্য !"

বাবলু বলল, "এ তো সর্দারজির সুটকেস। এখানে কী করে এল ?" তারপর আক্ষেপ করে বলল, "হাতের শোলমাছ ফসকে গেল রে !"

বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, "কেন ? কেন ?"

বাবলু বলল, "সর্দারজি জখম হয়েছেন পরশু রাতে। তারপর থেকে বাগানের দিকে আমরা বেশি নজর দিইনি। মুন্না সিং সে-রাতে অতবড় সুটকেসটা নিয়ে একা যাওয়ার রিস্ক নেয়নি বলেই এই বাগানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। ঘটনাস্থল এখান থেকে বেশিদূর নয়।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু সুটকেসটা ভাঙল কেন ?"

"তার দুটো কারণ আছে। প্রথম কারণ, জিনিসগুলো আদৌ ভেতরে আছে কিনা, তা জানা দরকার ছিল। দ্বিতীয় কারণ, এই ঘটনার পর এই সুটকেস নিয়ে এ-পাড়ার বাইরে যাওয়ারও অসুবিধে ছিল তার।"

বিলু বলল, "এটাই কি কারণ ? সর্দারজির ট্রেন ছিল রাত এগারোটায়। তার মানে, যা কিছু, তা ওই সময়ের মধ্যেই হয়েছে। এর

পর একটা ট্যাক্সি ডেকে নিজের আস্তানায় চলে যাওয়া ওর পক্ষে কোনওমতেই অসম্ভব ছিল না।"

"এমনও তো হতে পারে, ওর নিজের আস্তানাটাই ওর পক্ষে বিপজ্জনক। কেননা এখানে তার নিজস্ব কোনও ডেরা নেই। হয় সে কোনও হোটেল অথবা কোনও বদমাশের ঘাঁটি থেকে রঘুবীর সিংকে ফলো করত, তাই ওই অমূল্য ধন নিয়ে সেখানে যাওয়ার খুবই অসুবিধে ছিল তার। অত সোনাদানা ওর কাছে দেখলে ওর সঙ্গীরা তা দাবি করত। আর হোটেলওয়ালার সন্দেহ হলে টানাহেঁচড়া করত পুলিশে। তাই সে বুদ্ধিমানের মতো এই কাজ করেছে। আর সেই সময়েই ওর নজর এড়িয়ে কীভাবে যেন পড়ে যায় কঙ্কণটা। মুন্না সিং সে-রাতে গয়নাগুলো এখানেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছিল। এবং পরে সময়মতো নিয়ে গেছে।"

বিলু বলল, "যদি না নিয়ে গিয়ে থাকে? আমরা একটু খুঁজে দেখব, কিছু যদি উদ্ধার হয়?"

"দেখতে পারিস। তবে লাভ হবে না কিছু। পরশু রাতের পর কাল সারাটা দিন-রাত গেছে। তখনই পাচার হয়ে গেছে ওগুলো।"

"কাল সকালেও তো আমরা বাগানে এসেছিলাম। তখন কি জানতাম যে, এই জিনিস এখানেই আছে। তা হলে বাগান একেবারে তোলপাড় করে ফেলতাম।"

"কে আর জানত বল? আমরা সকালে যেমন এসেছিলাম, তেমনই দুপুরে আসিনি। বিকেলে চাঁদনিদের ওখানে সন্ধে পর্যন্ত ছিলাম। রাত্রে আসিনি। জিনিস তখনই পাচার হয়ে গেছে।"

সবাই দারুণ আফসোস করতে লাগল।

বাচ্চু, বিচ্চু বলল, "এই কঙ্কণটা তা হলে যাদের জিনিস তাদেরই ফেরত দেওয়া যাক।"

বাবলু বলল, "সেইসঙ্গে ভাঙা সুটকেসটাও।"

"এটা কী হবে?"

"স্মৃতিচিহ্ন। আমরা যে খুঁজে পেলাম জিনিসটা, তার প্রমাণ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই তখন সেই ভাঙা সুটকেস আর কঙ্কণ নিয়ে

সর্দারজির ফ্ল্যাটে গেল। সর্দারজি, চাঁদনি, ওর মা সবাই যেমন দারুণ খুশি হলেন ওদের দেখে, তেমনই চমকে উঠলেন সুটকেস পেয়ে।

সর্দারজি তো হারানিধি ফিরে পাওয়ার আনন্দে, উচ্ছ্বাসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সুটকেসটার ওপর। তারপর বললেন, "ইয়ে চিজ কাঁহা মিলা ? কোথায় পেলে তোমরা ?"

বাবলু তখন সব বলল। তারপর কঙ্কণটা চাঁদনির মাকে দিতেই তিনি সেটি কপালে ঠেকালেন।

সর্দারজি সুটকেসটা নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন।

চাঁদনি বলল, "চা না কফি, কী খাবে তোমরা ?"

বাবলু বলল, "কফি।"

ভোম্বল বলল, "তার সঙ্গে একটু কিছু।"

চাঁদনি হেসে বলল, "নিশ্চয়ই।"

বিলু বলল, "ভোম্বলটা একেবারে যা-তা।"

চাঁদনি বলল, "মোটেই না। ও-ই বরং ঠিক। তোমাদের সঙ্গে এখন আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক। বন্ধুর কাছে বন্ধু যদি মন না খুলবে, তা হলে সে-সম্পর্কের দাম কী ?"

চাঁদনির মাও তখন হাসিমুখে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মা-মেয়েতে সকলের জন্য নিয়ে এলেন প্লেট-ভর্তি খাবার। সেইসঙ্গে ধূমায়িত কফি।

বাবলুরা খাবার খেয়ে কফিতে যখন চুমুক দিয়েছে, ঠিক তখনই আনন্দে অভিভূত সর্দারজি ওদের সামনে এসে সোফায় বসে বললেন, "সব কুছ মিল গিয়া হামারা।"

বাবলু বলল, "সে কী !"

সর্দারজি বললেন, "সামান্য দু-দশ ভরির অন্য গয়না বাদে প্রায় সমস্ত মূল্যবান গয়নাই ছিল এই সুটকেসের দ্বিতীয় খোপের ভেতরে। গয়নাগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্য নিউ মার্কেটে অর্ডার দিয়ে বিশেষভাবে এই সুটকেসটি আমি তৈরি করিয়েছিলাম। মুন্নার সেটা অজানা ছিল। তাই এটাকে ভেঙে দু-দশ ভরি সোনা হাতের কাছে যা পেয়েছে, নিয়ে

ভেগেছে। কিন্তু এর ভেতরে ডবল বডির গুপ্তস্থানে যে লক্ষাধিক টাকার হিরের নেকলেস আর চল্লিশ ভরি সোনা ছিল, তা সে ভাবেওনি। ফলে ওটাকে আবর্জনার স্তূপে ফেলে দিয়েই চলে গেছে। তোমরা যে বুদ্ধি করে ওটাকে সঙ্গে এনেছিলে, সেজন্য তোমাদের আমি প্রশংসা করি।"

"আর তা হলে এখন দেশের দিকে যাবেন না। বরং চেষ্টা করবেন চাঁদনিকে কিছুদিন ঘরের মধ্যে আটকে রাখতে।"

চাঁদনি বলল, "ঘরের মধ্যে আটকে থাকলে মুন্নার মোকাবিলা আমি করব কী করে?"

"মুন্নার মোকাবিলা তুমি কী করবে? সেজন্য তো পঞ্চু আছে, আমরা আছি।"

পঞ্চু তখন একমনে বসে-বসে চাউমিন খাচ্ছিল। বাবলুর কথা শুনে আড়চোখে একবার দেখল শুধু। তারপর আবার খাওয়ার ব্যাপারে মন দিল।

বাবলু বলল, "পুজোর আগে ক'টা দিন একটু সাবধানে থাকো। তারপর ফাঁদ কী করে পাততে হয়, আমরা দেখাচ্ছি।"

রঘুবীর সিং বললেন, "মুন্নার গায়ে অসুরের শক্তি। তোমরা কি পেরে উঠবে ওর সঙ্গে?"

বাবলু বলল, "সর্দারজি! আমরাও দুর্বল নই।"

চাঁদনি বলল, "মুন্নার ওপর আমার যথেষ্ট দুর্বলতা ছিল। কিন্তু বাবুজির গায়ে হাত দেওয়ার মতো স্পর্ধা যখন হয়েছে ওর, তখন আর ওকে ক্ষমা নয়। ও একবার আমার সামনে এলে উচিত শিক্ষা দেব ওকে।"

মা বললেন, "সত্যি, কী যে হবে না, ভেবে কূল পাচ্ছি না। চাঁদনিকে না-হয় ঘরের বাইরে যেতে দিলাম না, কিন্তু ওর বাবাকে? উনি তো ব্যবসা ফেলে রেখে ঘরে বসে থাকতে পারবেন না?"

বাবলু বলল, "কিসের ব্যবসা ওঁর?

"চামড়ার সুটকেস, অ্যাটাচি, এইসবের। নিউ মার্কেটে দোকান আছে।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, আবার যে-কোনও মুহূর্তেই আক্রমণ করতে পারে

ও। তাই একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করবেন। বাড়ি ফিরতে বেশি রাত করবেন না।"

সর্দারজি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "সবই বরাত।"

বাবলু বলল, "আমরা অনেকক্ষণ এসেছি, এবার উঠি। তবে আমাদের কাজের সুবিধের জন্য মুন্নার এক কপি ফোটো আমাদের চাই।"

চাঁদনি বলল, "এখনই দিচ্ছি।" বলে একটা অ্যালবাম নিয়ে এসে তা থেকে ওর যত ছবি ছিল সব বের করে কাঁচি দিয়ে কেটে পরিবারের সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে ওদের দিল। বলল, "এগুলো তোমাদের কাছে রেখে দাও। ওর একটুও স্মৃতি আমি আর রাখব না।"

বাবলুরা মুন্নার ছবি নিয়ে বাড়ি চলে এল। এমন রাজপুত্তুরের মতো চেহারা যার, সে কিনা এত নিষ্ঠুর!

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পরও বাবলুর দুশ্চিন্তার অন্ত রইল না। সে কেবলই ভাবতে লাগল কিভাবে কী করা যায়। একদিকে মুন্না, অপরদিকে বরাব্বর। দুই-ই দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষ। মুন্নাকে ধরতে পারলে বরাব্বরের হদিস হয়তো পাওয়া যায়। কিন্তু মুন্নাকে কি সহজে ধরা যাবে? আবার ভাবল, মুন্না যখন মিত্তিরদের ওই পোড়ো বাগানের খোঁজ একবার পেয়েছে, তখন এখানে এলে নিশ্চয় বাগানটাই ঘাঁটি হবে ওর! সে তো পান্ডব গোয়েন্দাদের ব্যাপার-স্যাপার জানে না, জানার কথাও নয়। তাই পরম নিশ্চিন্তে আশ্রয় নেবে এখানে। আর তা যদি হয়, তা হলে একদিন-না-একদিন ধরা সে পড়বেই। শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে করতে বাবলু এক সময় অধৈর্য হয়ে উঠে বসে ডাক দিল, "পঞ্চু!"

পঞ্চু অমনই পাশের ঘর থেকে এসে হাজির।

"চল, একবার বাগানে যাই।"

বাগানে যাওয়ার নাম শুনেই পঞ্চু তো দু' পায়ে খাড়া। বাবলুর আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল সে।

বাবলুও ঘরের বাইরে এসে রাস্তায় পা দিতেই দেখল খুব দ্রুতগতিতে সাইকেল চালিয়ে চাঁদনি আসছে ওদের বাড়ির দিকে। চাঁদনি এলে বাবলু

বলল, "কী ব্যাপার ! এমন অসময়ে যে ?"

চাঁদনি উত্তেজিত। ওর মুখ লাল। বলল, "খুব বিপদ। তাই তোমার কাছেই ছুটে এসেছি।"

"কেন, কী হয়েছে ?"

"একটু না বসলে বলা যাবে না। কিন্তু তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ ?"

"আমি একটু বাগানের দিকে যাচ্ছিলাম। চলো, তোমাকেও নিয়ে যাই। আমাদের ঘাঁটিটা তোমার চিনে রাখা দরকার। কখন কী প্রয়োজন হয়, কে বলতে পারে ? আমাকে কখনও বাড়িতে না পেলে ওখানে পাবেই।"

চাঁদনি বলল, "চলো তবে।" বলে সাইকেল নিয়ে হেঁটে-হেঁটেই চলল। যাওয়ার সময় একটি কথাও বলল না সে।

মিত্তিরদের বাগানে এসে সেই ভাঙা বাড়ির চাতালে বসে বাবলু বলল, "এবার বলো তো কী হয়েছে ?"

চাঁদনি তবুও কিছুক্ষণ দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল। তারপর বলল, "তোমরা চলে আসবার পরই দেশ থেকে একটা চিঠি এসেছে। কী সাঙ্ঘাতিক চিঠি।"

"কী চিঠি ?"

"বরাব্বর সিং আমাদের পরিবারের একজনকেও বাঁচিয়ে রাখেনি। দু' বছরের শিশুটিকে পর্যন্ত...।"

বাবলু বলল, "সে কী !" তারপর বলল, "এই অবস্থায় ভাগ্যিস তোমার বাবা গিয়ে পড়েননি। তা হলে বিপদে পড়ে যেতেন।"

"বিপদে উনি পড়তেনই। কারণ, এই হত্যাকাণ্ডের দায় বরাব্বর নিজের ঘাড়েই নিয়েছে। একটা চিঠিতে সে লিখেছে, আমাদের বংশের কাউকেই নাকি সে বাঁচিয়ে রাখবে না। এর পরের টার্গেট আমার বাবুজি। এবং তারপরই আমার মা ও আমি।"

বাবলু বলল, "এ তো দেখছি রীতিমত ভয়ের ব্যাপার।"

"তার চেয়েও ভয়ের ব্যাপার, বাবুজি ভীষণ উত্তেজিত হয়েছেন। উনি আজই যেতে চাইছেন বরাব্বরের মোকাবিলা করতে। বলছেন, এইভাবে ভয়ে-ভয়ে না থেকে একেবারে সম্মুখ সমরে চলে যাওয়াই

ভাল। তাই ওঁর এক বন্ধুর বাড়িতে গেছেন রিভলভার আনতে। কিন্তু এই অবস্থায় বাবুজিকে কী করে ছাড়ি বলো তো ?"

"খবরদার, উনি যেন না যান।"

"আমার বাবুজি কী ভয়ানক জেদি, তা তো জানো না। উনি যাবেনই। কিন্তু আমি জানি, উনি আম্বালা অথবা কালকার মাটিতে পা দিলেই শেষ হয়ে যাবেন।"

বাবলু কোন পরামর্শটা দেবে, কিছু ভেবে পেল না।

চাঁদনি বলল, "শোনো, আমার বাবুজি যাবেনই। আর বাবুজি গেলে মা কখনওই বাবুজিকে একা ছাড়বেন না। সুতরাং আমিও পড়ে থাকব না। তাই আমরা সবাই যাব। এখন আমার একটা অনুরোধ তুমি রাখবে ?"

"বলো, কী অনুরোধ ?"

"ওই হিরের নেকলেস, সোনার গয়না আর আমার কিছু শখের জিনিসপত্তর তোমার কাছে রেখে দেবে ? কেননা, এই হয়তো আমাদের শেষ যাওয়া ! যদি আর কখনও না ফিরি, মরেই যদি যাই, তা হলে কী হবে ওই অমূল্য সম্পদে ?"

"ওগুলো আমি নিয়েই বা কী করব ?"

"বাঃ রে। তুমি বুঝি বড় হবে না ? যখন বড় হবে, তখন বুঝবে ওগুলোর মূল্য কত ?"

"কিন্তু মরতে যদি তোমাকে না দিই ?"

"বাঁচাতেও তো পারবে না। তার কারণ, নিয়তি আমার শিয়রে। বাবুজি গেলে আমিও যাব। আর এও ঠিক, যাওয়া মানেই শেষ যাওয়া।"

বাবলু বলল, "না, তুমি যাবে না। তোমার মাও না, তুমিও না। দরকার হলে আমি যাব।"

"তুমি যাবে ? জানো, সে কি বিপজ্জনক জায়গা ?"

"জানি।"

"তা হলে কেন যাবে ?"

"আমাদের বন্ধুত্বের মর্যাদা দিতে।"

চাঁদনি একদৃষ্টে অবাক হয়ে বাবলুর দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "সত্যি, তুমি কত ভাল! তোমার জন্য আমার বাবুজিকে আমি ফিরে পেলাম। ফিরে পেলাম আমাদের হারানো ধন। আমার জীবনে তুমি এক শুভ আবির্ভাব, বাবলু। তোমার জয় হোক। তোমার যশের ধারা ফুলের সৌরভের মতো ছড়িয়ে পড়ুক দেশে-দেশান্তরে। তোমার জয়যাত্রার প্রতি প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইল আমার। তবুও আমার এই চরম বিপদে তোমার জীবন বিপন্ন হতে আমি কিছুতেই দেব না।"

বাবলু বলল, "তুমি ভুল করছ চাঁদনি। আমার বলতে এখানে কিছুই নেই। সবই আমাদের। যা করি আমরা পাঁচজনে। পাঁচজনেই এক। তবুও তুমি জেনে রাখো, ওখানে যাওয়া তোমার হবে না। তুমিও যাবে না, মা-বাবাও না। আর একান্তই যদি বাবা যেতে চান, তা হলে ফোনে আমাকে খবর দিয়ো। আমি ঠিক গিয়ে আটকাব ওঁকে।"

"তোমার ফোন নম্বর কত?"

বাবলু একটুকরো কাগজে নম্বরটা লিখে দিল। তারপর বলল, "তোমরা যেমন আছ তেমনই থাকো। আমরাই যাব স্বতস্ফূর্ত হয়ে। কেননা এটাই হবে আমাদের এবারের অভিযান।"

চাঁদনি উঠে দাঁড়াল। বলল, "ঠিক আছে। ফোনেই জানাব সব। আমাদের নম্বরটাও রেখে দাও।"

"তোমাদের নম্বর আমি জানি। কাল তোমাদের বাড়ি গিয়েই ফোন দেখে নোট করে নিয়েছি।"

চাঁদনি বলল, "সো ব্রিলিয়ান্ট বয় ইউ আর।" তারপর বলল, "আচ্ছা, এখন তা হলে আসি?"

"এসো। একটু এগিয়ে দেব তোমাকে?"

"না, না। কোনও দরকার নেই। আমার তো সাইকেল আছে। এখনই পৌঁছে যাব।"

চাঁদনি চলে গেলে বাবলুও আর রইল না। পঞ্চুকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে।

বিকেলের দিকে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরা এলে বাবলু বলল, "আবার একটা অভিযানের জন্য তৈরি হও।"

বিলু বলল, "কবে ?"

"খুব শিগ্‌গির। হয়তো পুজোর আগেই।"

বাচ্চু, বিচ্চু বলল, "পুজোর সময় বাড়ি থেকে কি ছাড়বে ?"

বাবলু বলল, "ওই একই প্রবলেম তো আমারও। অথচ বিপদ এমনই ঘনিয়েছে যে, আর অপেক্ষা করবার সময় নেই।"

ভোম্বল বলল, "কী, ব্যাপারটা কী ? বরাব্বর সিংকে সরাবার জন্য এত তাড়াহুড়োর কী আছে ? আগে মুন্নাকে ধরি, ওর পেট থেকে কথা আদায় করি, তবে না ?"

বাবলু তখন দুপুরের ঘটনা সব বলল সকলকে। সব শুনে ওরা এমনই অবাক হয়ে গেল যে, কারও মুখে কথাটি সরল না আর।

॥ ৪ ॥

সে-রাতে বাবলু আর ঘর থেকে বের হল না। চাঁদনির ওখান থেকে যদি কোনও ফোন আসে, সেই আশায় চুপচাপ বসে রইল। আর নানারকম চিন্তাভাবনা করতে লাগল বরাব্বরের বিষয়ে। ওর ব্যাপারে কোন সূত্র ধরে কীভাবে এগোবে, কিছুতেই স্থির করতে পারল না। অথচ কথাও দিয়েছে চাঁদনিকে—বিপদে ওদের পাশে এসে দাঁড়াবে। এখন তো সে-পথ থেকে সরে আসা যায় না। ক'দিন পুজোর কেনাকাটার উৎসবে যেমন কোনও কিছুতেই মন দিতে পারেনি, তেমনই এখন আবার নতুন ঝামেলা শুরু হল। এই ঝামেলার শেষ যে কোথায় তা কে জানে ?

রাত দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও চাঁদনির কোনও ফোন যখন এল না, তখন খুবই খারাপ লাগল ব্যাপারটা। তবে ফোন করবেই, এমন কথা ছিল না। তবুও কিছু একটা তো জানাবে ! বাবলু যখন ফোনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে নানারকম ভাবছে, তেমন সময় মা এলেন, "কিরে খাবি না ? অমন করে ফোনের দিকে তাকিয়ে বসে আছিস কেন ? কে ফোন করবে ?"

"চাঁদনি।"

"ও, সেই মেয়েটা ? হঠাৎ ফোন করবে কেন ?"

"ওদের খুব বিপদ।"

"কেন, আবার কী হল ?"

"তুমি খেতে দাও মা। আমি যাচ্ছি।"

মা চলে গেলে বাবলু নিজেই একটা ফোন করল। যা হোক কিছু একটা খবর পেলে আজ অন্তত রাতটুকুর মতো নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। কিন্তু এ কী ! অনবরত রিং হয়ে যাচ্ছে, কেউ ফোন ধরছে না কেন ? কী হল ওদের ?

বাবলু ফোন রেখে খেতে বসল।

তারপর খেয়েদেয়ে বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। হঠাৎ এক সময় কী মনে হতেই উঠে পড়ল ও। রাত বারোটা। ও চুপিসারে ড্রয়ার টেনে পিস্তলটা বের করে পঞ্চুকে সঙ্গে নিয়েই বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। টেপা তালাটা দরজায় লাগিয়ে একেবারে বিলুদের বাড়ির কাছে এসে পা টিপে-টিপে ওর জানলার ধারে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় ডাকল, "বিলু ! এই বিলু।"

বিলুর সজাগ ঘুম। উঠে বসেই বলল, "কে রে ?"

"একবার আসতে পারবি ?"

"বাবলু ! এত রাতে কোথায় যাবি ?"

"চাঁদনিদের ওখানে। মনে হচ্ছে কিছু একটা হয়েছে। ফোন বেজে যাচ্ছে, কিন্তু ধরছে না কেউ।"

"হয়তো বাড়িতে নেই।"

"না থাকলে যাবেটা কোথায় ?"

বিলু বলল, "এক মিনিট।" বলেই সেও যেভাবে ছিল সেইভাবেই বেরিয়ে এল দরজায় তালা দিয়ে। তারপর অন্ধকার পথ বেয়ে বৈষ্ণবপাড়ায় যখন সর্দারজির ফ্ল্যাটের কাছে এল তখন দেখল বাড়ির সামনে ফ্ল্যাটের দু-একজন বাসিন্দা নিজেদের মধ্যে কী সব আলোচনা করছে। দু'জন কনস্টেবলও বসে আছে সেখানে।

বাবলু বলল, "কী ব্যাপার ! এখানে পুলিশ কেন ?"

গ্রাউন্ড ফ্লোরে যে-ভদ্রলোক থাকেন তাঁর নাম ভুজঙ্গবাবু। বললেন, "কেন, শোনোনি কিছু ?"

"ন্-না তো ? কী হয়েছে ?"

"এই তো সন্ধেবেলা সর্দারজির ফ্ল্যাটে আচমকা ডাকাতি হয়ে গেল।"

"ডাকাতি হয়ে গেল !"

"হ্যাঁ, মাত্র দু'জন ডাকাত। মেয়েটাকে বাথরুমে লক করে ওর মাকে রিভলভার দেখিয়ে যেখানে যা ছিল সব নিয়ে গেল। তার একটু পরেই খবর এল রঘুবীর সিং গুলিতে জখম হয়েছেন। সম্ভবত মারা গেছেন তিনি।"

"মারা গেছেন ?"

"হ্যাঁ, অরফানগঞ্জে এক অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন।"

"চাঁদনি ! ওর মা ! ওঁরা কোথায় ?"

"শুনেছি ভবানীপুর না পার্ক সার্কাস কোথায় যেন ওদের স্বজাতীয়রা আছেন, সেইখানে গেছেন।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। এলে বলবেন আমরা এসেছিলাম।"

"কিন্তু এত রাতে তোমরা এখানে কেন ?"

"কোনও একটা ব্যাপারে ওদের ফোন করবার কথা ছিল। কিন্তু ফোন না করায় আমিই ফোন করে দেখি রিং হয়ে যাচ্ছে। সেইজন্য কী ব্যাপার দেখতে এলাম।"

বিলু বলল, "ভাগ্যিস এলাম।"

ভুজঙ্গবাবু বললেন, "আসলে বাঙালি পাড়ায় এইসব সর্দারজি-টর্দারজি বেমানান। এদিকে ওদের দেশের বাড়িতেও শুনেছি ভয়ানক ডাকাতি হয়ে গেছে।"

বাবলু আর কোনও কথা না বলে বিলুকে নিয়ে চলে এল সেখান থেকে। পঞ্চু ওদের অনুসরণ করল।

যেতে-যেতে বিলু বলল, "মানুষ কত বেইমান। আমরা কোথায় ওদের ব্যাপারে নিজেদের জীবন বিপন্ন করতে চাইছি, এমন একটা মহাপূজার আনন্দ উৎসব ফেলে রেখে যেতে চাইছি মৃত্যুর মুখোমুখি হতে, আর ওরা সামান্য একটু ভদ্রতা করে যাওয়ার আগে একটা খবরও দিয়ে গেল না।"

বাবলু বলল, "অথচ দুপুরবেলা মেয়েটা যেভাবে আমার কাছে ছুটে এল, তাতে কিন্তু সেরকম বলে মনেই হল না।"

"তা হলে ফোনটা করল না কেন ?"

"কী জানি। তবে মনে হয় আচমকা ডাকাতি হওয়ার পর ওরা যখন হতচকিত, ঠিক তখনই সর্দারজির দুঃসংবাদটা আসায় ওদের হয়তো মাথার ঠিক ছিল না।"

"তা হলে ?"

"তা হলেও আমরা পিছিয়ে আসব না। এই পরিবারের ব্যবহারে, আপ্যায়নে আমরা এমনই প্রীত যে, হঠাৎ ভুল বুঝে ওদের পাশ থেকে সরে আসা ঠিক হবে না। বিশেষ করে সর্দারজির মৃত্যুর পর চাঁদনি বা ওর মায়ের অবস্থাটা কী হবে কিছু ভেবে দেখেছিস ? আমার মনে হয় ওর মা ভয় পেয়েই ওকে নিয়ে সরে পড়েছেন কোথাও।"

বিলু বলল, "তা হলে ওর খবরাখবর আমরা পাব কী করে ?"

"তা তো জানি না। শুধু অপেক্ষায় থাকতে হবে ওদের দিক থেকে পরবর্তী আহ্বানের।"

কথা বলতে-বলতে ওরা যখন নিজেদের পাড়ায় এল তখনই বাবলু বলল, "চল তো একবার বাগানটা ঘুরে যাই।"

"এখন বাগানে গিয়ে কী করবি ?"

"ঘরে গিয়েই বা করবটা কী ? ঘুম তো আসবে না। তার চেয়ে চল আমাদের ভাঙা ঘরে বসে চাঁদের আলো দেখি আর গল্প করে বাকি রাতটা কাটিয়ে দিই। অনেকদিন রাতের অন্ধকারে বাগানে যাওয়া হয়নি।"

বিলু বলল, "চল তবে।"

ওরা বাগানে ঢুকেই দেখতে পেল ওদের সেই ভাঙা ঘরের ভেতর থেকে ক্ষীণ একটু আলোর রেখা ভেসে আসছে বাইরে। তাই না দেখে পঞ্চু চিৎকার করে ছুটে যাচ্ছিল। তার আগেই বাবলু শক্ত করে চেপে ধরল পঞ্চুকে, "স্টপ।"

পঞ্চু চুপ করে গেল। সে বুঝে গেল সবসময় আচমকা চেঁচিয়ে উঠতে নেই। তাই বাবলু, বিলুর সঙ্গে পায়ে-পায়ে এগিয়ে চলল সে।

ওরা অতি সন্তর্পণে পা টিপে-টিপে সেই ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল।

তারপর উঁকি মেরে ঘরের ভেতর তাকিয়েই দেখল লাল রঙের বড় একটা মোমবাতি ধরিয়ে দু'জন অল্পবয়সী পঞ্জাবি যুবক কিছু টাকার বাণ্ডিল গোছ করছে। একপাশে মেঝের ওপর ঢালা আছে অনেক দামি-দামি অলঙ্কার। দু'জনের একজন ফরসা এবং অপরজন কালো। ফরসা আর সুন্দর চেহারা যার, সেই যে মুন্না তাতে সন্দেহ নেই। ওর ফোটোও ওরা দেখেছে।"

মুন্না নোটের বাণ্ডিল গুনতে-গুনতেই বলল, "লেকিন মেরা সমঝমে নেহি আতা তুম বাবুজি 'পর গোলি চালায়া কিঁউ ?"

"ও বাত সর্দার সিংকো পুছো। আউর মেরা বাত মানো তো জলদি ভাগো হিঁয়াসে। কাল সুভে পহলে ধানবাদ চলা যাও। সামকো হুঁয়াসে লুধিয়ানাকা ট্রেন মিলেগা। কিষাণ এক্সপ্রেস। ওঁহি মে চলা যাও। জম্মু-তাওয়াই, হিমগিরি, কালকা আউর অমৃতসর মেল মাত পাকড়না। পুলিশ পিছা করেগা।"

মুন্না কপাল চাপড়ে বলল, "গোলি তুমনে চালায়া, বদনামি মেরা হোগা। বাবুজিকো জিন্দা রাখনা চাহিয়ে। আভি হামারা প্ল্যান-প্রোগ্রাম সবকুছ বরবাদ হো গয়া। চাঁদনি ভি নিকাল গয়া ফান্দা সে।"

অপরজন বিরক্তির সঙ্গে বলল, "আরে রাখো, তেরি চাঁদনি কো হিফাজত ম্যায় করু।" বলেই টাকাগুলো অ্যাটাচির মধ্যে গুছিয়ে রেখে সোনার গয়নাগুলো ঢুকিয়ে রাখল একটা কালো কাপড়ের ব্যাগে।

মুন্না বলল, "কুছ রুপিয়া হামকো দো।"

"আভি নেহি।"

বাবলু তখন আস্তে করে পিঠ চাপড়ে এগিয়ে দিল পঞ্চুকে।

পঞ্চু গুটি-গুটি পায়ে দরজার কাছ পর্যন্ত গিয়েই বিকট একটা ডাক ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল অ্যাটাচির ওপর। সে এমনই গগনবিদারী চিৎকার যে, আচমকা ভয়ে লাফিয়ে উঠে থরথর করে কাঁপতে লাগল দু'জন। পঞ্চু কিন্তু কাউকেই কামড়াল না। শুধু একটানা ঘেউ-ঘেউ ডাক ছেড়ে এক-একজনের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। সেই সুযোগে বাবলু আর বিলু হাতে নিল গয়নার থলি ও টাকা-ভর্তি অ্যাটাচিটা।

তাই না দেখে মুন্না চিৎকার করে উঠল, "কুলদীপ ! গোলি চালাও।"

ভীত সন্ত্রস্ত কুলদীপ তখন কাঁপা-কাঁপা হাতে রিভলভার বের করেই প্রথম টার্গেট করল পঞ্চুকে। আর সঙ্গে-সঙ্গে বাবলু সেই অ্যাটাচি দিয়ে ওর হাতের কব্জিতে এমন একটা ঘা দিল যে, ট্রিগারে চাপ পড়ে গুলি লাগল মুন্নারই পেটে।

মুন্না আর্তনাদ করে বসে পড়ল সেইখানে। আর কুলদীপ ? সে এক ঝটকায় বাবলুকে ফেলে দিয়েই প্রাণপণে ছুটল অন্ধকার জঙ্গলের দিকে। কিন্তু যাবে কোথায় বাছাধন ? বিলু আর পঞ্চু দু'জনেই তখন ভীষণভাবে তাড়া করেছে তাকে।

মুন্নার তলপেটে লেগেছে গুলিটা। সে হাত দিয়ে জায়গাটা চেপে ধরে সেইখানেই বসে পড়ল। তারপর ভয়ে-ভয়ে বাবলুর দিকে চেয়ে বলল, "হু আর ইউ ? কে তুমি ?"

বাবলু বলল, "রিপ্রেজেনটেটিভ অব লেট রঘুবীর সিং অ্যান্ড চাঁদনি।"

যন্ত্রণায় মুন্নার চোখে তখন জল এসে গেছে। সে বলল, "চাঁদনিকে তুমি চেনো ?"

"না চিনলে তার প্রতিনিধি হলাম কী করে ?"

"আমি ওদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি।"

"সে-কথা কি এই অন্তিম মুহূর্তে মনে হল ? এর আগে কখনও মনে হয়নি ?"

"তুমি ওদের বলবে ওরা যেন আমাকে ক্ষমা করে।"

"যে-কাজ তুমি করেছ মুন্না, সে-কাজে ভগবানও তোমাকে ক্ষমা করবেন না। কিন্তু সর্দারজিকে তোমরা গুলি করলে কেন ?"

"ভুল হয়ে গেছে দোস্ত। তা ছাড়া আমি জানতাম না যে, কুলদীপ এসে পিছু নিয়েছে বাবুজির। ও নিউ মার্কেট থেকে বাবুজিকে ফলো করে অরফানগঞ্জে যায়। তারপর সেখানে বাবুজিকে গুলি করে আমার কাছে আসে। আমি ওকে নিয়ে বাবুজির ফ্ল্যাটে যাই। ও তখনও আমাকে বলেনি কী কাজ করে এসেছে ও।"

"বললে কী করতে ? তুমি নিজেই তো সে-রাতে মার্ডার করতে গিয়েছিলে বাবুজিকে ?"

"না। তা হলে তো গুলি করতাম। আমি গুলিহীন রিভলভারের নল দিয়ে বাবুজির মাথায় জোরে আঘাত করেছিলাম শুধু। সে-রাতে বাবুজির কাছে বিশেষ কিছুই ছিল না। তাই ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম। ডাকাতি করতে। আমি জানতাম বাবুজির অনেক টাকা ছিল। সোনা ছিল। আমার কাছে খবর ছিল বাবুজি লকার ছেড়ে দিয়েছেন।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, ওই কুলদীপ লোকটা কে ? ও কি বরাব্বরের লোক ?"

"হ্যাঁ।"

"বরাব্বরের দলে কতজন লোক আছে ?"

"আমাকে নিয়ে দশজন।"

"ওর কথা শুনে তোমার কি একবারও মনে হয়নি ও তোমাকে মিথ্যে কথা বলছে ?"

মুন্না কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "না। আসলে আমি যখনই জেনেছিলাম আমি বাবুজির কেউ নই, তখনই আমার মেজাজ বিগড়েছিল। তারপর যখন আমি আমার সম্পত্তির দাবি নিয়ে বেরিতে যাই, তখন আমার পরিজনরা আমার কথা অবিশ্বাস করে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় আমাকে। আমার বাবা-মায়ের শোচনীয় মৃত্যুর কথা শুনে আমি চিতার মতো জ্বলতে থাকি। তাই শক্তিবৃদ্ধির এবং প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আরও বেশি করে হাত মেলাই বরাব্বরের সঙ্গে।"

"যোগিন্দর সিং তোমার বাবা-মায়ের হত্যাকারীদের একজন, এই কথা শোনার পরও তাকে শাস্তি দাওনি কেন ?"

"আসলে আমি চেয়েছিলাম বরাব্বরকে মেরে ওর জায়গাটা নিজে নিতে। তারপর অবশ্য যোগিন্দরকে ছাড়তাম না। আর বাবুজিও এই চক্রের একজন জেনে বাবুজিকেও আমি মনে-মনে ঘৃণা করছিলাম। তবে এখন মনে হচ্ছে কোথায় যেন একটা ভুল হয়েছে আমার। ভাগ্যে চাঁদনির কিছু করিনি।"

বাবলু বলল, "শুধু চাঁদনি কেন, আর কারও কিছুই করতে পারবে না তুমি। যাই হোক, চণ্ডীগড় থেকে কলকাতায় এসে কোথায় উঠতে তোমরা ?"

"সর্দার শঙ্কর রোডে আমার এক দোস্তের বাড়িতে।"

"সেখানে তোমাদের দলের আর কে আছে?"

"কেউ না। আমি কলকাতা এলে ওইখানে উঠি। কখনও কুলদীপ আসে, কখনও ফাগু।"

"তুমি ওই রাতে সর্দারজিকে জখম করে এই বাগানে ঢুকেছিলে কেন?"

"অত রাতে একা ওই জিনিসগুলো নিয়ে যাওয়ার রিস্ক নিইনি। ছিনতাই হওয়ার ভয়ও ছিল, আবার পুলিশেরও ভয়। তা ছাড়া আমার বন্ধুর বাবা খুব কড়া লোক। ওই রাতদুপুরে অত বড় ভি.আই.পি সুটকেস নিয়ে হাজির হলেই আমাকে উনি সন্দেহ করতেন। সোনার জিনিসগুলো একটা গাছের কোটরে লুকিয়ে রেখে ভোরবেলা চলে যাই। বাবুজি তখনও ডাস্টবিনের ধারে পড়ে ছিলেন।"

"দেখে মায়া হল না তোমার?"

"কেন হবে? আমি যে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলাম!"

"এখন তা হলে ক্ষমা চাইছ কেন?"

"কী জানি! এখন কিন্তু আমার মন বারবার বলছে কাজটা আমি ভাল করিনি। আমি ভুল পথে যাচ্ছিলাম।"

"সত্যিই ভুল পথে যাচ্ছিলে। একটু মাথা খাটালে বুঝতে পারতে তোমার বাবা-মায়ের একজন হত্যাকারী যখন বরাব্বরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তখন ওই বরাব্বর সিং-ই আসল কালপ্রিট। যাক, আজ আবার এই বাগানে এসেছিলে কেন?"

"আজকের ডাকাতি এবং সেদিনের লুকিয়ে রাখা সোনার গয়নাগুলো এক করে পাচার করতে। জায়গাটা এমনিতেই নিরাপদ। তার ওপরে দোস্তের বাবাকে বলে এসেছিলাম আজ রাতে ফিরব না বলে।"

"এবার বরাব্বরের সম্বন্ধে কিছু বলো।"

মুন্না বলল, "একটু জল। বড্ড কষ্ট হচ্ছে আমার। একটু জল না পেলে কিছুই বলতে পারব না আমি।"

বাবলু জল আনবার জন্য পিছু ফিরতেই মুন্না হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। তারপর পেছনদিক দিয়ে ওর গলাটা এত জোরে চেপে ধরল যে,

দু' চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে এল। এর পর এক ধাক্কায় বাবলুকে ফেলে দিয়েই কুলদীপের হাত থেকে খসে পড়া রিভলভারটা কুড়িয়ে নিয়ে ওর দিকে তাগ করে বলল, "হ্যান্ডস আপ।"

বাবলু সেই মুহূর্তে পিস্তল বের করবার সময় পেল না। বলল, এতেও তুমি বাঁচবে না মুন্না সিং। আমার কুকুর তোমাকে ছাড়বে না।"

মুন্না তখন ট্রিগার টিপে দিয়েছে।

বাবলু সতর্ক ছিল। তাই গুলি ছোটার আগেই ঝুপ করে বসে পড়তে পড়তে মুন্নার কাঁপা-কাঁপা হাতের গুলি ফসকে গেল অন্য দিকে। বাবলু ওর চোয়াল লক্ষ্য করে একটা ঘুসি মারতেই মুন্না ছিটকে পড়ল এক কোণে। তারপর সেখান থেকে তুলে এনে আর-এক ঘা দিতেই একেবারে ধরাশায়ী। মুন্নার হাতে রিভলভার ছিল। কিন্তু সেটা আর কাজ করল না। ওর হাত মুচড়ে বাবলু সেটা কেড়ে নিয়ে বলল, "কী! দেব নাকি চালিয়ে?"

মুন্নার মুখে কথাটি নেই।

ততক্ষণে পঞ্চুর কামড়ে আহত কুলদীপকে মারতে-মারতে নিয়ে সেছে বিলু। পঞ্চুও ছুটে এসেছে গুলির শব্দ শুনে।

বিলু বলল, "কী হয়েছে রে বাবলু?"

"হবে আর কী! খলের স্বভাব কখনও যায়? আর একটু হলেই শেষ করে দিয়েছিল আমাকে।"

ভীষণ যন্ত্রণায় মুন্নার তখন চোখের পাতা বুজে আসছে।

বাবলু বলল, "এইরকম একটু কষ্ট পাওয়া তোমার দরকার ছিল মুন্না সিং। ভগবানের মার কখন কীভাবে নেমে আসে কেউ কি বলতে পারে? তবুও তুমি যে-অবস্থায় ছিলে, সেই অবস্থায় থাকলে এত তাড়াতাড়ি তোমার মরণ হত না। আমরা চেষ্টা করে হয়তো তোমাকে বাঁচাতে পারতাম। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়। নিজের মরণকে তুমি নিজেই ডেকে আনলে। গুড বাই মুন্না সিং।"

মুন্না সত্যি-সত্যিই ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে।

বাবলু ওর পকেট হাতড়ে টাকাকড়ি, কাগজপত্তর, ঘরের চাবি যা কিছু ছিল সব বের করে নিল। তারপর কুলদীপের দিকে তাকিয়ে বলল, "সব

চিজ নিকালো।"

কুলদীপ রক্তচক্ষুতে বাবলুর দিকে তাকিয়ে বলল, "ছোড় দো মুঝে। নেহি তো—।"

"নেহি তো কী ?"

"বরাব্বর তুমকো নেহি ছোড়েঙ্গে।"

বাবলু বলল, "এত মার খেয়েও ঠিক মনের মতন হয়নি তোমার, না ? পঞ্চু ?"

পঞ্চু কাছে এসে একবার শুধু আওয়াজ করল, "ভুক।"

কুলদীপ সেদিকে তাকিয়ে এক-এক করে সব বের করে দিল। বাবলু তবুও টিপে-টাপে পকেট হাতড়ে দেখল ওর। তারপর বলল, "এইবার একটু থানার দিকে যেতে হবে যে বাছাধন। সেখানে গিয়ে রুলের গুঁতো খাবে আর চোদ্দটা ইঞ্জেকশন নেবে।"

কুলদীপ বাবলুর দিকে চেয়ে থুতু ফেলল।

এমন সময় হঠাৎ একটা পুলিশের গাড়ি ঢুকল বাগানের ভেতর। কয়েকজন কনস্টেবলকে নিয়ে একজন ইনস্পেক্টর ভেতরে ঢুকে বললেন, "কী ব্যাপার ! এত রাতে তোমরা এখানে ? দূর থেকে হঠাৎ গুলির আওয়াজ শুনে এখানে এলাম। এ কে ?"

বাবলু বলল, "আমরা এখানে শিকার ধরতে এসেছিলাম সার। ভাল জিনিস পেয়েছি একটা। ইনি রামগড়ের কুখ্যাত বরাব্বর সিং-এর দলের লোক। রঘুবীর সিং নামে একজন সর্দারজিকে মার্ডার করে এইখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এবার এঁকে নিংড়ে সব কথা আদায় করুন।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "রঘুবীর সিং ? মানে আজই সন্ধেবেলা যাঁর বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে ?"

"হ্যাঁ।"

"উনি মারা যাননি তো। তবে খুবই আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওঁকে পিজি হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে। এই তা হলে সেই লোক ?"

বাবলু বলল, "এই সেই লোক।" বলেই আশান্বিত হয়ে বলল, "সর্দারজি তা হলে মারা যাননি ?"

"এখনও পর্যন্ত না।"

"ভগবানের দয়ায় উনি বেঁচে উঠুন। কিন্তু এই লোকটাকে দুটো খুনের দায়ে গ্রেফতার করুন তা হলে। মুন্না সিং নামে আর-একজনকে খুন করেছে ও। এই নিন ওর রিভলভার।"

বাবলুর হাত থেকে রিভলভার নিয়ে ইনস্পেক্টর কুলদীপকে অ্যারেস্ট করে ভাঙা বাড়ির ভেতর থেকে মুন্নার লাশ উদ্ধার করলেন। তারপর দু'জন কনস্টেবলকে মৃতদেহ পাহারায় রেখে বিদায় নিতেই বাবলুরাও চলে এল ঘরে। ওদের হাতে উদ্ধার করা ডাকাতির জিনিস। যা ওরা ইচ্ছে করেই জমা দেয়নি পুলিশের হাতে।

পরদিন সকালে খবর পেয়ে বাবলুদের বাড়ি সবাই এসে হাজির। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু—সব। ওরা ঠিক করল জলযোগের পর সবাই দলবেঁধে একটা ট্যাক্সি নিয়ে পিজিতে সর্দারজিকে দেখতে যাবে।

এমন সময় হঠাৎ সেখানে যে এসে দাঁড়াল তাকে যে দেখতে পাবে, তা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি।

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "এ কি চাঁদনি ?"

সত্যই চাঁদনি। কিন্তু এ যেন সেই চাঁদনি নয়। মাত্র এক রাতের ব্যবধানে কত পরিবর্তন হয়েছে তার। চোখের কোলে কালি। পাণ্ডুর মুখ। চাঁদনি কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "আমি অনেক আশা নিয়ে তোমাদের কাছে ছুটে এসেছি। তোমরা কি আমাকে সাহায্য করবে ?"

বাবলুর মা এসে চাঁদনিকে সস্নেহে কাছে টেনে বসালেন। বললেন, "তোমার এই বিপদে সাহায্য করব না, এ কি হয় ? কোন ব্যাপারে কী সাহায্য চাও তুমি বলো ?"

বাবলু বলল, "আগে বলো তোমার বাবা কেমন আছেন ?"

"ভাল নেই। কাল রাতেই অপারেশন হয়েছে। এখনও জ্ঞান ফেরেনি। পিঠে গুলি লেগেছে তো।"

"তুমি কাল রাতেই আমাদের কাছে আসতে পারতে। তা হলে এত ভোগান্তি হত না। আমি তোমাকে ফোন নম্বরও দিয়েছিলাম। খবর পেলেই তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াতাম আমরা।"

চাঁদনি বলল, "ফোন করব কী করে ? তোমার ফোন নম্বর লেখা কাগজটা তো টেবিলের ওপর ছিল। হঠাৎ সন্ধেবেলা মুন্না ওর একজন লোককে নিয়ে আচমকা বাড়িতে ঢুকে যে কাণ্ডটা করে গেল তা মনে পড়লেও ভয় হয়। তখনই সব লণ্ডভণ্ড হয়ে কোথায় যে হারাল কাগজটা, আর সেটা খুঁজে পেলাম না। তার ওপর সেই সন্ত্রাসের ঘোর কাটতে-না-কাটতে আমার বাবুজির বন্ধু এমন এক দুঃসংবাদ নিয়ে এলেন যে, আর আমি আমার মধ্যে ছিলাম না। মায়ের অবস্থাও সেইরকম। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম বাবুজি নেই।"

বাবলু বলল, "তা হলে বোঝা যাচ্ছে জগতে যা কিছু ঘটে তার একটা প্রাকৃতিক নিয়ম আছে। অন্তত ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি থাকলে অনেক ব্যাপারে অনেক কিছুই হয়ে যায়। যেমন ধরো, তুমি যদি আমাদের ফোন করতে, তা হলে কী হত জানো ? আমরা সবাই তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াতাম। ফলে কাজের কাজ কিছুই হত না। মাঝখান থেকে হত্যাকারী চোখে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে যেত। আমরা তোমার ওখান থেকে ক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে আসবার সময় হঠাৎ রাতদুপুরে বনভ্রমণ করতে গিয়েই তোমার বাবার হত্যাকারীকে হাতেনাতে ধরে ফেলি।"

বিস্মিত চাঁদনির মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "কী বলছ তুমি বাবলু ? আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি না !"

"ঠিকই বলছি। তাকে আমরা পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি। তার বিচার হবে। শাস্তি পাবে। আর ওই মুন্না সিং-এরও খেলা শেষ। তার দেহটা এখন মর্গের ভেতর পচছে।"

চাঁদনির মুখে আর কথা নেই। সে কৃতজ্ঞ নয়নে বাবলুর মুখের দিকে শুধু চেয়েই রইল।

বাবলু বলল, "এবার বলো তুমি আমাদের কাছ থেকে কী সাহায্য চাও ?"

"বাবলু, কাল রাতের ভয়ঙ্কর ডাকাতিতে আমরা সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি। আমার বাবুজির চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা চাই। ওঁর বন্ধুরা তো দিচ্ছেনই, তবু আমাদের কাছেও কিছু থাকা দরকার। তাই বলছিলাম, এই ব্যাপারে তোমরাও যদি তোমাদের বাবা-মায়ের কাছ থেকে কিছু-কিছু

নিয়ে আমার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাও, তা হলে খুবই উপকার হয়। বাবুজি যদি বেঁচে ফিরে আসেন তা হলে তোমাদের ঋণ উনিই শোধ করে দেবেন। আর যদি খারাপ কিছু হয়ে যায়, তা হলে আমাদের ফ্ল্যাট বেচেও তোমাদের দেনা শোধ করে দেব আমরা। এখন বলো, তোমরা কি পারবে আমার জন্য কিছু করতে ?"

বাবলু হেসে বলল, "নিশ্চয়ই। উই মাস্ট ডু ফর ইউ। তবে আনন্দের কথা এই যে, তোমাকে সাহায্যের জন্য কারও কাছেই হাত পাততে হবে না। তার কারণ তোমাদের বাড়িতে ডাকাতি হওয়ার সব কিছুই আমরা উদ্ধার করেছি।" বলে সেই অ্যাটাচি ও থলি দেখিয়ে বলল, "এই দ্যাখো, এর মধ্যে আছে তোমাদের টাকা। আর এর ভেতরে গয়নাগুলো।"

আনন্দের আতিশয্যে চাঁদনি কী যে করবে কিছু ভেবে পেল না। বলল, "ওগুলো এখন তোমাদের কাছেই রেখে দাও। আমার টাকার দরকার। আমাকে কিছু টাকা দাও তোমরা। সব টাকা নয়, কিছু টাকা।"

বাবলু বলল, "কত টাকা আছে এতে জানো ?"

"লাখখানেকের বেশি ছিল, তবু কম নয়। ব্যবসার টাকা। বাবা জমা দিতে পারেননি।"

বাবলু অ্যাটাচিটা চাঁদনিকে দিলে ও তার ভেতর থেকে হাজার পাঁচেক টাকা বের করে নিল। তারপর বলল, "আমি তা হলে আসি ?"

মা বললেন, "আসবে কী ! এসেছ, জলটল খাও। একটু বিশ্রাম নাও। তারপর ওদের সঙ্গে যাবে। এত টাকা নিয়ে একা কখনও যায় ?"

বাবলু বলল, "আমরা সবাই যাব। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে। এখন তোমরা আছ কোথায় ?"

"ভবানীপুরের পুরনো ফ্ল্যাটে। সেটা তো আমরা ছাড়িনি। ওটা রেন্টেড। হাওড়ারটা নিজস্ব।"

বাবলুর মা কিছু সময়ের মধ্যে সকলের জন্য হালুয়া, গরম লুচি, আলুভাজা আর সন্দেশ এনে খেতে দিলেন। সবশেষে চা।

ওরা যখন জলযোগ সেরে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে তেমন সময় হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। বাবলু ফোন ধরেই বলল, "হ্যালো! পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলু বলছি।" ওদিক থেকে কী যেন উত্তর আসতেই বাবলুর মুখের চেহারা অন্যরকম হয়ে গেল, "কী বলছেন? সত্যি? আমি তো বিশ্বাস করতে পারছি না। কীভাবে এটা হয়?" ওদিক থেকে আবার কী উত্তর এল। বাবলু একটু চুপ করে থেকে বলল, "কী আর বলব আপনাদের।" বলে রিসিভারটা সশব্দে নামিয়ে রেখে বসে পড়ল বাবলু।

বিলু বলল, "কী হল? কে ফোন করেছিল?"

বাবলু বলল, "থানা থেকে।"

"হঠাৎ?"

"কুলদীপ সিং পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে।"

বিলু ভীষণ রেগে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, বাবলু ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, "মাথা গরম করিস না বিলু, এরকম হয়। মনে রাখিস কুলদীপ বরাব্বরের লোক। কাজেই জেল ভেঙে বেরিয়ে আসা, পুলিশের ভ্যান থেকে উধাও হওয়া, এটা একটা ম্যাজিকের খেলা ওদের কাছে। এখন যেখানে যাচ্ছি সেখানে চল।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই তখন হসপিটালে যাওয়ার জন্য পথে নামল। পঞ্চুও যাচ্ছিল। মা আটকালেন ওকে, "তুই কোথায় যাবি? ওরা যাচ্ছে হাসপাতালে। তুই ঘরে থাক।"

অগত্যা পঞ্চু একটা চেয়ারে উঠে বাবুর মতন বসে রইল।

আর বাবলুরা পথে নেমেই একটা ট্যাক্সি ধরে সোজা চলল পিজির দিকে।

পিজিতে গিয়ে দেখল চাঁদনির মা অনেক আগে থেকেই বসে আছেন। আর আছেন ওঁদের পরিবারের বন্ধুরা। সর্দারজি তো মানুষ হিসেবে খুবই ভাল, তাই তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষীরও অভাব নেই। বিখ্যাত ব্যবসায়ী ঘনশ্যাম আগরওয়ালা নিজে এসে খোঁজখবর নিচ্ছেন। রক্ত দেওয়া থেকে আরম্ভ করে সমস্ত রকমের ব্যয়ভার তিনিই বহন করছেন বলতে গেলে।

চাঁদনি যেতেই মা বললেন, "বাবুজির জ্ঞান ফিরেছে। তোকে একবার দেখতে চাইছেন। কিন্তু ডাক্তারবাবুরা বিকেলের আগে দেখা করতে দেবেন না।"

চাঁদনি বলল, "আর ভয়ের কিছু নেই তো ?"

"মনে হয়, না।"

চাঁদনি সঙ্গে আনা পাঁচ হাজার টাকা মায়ের হাতে দিয়ে বলল, "এগুলো তুমি রাখো মা।"

অত চকচকে টাকা একসঙ্গে হাতে পেয়েই মা বললেন, "এ তুই কোথায় পেলি ?"

চাঁদনি বাবলুকে দেখিয়ে দিল।

মা বললেন, "তোমাদের ঋণ এ-জন্মে শোধ করা যাবে না বাবা। কী উপকার যে করলে তোমরা !"

চাঁদনি তখন সব কথা খুলে বলল মাকে। ডাকাতির জিনিস উদ্ধার হওয়া থেকে মুন্নার মৃত্যুসংবাদ এবং কুলদীপের পলায়ন বৃত্তান্ত সব বলল। অন্যেরাও যাঁরা ছিলেন সেখানে, সবাই সব শুনে ধন্য-ধন্য করতে লাগলেন ওদের।

বাবলুরা আরও কিছুক্ষণ সেখানে থেকে বাড়ি চলে এল। ওদের কর্তব্য শেষ। চাঁদনিরা আপাতত হাওড়ায় আসছে না। মুন্নাকে এড়াবার জন্য ওদের এখানে আসার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এখন সে-ই যখন নেই তখন আর কলকাতায় থাকতে বাধা কোথায় ? বিশেষ করে ফ্ল্যাটটা যখন হাতছাড়া হয়নি এখনও। তাই সর্দারজি সুস্থ হয়ে ঘরে না ফেরা পর্যন্ত ওরা ভবানীপুরেই থাকবে।

॥ ৫ ॥

দেখতে-দেখতে পুজোর দিনগুলো কেমন ঝড়ের বেগে কেটে গেল। এর মধ্যে চাঁদনির সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ করে ওঠা ওদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে সর্দারজি সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরেছেন এই সংবাদটুকু ওরা পেয়েছে।

কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে মা যখন ঠাকুরঘরে পুজো নিয়ে ব্যস্ত,

তেমন সময় হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল।

বাবলু রিসিভার তুলেই বলল, "হ্যালো!"

ওদিক থেকে উত্তর এল, "চাঁদনি।"

"কী ব্যাপার! খবর সব ভাল তো? কবে আসছ তোমরা আমাদের এখানে? না কি হাওড়ার মায়া একেবারেই ত্যাগ করেছ?"

চাঁদনি সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলল, "বাবলু! আবার একটা নতুন বিপদ এসে উপস্থিত হয়েছে।"

"কীরকম?"

"বরাব্বরের দলে ফাগু নামে একজন আছে। লোকটা আজ হরিশ পার্কের কাছে দিনের বেলা জনা-দুই লোক নিয়ে আমাকে অপহরণ করবার চেষ্টা করে। আমি প্রবল বাধায় ওদের কবল থেকে যখন নিজেকে মুক্ত করি সেই সময় কয়েকজন স্থানীয় যুবক ওদের তাড়া করলে ওরা আমাকে ফেলে রেখেই পালিয়ে যায়। আমি এই কথাটা বাবুজিকে বা মাকে কাউকেই জানাইনি। কিন্তু হঠাৎ এই একটু আগে ফাগু বাবুজিকে ফোন করে। সে তার নিজের পরিচয় দিয়ে বলে, কুলদীপের গুলির হাত থেকে এবারের মতো বেঁচে ফিরলেও ওর হাত থেকে নাকি বাবুজির নিস্তার নেই। আর আমার অবস্থা হবে আরও করুণ, মর্মান্তিক এবং ভয়াবহ। আমি এবার সত্যি-সত্যিই মনের জোর হারিয়ে ফেলেছি বাবলু।"

বাবলু সব শুনে বলল, "ঠিক আছে। তুমি আর ঘর থেকে বেরিয়ো না। তোমার বাবুজিকে বলো এই ঘটনার কথা ওখানকার থানায় জানিয়ে রাখতে। তারপর কাল সকালে আমরা সবাই তোমাদের ওখানে যাচ্ছি।"

"বাবুজি একটু আগেই থানায় গেলেন।"

"শোনো, কাল সকালেই আমরা তোমাদের ভবানীপুরের ফ্ল্যাটে যাচ্ছি। ঠিকানা আমাদের কাছে আছে। যদি তোমার বাবা-মায়ের আপত্তি না থাকে তা হলে কাল থেকে তুমি আমাদের এখানেই থাকবে।"

"তোমাদের বাড়িতে আপত্তি করবে না? আমি যাওয়া মানেই ওদের

ক্রোধানলে তোমাদেরও পড়ে যাওয়া। আমার জন্য তোমরা কেন বিপদে পড়বে ?"

"এতই যদি জানো, তা হলে মিছিমিছি অতসব কথা ফোনে আমাদের বলতে গেলে কেন ?"

"আমাকে তুমি ভুল বুঝো না বাবলু। শোনো...।"

বাবলু আর কোনও কথা না শুনেই রিসিভারটা সশব্দে নামিয়ে রাখল।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্চু, সবাই বসে ছিল ঘরের ভেতর। বলল, "কার ফোন রে বাবলু ?"

"নেকির।"

"সে আবার কে ?"

বাবলু বলল, "বুঝতে পারছিস না ?"

বিলু বলল, "চাঁদনির ?"

বাবলু তখন সব বলল।

বাচ্চু, বিচ্চু বলল, "ওর ওই কথায় তুমি রেগে গেলে বাবলুদা ? ঠিকই তো বলেছে ও ? আসলে ওটা ওর সৌজন্য। ওই কথা বলতে হয়। তাই বলে তুমি ফোনটা ছেড়ে দিলে ? ও কী ভাবল বলো তো ?"

বাবলু বলল, "দ্যাখ, আমি অত্যন্ত সিরিয়াস। আমার কাছে ন্যাকামির কোনও দাম নেই।"

বিলু বলল, "কাজটা তুই ঠিক করলি না বাবলু।"

ওদের সেই কথোপকথনের মধ্যেই শঙ্খরবে মুখর হয়ে উঠল বাড়িটা। মায়ের লক্ষ্মীপুজো শেষ হয়েছে। তাই শাঁখ বাজিয়ে মা লক্ষ্মীর আরাধনা শেষ করলেন। এবার সকলের প্রসাদ খাওয়ার পালা। প্রসাদ খাওয়ার সময় ওদের নিরানন্দ মুখের দিকে তাকিয়ে মা জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল ! তোরা এমন মনমরা হয়ে গেলি কেন ?"

বাবলু রাগে কোনও উত্তর দিল না।

বিলু তখন সব বলল মাকে।

মা বললেন, "থেকে-থেকে কী যে হয় ওর ! এই সামান্য কথাতেই এত রাগ ? ঠিক আছে, কাল তোদের সঙ্গে আমি যাব ওদের বাড়ি।

গিয়ে নিয়ে আসব ওকে। কোথায় রামগড়, কোথায় কলকাতা। অতদূর থেকে দস্যুগুলো এইখানে যখন আসতে পেরেছে, তখন লোক যে ওরা মোটেই সুবিধের নয়, তা বোঝা যাচ্ছে। মেয়েটাকে ওরা নেবেই, বাপটাকেও মারবে।"

বাবলু কিছুক্ষণ চুপ করে একটু নরম হয়ে কী ভেবে যেন বলল, "মুন্নার মুখে যেটুকু শুনেছি, তাতে বুঝেছি দল ওদের খুব একটা বড় নয়। এর মধ্যে কলকাতায় যোগাযোগের মাধ্যমই ছিল মুন্না। ফাগু আর কুলদীপই ওর সঙ্গে যোগাযোগটা রাখত।"

"ওদের সেই ঠেকটা তোরা জানিস?"

"হ্যাঁ, সর্দার শঙ্কর রোডের একটা বাড়িতে উঠত ওরা। পুলিশ সেখানে তল্লাশি চালিয়ে সন্দেহজনক কোনও কিছুই আবিষ্কার করতে পারেনি। আর বাড়ির মালিকও জানিয়েছেন ওই বাড়ির দরজার পাল্লা ওদের জন্য আর কখনও খোলা হবে না।"

"তোদের ওই বাগানে একবার যে ওরা এসেছিল শুনেছি?"

"এসেছিল। তবে তারপর থেকে প্রায় রাতেই আমি পঞ্চুকে পাঠিয়ে, কখনও নিজে গিয়ে দেখেছি আর আসেনি ওরা।"

"তা হলে ওরা আছে কোথায়?"

"কলকাতাতেই। এবং নিশ্চয়ই কোনও হোটেলে।"

"এই ব্যাপারে পুলিশকে তা হলে বল সমস্ত হোটেলে খোঁজ নিয়ে দেখতে ওই নামের কেউ কোথাও এসে জুটেছে কিনা।"

বাবলু বলল, "এই কথাটা অবশ্য তুমি মন্দ বলোনি মা। বড় হোটেলে ওরা ভুলেও উঠবে না, তবে ছোট কোনও হোটেলে ওদের ওঠার সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। কিন্তু মুশকিল হল, যে-নামে আমরা ওদের চিনি সে-নাম তো হোটেলের খাতায় ব্যবহার করবে না ওরা।" বলেই বাবলু সহসা কী ভেবে যেন উঠে দাঁড়াল।

মা বললেন, "কী হল?"

"বিলু, আমার সঙ্গে আয় তো একবার।"

"কোথায় যাবি এই রাতদুপুরে?"

"সবে তো ন'টা। যাব কি আসব। পঞ্চু?"

পঞ্চু ডাক পেয়েই ছুটে এল।

বিলু আর পঞ্চুকে নিয়ে বাবলু সোজা এসে হাজির হল থানায়।

ইনস্পেক্টর বললেন, "কী ব্যাপার বাবলু! আবার কী হল?"

বাবলু সব কথা খুলে বলল ইনস্পেক্টরকে।

ইনস্পেক্টর বললেন, "শয়তানগুলো ভাবিয়ে তুলল দেখছি। সেদিন যেভাবে কুলদীপ পালাল, তারপর ছেলেমানুষ তোমরা, তোমাদের কাছে মুখ দেখাতেও আমার লজ্জা করছে। তবে কলকাতায় যদি ওরা থাকে, তা হলে ধরা ওরা পড়বেই। বোসো তোমরা।"

বাবলুরা বসলে ইনস্পেক্টর হাওড়ার সদর দফতর, লালবাজার, ভবানী ভবন, সর্বত্র ফোন করলেন। তারপর বললেন, "আজ রাতেই হাওড়া-কলকাতার সমস্ত হোটেল বা লজে ওদের খোঁজে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আশা করি ঘুঘু ফাঁদে পড়বেই। তোমরা কাল সকালে এসো, সব জানতে পারবে।"

বাবলুরা আর অপেক্ষা না করে বাড়ি ফিরে এল। তারপর অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগল সকাল হওয়ার জন্য।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই বাবলু গিয়ে হাজির হল থানায়।

ইনস্পেক্টর বললেন, "এসেছ? দ্যাখো তো এই লোকটাকে চিনতে পারো কি না?"

পাশেই লক-আপে রাখা একজন পঞ্জাবি যুবককে বন্দি অবস্থায় দেখতে পেল বাবলু। যুবকের মাথায় পাগড়ি নেই, ছোট করে ছাঁটা চুল, মুখে বসন্তের দাগ, চোখে হিংস্র দৃষ্টি।

বাবলু বলল, "মনে হয় এই। কুলদীপকে আমরা দেখেছি কিন্তু একে তো দেখিনি! ও নাম বলছে না?"

"না। নাম-ঠিকানা কিছুই বলছে না।"

"ওকে পেলেন কোথায়?"

"হাওড়া-কলকাতার কোনও হোটেল বা লজে সন্দেহজনক সেরকম কাউকেই পাওয়া যায়নি। তবে শালিমার তিন নম্বর গেটের কাছে সাইডিং-এ রাখা একটা ওয়াগনের ভেতর থেকে রেলপুলিশ ওকে অ্যারেস্ট করেছে।"

বাবলু বলল, "অসাধারণ। পুলিশের অসাধ্য যে কিছু নেই তা এর ব্যাপারেই বোঝা গেল।"

"কিন্তু এখন একে শনাক্ত করা যায় কী করে? এর কোনও ফোটো আছে তোমাদের কাছে?"

"না। ফোটো কোথায় পাব? তবে একে শনাক্ত করতে পারেন একজনই, তিনি হলেন সর্দার শঙ্কর রোডের সেই বাড়ির মালিক। যাঁর আশ্রয়ে এরা থাকত।"

"তুমি এখনই একবার যেতে পারবে সেখানে?"

"নিশ্চয়ই।" বাবলু থানা থেকে ফিরে মাকে সব বলে যাওয়ার উপক্রম করতেই দেখল বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, সবাই এসে হাজির।"

বিলু বলল, "ব্যাপার কী রে?"

"মনে হচ্ছে ফাগু ধরা পড়েছে। তোরা থানায় গিয়ে অপেক্ষা কর. আমি এক্ষুনি আসছি।"

"কোথায় যাবি তুই?"

"সর্দার শঙ্কর রোডের সেই বাড়িতে একবার যাব। বাড়ির মালিককে ডেকে আনব শনাক্ত করবার জন্য। লোকটা কিছুতেই নামধাম বলছে না।"

"সঙ্গে যাব কেউ?"

"দরকার হবে না।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, সবাই থানায় গেলে বাবলু একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেল ওর কাজে। তারপর যখন সেই বাড়ির মালিককে নিয়ে ফিরে এল তখন আর শনাক্তকরণের প্রয়োজনই হল না।

দেখেশুনে বাবলু বলল, "এরকম হল কখন?"

বিলু হতাশভাবে বলল, "তুই চলে যাওয়ার পর আমরা থানায় এসেই দেখি দু'জন লোক টাকার গোছা এনে বন্দিকে মুক্ত করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু অফিসার-ইন-চার্জ রাজি না হওয়ায় তারা উকিল আনতে চলে যায়। একটু পরেই এই অবস্থা।"

"ওই লোক দুটোকেও সঙ্গে-সঙ্গে ঢুকিয়ে দিতে পারত। মনে হয় ওরাই কোন ফাঁকে ওর হাতে কোনও মারাত্মক বিষ দিয়ে যায়। এখন

তো ও নাগালের বাইরে।"

সর্দার শঙ্কর রোডের সেই বাড়ির মালিক মৃতদেহ দেখে বললেন, "হ্যাঁ, এরই নাম ফাগু। মুন্নার সঙ্গে এই লোককে আমি বেশ কয়েকবার আমার বাড়িতে আসতে দেখেছি।"

বাবলুরা এর পরে আর থানায় রইল না। ডেডবডি পুলিশের জিম্মায় রেখে শত্রুহানিতে আশ্বস্ত হয়ে আবার একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলল ভবানীপুরের দিকে। যাওয়ার পথে সর্দার শঙ্কর রোডের বাড়িতে বাড়ির মালিককে নামিয়ে দিয়ে হাজির হল চাঁদনিদের ফ্ল্যাটে। কিন্তু সেখানে তখন অন্য দৃশ্য।

ওদের দেখেই চাঁদনির মা-বাবা কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

বাবলু বলল, "কী হল! চাঁদনি কোথায়?"

সর্দারজি একটুকরো কাগজ ওদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এই দ্যাখো।"

বাবলু দেখল চিঠিতে ছোট্ট করে লেখা আছে, 'মরতে চললাম।'

বাবলুর বুক কেঁপে উঠল। ওর ব্যবহারে আহত হয়েই কি অভিমানিনী একটা কিছু করতে গেছে? তবু বলল, "তার মানে?"

"তার মানে জেদি মেয়েটা নিজেই গেছে বরাব্বরের মোকাবিলায়।"

বাবলু লাফিয়ে উঠল, "হাউ ডেঞ্জারাস! কী বলছেন আপনি?"

"ঠিকই বলছি বাবা। অনেকদিন ধরেই ও মনে-মনে ফুঁসছিল, এখন সুযোগ পেয়ে পালিয়েছে। একটা সুটকেস ভর্তি করে গরম জামাকাপড় নিয়েছে। দু' হাজার টাকা নিয়েছে। আর...।"

"আর কী নিয়েছে?"

"রিভলভারটা ড্রয়ারে ছিল, দেখতে পাচ্ছি না।"

"সর্বনাশ!"

"জিনিসটাও আমার এক বন্ধুর। গোপনে বরাব্বরের মোকাবিলা করব বলে নিয়ে এসে রেখেছিলাম। এখন দেখছি নেই।"

"ওই জিনিসের ব্যবহার জানে ও?"

"জানে। কিন্তু কখনও প্রয়োগ করেনি।"

"কখন গেছে ও?"

"রাত প্রায় দশটা নাগাদ। কাল শনিবার, হিমগিরি এক্সপ্রেস ছিল। মনে হয় তাতেই গেছে।"

"কী দুঃসাহস!"

বাবলুরা আর এক মুহূর্ত দেরি না করে ওইখান থেকেই ওদের থানায় একটা ফোন করে সোজা চলে এল হাওড়া স্টেশনে। এসে দেখল ওদের আগেই ইনস্পেক্টর জি. আর. পি.-র সামনে অপেক্ষা করছেন ওদের জন্য। তাঁরই পরামর্শে এইসব কাজে যা-যা করা উচিত তাই করা হল। সব কথা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হল রেলপুলিশকে।

রেলপুলিশ সব শুনে বলল, "এখন বেলা এগারোটা। তার মানে হিমগিরি এক্সপ্রেস এখন পাটনা থেকে ছেড়ে মোগলসরাই-এর দিকে ছুটছে। ঠিক দুটো পনেরোয় ট্রেন মোগলসরাইতে গেলে অ্যারেস্ট হয়ে যাবে ও। আপনারা আজই যে-কোনও ট্রেনে চলে যান সেখানে।"

বাবলু বলল, "কোন গাড়িতে যাব?"

"সবচেয়ে ভাল হয় দিল্লি-কালকায় গেলে।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "এনি রিজার্ভেশন?"

"অসম্ভব। তবে ওরা যদি কষ্ট করে যেতে পারে আমরা তা হলে ট্রেনে ওঠবার ব্যবস্থাটা করে দিতে পারব। বিকেলে এসে টিকিট কেটেই যেন অফিসে একবার দেখা করে।"

বাবলুরা পুলিশের জিপেই বাড়ি ফিরে এল। হাতে সময় খুব কম, তাই বাড়ি এসেই শুরু করল গোছগাছ।

এমার্জেন্সি ব্যাগ ওদের গোছানোই থাকে। যেমন, আংটা লাগানো কয়েকটি নাইলনের ফিতে, টর্চ, গুলতি, ছোরা, দেশলাই, মোমবাতি, সিগারেট লাইটার ইত্যাদি। এখন দরকার শুধু টাকাপয়সার। তারও ব্যবস্থা হয়ে গেল। বাবলুর নিজের কাছে তো টাকা ছিলই। তা ছাড়া বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুর কাছ থেকেও যা পাওয়া গেল তাতে আর অযথা ব্যাঙ্কে গিয়ে সময় নষ্ট করবার প্রয়োজন হল না। একবার শুধু ফোন করে সর্দারজিকে জানিয়ে দিল ওদের ব্যাপারটা। তারপর খাওয়াদাওয়ার শেষে বাবলুর ঘরে বসে জোর আলোচনায় মেতে উঠল ওরা।

বাবলু বলল, "শোন, আমাদের এবারের এই অভিযান চাঁদনিকে ফিরিয়ে আনার নয়।"

বিলু বলল, "তা হলে ?"

"চাঁদনিকে উদ্ধার তো পুলিশে করবে। পুলিশই ওকে ফিরিয়ে আনতে পারত কিন্তু তবু আমরা যাচ্ছি কেন বল দেখি ?"

"মোগলসরাই-এর অদূরে বারাণসীধাম। এই মওকায় সেই জায়গাটাও একটু ঘুরে আসতে, তাই না ?"

বাবলু বলল, "ঠিক। তারপরেও কিন্তু ফিরে আসা নয়।"

ভোম্বল বলল, "কোথায় যাব তা হলে ?"

"আমরা ওইখান থেকেই চলে যাব আম্বালায়। গিয়ে রামগড়ের বেহড়ে ঢুকে মোকাবিলা করব বরাব্বরের। এ-কাজে সময় লাগবে অনেক। তাই ভালভাবে তৈরি হয়ে বেরোবি। মনে থাকে যেন আজ পয়লা নভেম্বর। সামনেই কালীপুজো। শীতবস্ত্র সঙ্গে নিবি।"

ভোম্বল বলল, "কীভাবে কী করবি একটা ব্লু-প্রিন্ট তৈরি কর তা হলে।"

"কোনও প্রয়োজন নেই। পরিবেশ না দেখে, এলাকার মানচিত্রজ্ঞান না রেখে কিচ্ছু করা যাবে না।"

মা ওদের কথাবার্তা শুনেই ছুটে এলেন, "হ্যাঁ রে, তোরা নাকি কাশী যাওয়ার মতলব করছিস ?"

"হ্যাঁ মা। কেননা মোগলসরাইতে নেমে চাঁদনির দায়িত্ব নেওয়ার পর দু-একটা দিন বিশ্রাম তো নিতে হবে। তা সেই জায়গাটা কাছাকাছি কাশীতে হওয়াই ভাল। তারপর ওখান থেকে ভাল একটা ট্রেন দেখে চলে যাব আম্বালায়। চেষ্টা করে দেখব বরাব্বর সিংকে ফাঁদে ফেলে ওর কিছু করতে পারি কিনা !"

"তোরা যদি কাশী যাস, আমিও যেতে পারি তোদের সঙ্গে। আমার যে কতদিনের সাধ দশাশ্বমেধের ঘাটে স্নান করে বাবা বিশ্বনাথের মাথায় জল ঢালবার।"

"কিন্তু মা, তুমি সঙ্গে গেলে আমাদের আম্বালা পর্যন্ত যাওয়া যে হবে না।"

"কেন হবে না ? আমি চাঁদনিকে নিয়ে ফিরে আসব, তোরা আম্বালায় চলে যাবি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা 'হুর্‌র্‌রে' বলে লাফিয়ে উঠল। পঞ্চুও ডেকে উঠল তারস্বরে। কী মজা হবে না ? মা যাচ্ছেন সঙ্গে, এ কী কম আনন্দের কথা ? মা যে জগজ্জননী।

সন্ধেবেলা কথামতো ওরা হাওড়া স্টেশনে এসে হাজির হল। মা আছেন সঙ্গে। বাবাও অনুমতি দিয়েছেন। ওরা হাওড়া স্টেশনে এসে জি. আর. পি.-তে দেখা করতেই সেখানকার অফিসার বললেন, "মেয়েটা ধরা পড়েছে। খুব লাকি তোমরা, কেননা তোমাদের যাওয়ার ব্যাপারেও দারুণ একটা ব্যবস্থা হয়ে গেছে। কালকা মেলে বিনা রিজার্ভেশনে যাওয়ার দরকার নেই। আমি বম্বে মেলের এলাহাবাদ কোচে ক্যানসেল হওয়া কয়েকটা বার্থ তোমাদের জন্য ভি. আই. পি. কোটায় ধরে রেখেছি। তোমরা টিকিট কেটে আনো, ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা লাফিয়ে উঠল আনন্দে।

একজন পুলিশ কর্মচারী বললেন, "আমাকে টাকা দাও, আমি টিকিট কেটে হেড টিটির কাছ থেকে বার্থ নম্বর বসিয়ে আনছি।"

বাবলু হাজারখানেক টাকা তাঁর হাতে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। একজন মাকে বসবার জন্য একটা চেয়ার এগিয়ে দিলেন। চা আনালেন। এই অপূর্ব সৌজন্যতায় ভরে উঠল ওরা।

যথাসময়ে ট্রেন এলে পুলিশের সেই লোকটি ওদের সকলকে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে এলেন। একটা সেকেন্ড ক্লাস বগির থ্রি-টিয়ার লেডিজ কুপে ওদের বার্থ। ছ'জনের জন্য ছ'টি বার্থ। উঃ কী আনন্দ ! একেবারে নিজস্ব। বার্থে শুয়ে কুপের দরজা লক করে দিলে ওরাই ওদের। কারও সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকবে না। জয় বাবা বিশ্বনাথ !

মা যে ওদের সঙ্গে এসে কী খুশি, তা বলে বোঝানো যাবে না। বলতে গেলে বাবলু হওয়ার পর এই প্রথম তাঁর বাইরে বেরনো। তার ওপর দূরপাল্লার গাড়িতে থ্রি-টিয়ারে শুয়ে ঘুমোতে-ঘুমোতে যাওয়া।

তাই আনন্দ আর ধরে না। সারাদিন ধরে কত যত্ন করে সকলের জন্য কত খাবার করে এনেছেন মা। তবে হ্যাঁ, পাণ্ডব গোয়েন্দাদের রুচি অনুযায়ী অন্যবারের মতন কষা মাংসর ব্যবস্থাটা এবারে হয়নি। হয়েছে লুচি, আলুর দম, ঘুগনি, সন্দেশ। সন্দেশ অবশ্য দোকান থেকে কিনে আনা। বড়-বড় তালশাঁস সন্দেশ। তাই-বা মন্দ কী ?

ট্রেনে বসে এককাপ করে কফি খেতে-খেতেই ছেড়ে দিল ট্রেন।

এই লাইনে বম্বে মেলও ভাল গাড়ি। বিশেষ করে কাশী যাওয়ার পক্ষে তো এই গাড়ির তুলনা নেই। যদিও ট্রেনটা বারাণসী হয়ে যায় না, তবু মোগলসরাইতে নেমে বাস অথবা ট্যাক্সিতে গেলে অনেক তাড়াতাড়ি গন্তব্যে পৌঁছনো যায়।

মা বারবার বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণাকে স্মরণ করতে লাগলেন।

গাড়ি প্রচণ্ড গতি নিল।

বাবলু বলল, "বর্ধমান এলে তারপর খাওয়াদাওয়া করা যাবে, কী বল ?"

সবাই বলল, "তাই।"

পঞ্চু বলল, "ভু-ভু-ভুক।"

মা বাচ্চু, বিচ্ছুর সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। বিলু ভোম্বল, পঞ্চুকে নিয়ে পড়ল। আর বাবলু একমনে একপাশে বসে পড়ে যেতে লাগল সদ্য কেনা একটা গল্পের বই, 'সোনার গণপতি হিরের চোখ'। বিল্টু, শুভঙ্কর, তিন্নি ও মউ নামের দুটি ছেলে ও দুটি মেয়ের দুর্ধর্ষ অভিযানের কাহিনী।

সময় কোথা দিয়ে পার হয়ে গেল। বর্ধমানে ট্রেন থামলে বাবলু বই মুড়ে জানলার ধারে এগিয়ে এল। পঞ্চুও ছুটে এসে একচোখে দেখতে লাগল স্টেশনের লোকজন।

একজন বিক্রেতা, 'মিহিদানা-সী-তা-ভো-গ' বলে হাঁক দিতেই ভোম্বল ডাকল, "এই, এই যে ভাই, শোনো ?"

বাবলু সঙ্গে-সঙ্গে টেনে আনল ভোম্বলকে, "করছিস কী ? স্টেশনের এইসব বাসী, পচা খাবার খেয়ে যাওয়ার মুখে কাণ্ড বাধাবি একটা ?"

ভোম্বল বলল, "যাঃ ব্বাবা ! লোকে কেনে না ? অমনই বাসী, পচা

হয়ে গেল ? তা হলে বিক্রি হচ্ছে কেন ? তোর সবেতেই ভয় ।"

মা বললেন, "ও ঠিকই বলেছে বাবা। এইসব খাবার স্টেশন থেকে কেনা উচিত নয়। কত মাছি উড়ছে, ধুলো, নোংরা পড়ছে, তার ঠিক কী ?"

ভোম্বল আর জেদ করল না। ট্রেনও ছেড়ে দিল। ওরা পেপার-প্লেটে খাবার নিয়ে খেতে বসল। মা ভাগ করে দিলেন। পঞ্চুকেও আলাদা প্লেটে নীচে দেওয়া হল। কড়া পাকের সন্দেশ পেলে পঞ্চু যে কী খুশি, তা ওর খাওয়া না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। খাওয়ার পরে শোওয়ার পালা। শেষবারের মতো একবার টয়লেট থেকে ঘুরে এসেই যে যার বার্থে শুয়ে পড়ল সবাই। দুটি আপার বার্থে বাবলু, বিলু, মিড্‌ল বার্থ দুটিতে বাচ্চু, বিচ্ছু, আর লোয়ার বার্থের একদিকে ভোম্বল, অপরদিকে মা শুয়ে পড়লেন। বেশ শীত পড়ে গেছে এইদিকে। তাই সকলকেই গায়ে চাদর চাপা দিতে হল। দ্রুতগামী ট্রেনের দুলুনিতে সে কী ঘুম ! যেন ট্রেনের কামরায় স্বর্গ নেমে এল।

॥ ৬ ॥

ভোর হল ডেহরি অন শোনে। ট্রেন নাকি একঘণ্টা লেট। কখন যে লেট করল তা কে জানে ? এর পর সাসারাম। তারপরই মোগলসরাই। ট্রেনের মধ্যেই মুখ-হাত ধুয়ে ওরা সাসারামে চা খেল। ভাল চা এখানকার।

বাবলু বলল, "এই সাসারামে আছে শেরশাহ্‌র সমাধি।"

বিলু বলল, "থাকলেই বা কী ? আমরা তো নামছি না।"

সাসারাম থেকে মোগলসরাই এক ঘণ্টার পথ। দেখতে-দেখতে কেটে গেল। এর পর মোগলসরাই ইয়ার্ডে গাড়ি যখন ঢুকল তখন আনন্দ ওদের দেখে কে ? ট্রেন থামতেই হইহই করে নেমে পড়ল ওরা।

ওদের দেখেই দু'জন রেলপুলিশ এগিয়ে এসে বলল, "তুম সব এক লেড়কিকো তালাশ মে আয়া ?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। তোমরা কী করে বুঝলে ?"

"উধার সে তার আয়া। এলাহাবাদ কোচসে উতরোগে তুম।"

বাবলুরা প্রসন্নমনে রেলপুলিশের সঙ্গে জি. আর. পি-র অফিসে এল। একটু পরেই পুলিশের লোকেরা ওদের সামনে যাকে নিয়ে এসে দাঁড় করাল, তাকে দেখেই ওরা অবাক ! বলল, "কে তুমি ?"

চোদ্দ-পনেরো বছরের আর-এক কিশোরী। কেঁদে-কেঁদে চোখ-মুখ ফুলিয়ে ফেলেছে। বলল, "পুছনেবালে তুম কৌন ? কাহে কো হমকো কয়েদ মে রাখ্‌খা ?"

বাবলু বলল, "বাদ মে সমঝোগে। সম্ভবত ভুল করেই রাখা হয়েছে তোমাকে। কী নাম তোমার ?"

"আমার নাম সুনীতা।"

"বাড়ি কোথায় ?"

"সাহারানপুর। ম্যায় পানি লেনে কে লিয়ে ট্রেন সে উতারা, ইয়ে লোক পাকড় লিয়া হমকো।"

"তোমার সঙ্গে আর কে ছিল ?"

"ম্যায় অকেলে হুঁ। মেরা পিতাজিকা তার আয়া থা, ইসি লিয়ে হম মুলুক যা রহে থে। লেকিন সব কুছ বরবাদি হো গয়া। হম এ-সবকো সমঝানেকো বহত কোশিস কি থি। লেকিন মেরা কোই বাত শুননা নেহি চাতা ইয়ে লোক।"

বাবলু কপাল চাপড়ে বলল, "ও মাই গড। কার বোঝা কার ঘাড়ে চেপে গেল !"

রেলপুলিশ বলল, "কুছ গড়বড় হো গিয়া ক্যা ?"

বাবলু বলল, "সবই তো গড়বড় হয়ে গেছে রে ভাই। ইয়ে লেড়কি ও নেহি, যিসকো তালাশ মে হম হিঁয়া আয়ে থে। যাক, আপনারা এর একটা যা হোক কিছু ব্যবস্থা করে দিন।"

রেলপুলিশ বলল, "এক-দো ঘণ্টেকে বাদ পঞ্জাব মেল আনেবালি। উসিমে বন্দোবস্ত হো যায়েগা।"

পঞ্জাব মেল অর্থাৎ অমৃতসর মেল। ওখানকার হেড টি.সি. মেয়েটির টিকিট পরীক্ষা করে তাতে ব্যাক ডেট দিয়ে ব্রেক অব জার্নি লিখে সই করে দিলেন। তারপর বললেন, যে-কোনও উপায়েই হোক ওর যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন।

www.MurchOna.com

রেলপুলিশের বক্তব্য হল মেয়েটিকে একা দেখে সন্দেহ হল ওদের। বয়স মিলে যাচ্ছে। চেহারার বর্ণনাও একই রকম। গায়ের রংও ফরসা। তার ওপর সঙ্গে কেউ নেই। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, টিকিটটাও আম্বালার। মেয়েটির বক্তব্য হল, যদিও ওর গন্তব্য সাহারানপুর, তবু আম্বালার টিকিট না কাটলে হিমগিরি এক্সপ্রেসে সাহারানপুরের টিকিট দেওয়া হয় না। তাই আম্বালার টিকিট কেটেছে ও। কিন্তু কপাল যে এভাবে ফাঁসবে তা কে জানত ?

মা সব দেখেশুনে বললেন, "তোমার বাড়ি থেকে তার এসেছে বললে, কারও কি অসুখ-বিসুখ করেছে ?"

"নেহি মাজি। এক সাল হম মুলুক নেহি গয়ে। ইসি লিয়ে তার আয়া। ম্যায় দেওয়ালি কে লিয়ে যা রহেঁ।"

"তা হলে এক কাজ করো। আমরা এখন কাশী যাচ্ছি। তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে। আজ, কাল দু'দিন থাকব আমরা। তারপর আমি চলে যাব কলকাতায়, ওরা যাবে আম্বালা। তুমিও ওদের সঙ্গে যাবে।"

মেয়েটি একটু চুপ করে থেকে বলল, "আপনাদের তকলিফ হবে না তো ?"

"কিছু হবে না। কাল থেকে তুমি এইখানে আটকে রয়েছ, এখন আর ট্রেনজার্নি না করে ভাল-মন্দ একটু খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নেবে চলো।"

সুনীতা এবার বাবলুর দিকে তাকিয়ে বলল, "তুম সব সিমলা যানে চাতে হো ?"

বাবলু বলল, "না। আমরা আম্বালাতেই যাব। ওখান থেকে কালকা।"

"বেশ, আমিও তোমাদের সঙ্গী হয়ে যাব। বাবা বিশ্বনাথ কি মর্জি। চলো বনারস।"

ওরা ওভারব্রিজ পার হয়ে ওপারে যেতেই বাস, অটো, ট্রেকার, ট্যাক্সি, অনেক কিছুই দেখতে পেল। সকলের সুবিধের জন্য ট্যাক্সিই নেওয়া হল একটা।

ট্যাক্সিতে উঠেই বাবলু বলল, "গোধুলিয়া।"

সুনীতা বলল, "নেহি, বেনিয়াবাগ।"

বাবলু বলল, "সেটা আবার কোথায় ?"

সুনীতা বলল, "যব যাওগে তব সমঝোগে।"

যেতে-যেতে সুনীতা বলল, গোধুলিয়ার একটু আগেই হল বেনিয়াবাগ।. লহুরাবীর আর গোধুলিয়ার মাঝখানে। এইখানেই বাসস্ট্যান্ড। সুনীতা সাহারানপুরের মেয়ে হলেও কাশীতে ওর মামার বাড়ি। এখানে ওর দিদিমা আছেন, মামারা আছেন। এখন ও সাহারানপুরে গেলেও পক্ষকাল পরে মা-বাবার সঙ্গে এখানে আসতই। দেওয়ালি, অন্নকূট সবকিছু দেখতে।

ওর কথা শুনে বাবলু বলল, "কিন্তু তুমি কলকাতায় ছিলে কেন ?"

"আমার আঙ্কল থাকেন সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউতে। আমি এখন কলকাতায় থেকে পড়াশোনা করছি।"

বাবলু বলল, "একেই বলে ভগবানের দয়া। এই অচেনা জায়গায় তোমাকে পেয়ে কী ভাল যে হল আমাদের !"

সুনীতা বলল, "ভগবানের দয়া তো নিশ্চয়ই। না হলে আমিই বা এইভাবে ধরা পড়ব কেন ? আসলে বাবা বিশ্বনাথের টান ধরলে কারও সাধ্য নেই যে তা রোধ করে। কাশীর ওপর দিয়ে গেলেই মনটা কেমন খারাপ হয়ে যায় আমার। বাবাই আমাকে নামিয়ে নিয়েছেন। তাই আমি এককথায় রাজি হয়ে চলে এলাম তোমাদের সঙ্গে।"

ট্যাক্সি তখন মালব্য সেতু পার হচ্ছে। গঙ্গার ওপর এই দোতলা সেতুর নীচে দিয়ে ট্রেন যায়, ওপর দিয়ে অন্য যানবাহন। ট্যাক্সিতে বসেই সেতুর ওপর থেকে অনেক ঘাট আর অসংখ্য মন্দিরের চূড়া দেখতে পেল ওরা। এর পর বিশ্বেশ্বরগঞ্জ, ময়দাগিন, লহুরাবীর হয়ে বেনিয়াবাগে আসতেই ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

সুনীতা পরম সমাদরে সকলকে নিয়ে এল ওর মামার বাড়িতে। দিদিমা তো দারুণ খুশি হলেন। সেইসঙ্গে মামা-মামিমারাও। সবাই খুব আদর-আপ্যায়ন করলেন ওদের। পঞ্চুর খাতিরও কম হল না। বাড়ির ছোট ছেলেপুলেরা ওর মুখে একটা করে প্যাঁড়া আর চমচম গুঁজে দিতে লাগল।

সুনীতার মুখে সব কথা শুনে মামারা বললেন, "এইরকম যখন হল,

তখন কালই পুলিশকে সব কথা বলে এখানে একটা খবর পাঠিয়ে দিলে কোনও ঝামেলাই হত না।"

সুনীতা বলল, সে চেষ্টা কি সে করেনি? কিন্তু ওর কোনও কথাই কানে নেয়নি ওরা। ওরা ভাবল ও যা বলছে তা মিথ্যে কথা। আসলে এটা পুলিশের জাল কেটে পালাবার একটা কৌশল। কী কারণে এবং কিসের ভিত্তিতে যে ওকে গ্রেফতার করা হল তাও জানে না পুলিশ। তাই ওর কোনও কথাই ওরা কানে নিল না। ও যতই ওর স্বপক্ষে কিছু বলবার চেষ্টা করে, ততই ওরা ওর দিকে তাকিয়ে মিটমিটিয়ে হাসে আর বলে, "কাল তুমহারা ছুট্টি হোগা। আভি নেহি। একদম চুপ হো যাও। জায়দা মাত বোলো।"

বাড়িতে এসে একটু বিশ্রাম নিয়ে জলযোগের পর্ব শেষ হতেই সুনীতা ওর দিদিমাকে বলল, "আমি একটু ওদের ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। গঙ্গায় স্নান করিয়ে বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়ে আনি?"

দিদিমা বললেন, "ধীরে সে কাম করো বেটি। যাও, ঘুমো।"

বেনিয়াবাগ থেকে গোধুলিয়া বেশিদূরের পথ নয়। তাই হেঁটেই চলল ওরা।

বাবলু বলল, "কী ঘিঞ্জি শহর।"

বিলু বলল, "ঠিক কলকাতার বড়বাজারের মতন।"

ভোম্বল বলল, "আমার তো এবার কাশী আসবার ইচ্ছে হলেই বড়বাজারের গলির ভেতর ঢুকে পড়ব।"

সুনীতা হেসে উঠল ওদের কথায়।

ওরা পায়ে-পায়ে গোধুলিয়ার মোড়ে বাঁক নিয়ে বিশ্বনাথের বিখ্যাত গলি বাঁয়ে রেখে দশাশ্বমেধ ঘাটে এল। পঞ্চু তো সকলের আগে ছুটে গিয়ে একটা রেলিং-ঘেরা মন্দিরের চাতালে উঠে দেখতে লাগল চারদিক। মালব্য সেতুর ওপর দিয়ে গুমগুম শব্দ তুলে একটা ট্রেন ওপার থেকে এপারে আসছে তখন। বাবলুরাও অনুসরণ করল পঞ্চুকে। কত বর্ণের, কত ভাষার কত মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে! কত বিদেশি টুরিস্ট, কত হিপি ঘুরছে। বানরের উৎপাত গাছেপালায় চারদিকে। কত নৌকো পারাপার করছে। ঘাট ঘুরছে কত নৌকো

বহিরাগত যাত্রী নিয়ে। পাণ্ডাদের বড়-বড় ছাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সারিবদ্ধ নৌকো, বজরা দোলা খাচ্ছে গঙ্গার জলে। কী অপূর্ব দৃশ্য!

সুনীতা বাবলুর মাকে বলল, "বেলা হচ্ছে। এবার স্নানটান করে নেওয়া যাক। তারপর বিকেলবেলা ঘাটগুলো সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেব। পায়ে হেঁটে কেদার ঘাট পর্যন্ত গিয়ে ওইখান থেকে নৌকো নিয়ে মণিকর্ণিকার ঘাট হয়ে আবার এইখানেই আসব।"

বাবলু বলল, "কত ঘাট আছে এখানে?"

"তা অনেক। সংখ্যায় চারশো একটি। সেই রাজঘাট থেকে অসি ঘাট পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। গঙ্গা, বরুণা, অসি, তিন নিয়ে বারাণসী। এর মধ্যে অনেক ঘাটই ভেঙেচুরে ধ্বংস হয়েছে। তবু নামকরা ঘাটের মধ্যে যেগুলো আছে সেগুলো হল: হরিশ্চন্দ্র ঘাট, কেদার ঘাট, রাণামহলের ঘাট, অহল্যাবাঈ ঘাট, চৌষট্টি যোগিনীর ঘাট, পঞ্চগঙ্গার ঘাট, মণিকর্ণিকার ঘাট প্রভৃতি। মণিকর্ণিকার জলে বিশ্বনাথের পুজো হয়। তবে সব ঘাটের সেরা ঘাট হল এই দশাশ্বমেধ ঘাট।"

স্নানের জন্য ওরা সকলেই তৈরি হয়ে এসেছিল, তাই সবাই যখন তেল-টেল মাখতে ব্যস্ত, সে-সময় হঠাৎ দেখা গেল ভোম্বল নেই। গেল কোথায় ছেলেটা? এই তো ছিল। কেউ কিডন্যাপ করল নাকি?

সুনীতা বলল, "ভেরি মিস্টিরিয়াস। কিধার গয়া ও? একটু আগেই তো কথা বলল।"

ওরা যখন চারদিকে নজর বুলিয়ে দেখছে তেমন সময় হঠাৎ পঞ্চুর ডাকে সচকিত হয়ে উঠল ওরা। সবাই দেখল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গপাগপ করে ফুচকা খাচ্ছে ভোম্বল। পঞ্চু ওর প্যান্ট ধরে টানাটানি করছে আর ডাকছে, "ভৌ-ভৌ-।"

বাবলু ছুটে গিয়ে বলল, "তুই কী রে? রাক্ষস নাকি? এই তো একটু আগে বাড়িতে এত জলখাবার খেলি, তার ওপর আবার?"

"একটা খেয়ে দেখ বাবলু, সত্যি কী দারুণ টেস্ট!"

বাবলু 'হুঁ' বলে চলে এল।

দশাশ্বমেধের স্বচ্ছ-শীতল জলে স্নান করে ধন্য হল ওরা। বাচ্চু, বিচ্ছু ও সুনীতার হাত ধরে মা যখন স্নান সেরে কয়েক ধাপ ওপরে উঠলেন,

তখন হঠাৎ কিছু লোককে বাজনাবাদ্যি বাজিয়ে বাঁ দিকের একটি ছাদওয়ালা মন্দিরে ঢুকতে দেখে বললেন, "ও কিসের মন্দির ?"

সুনীতা বলল, "মা শীতলার। অন্নপ্রাশন, বিয়ে-শাদি যা কিছুই হোক না কেন এখানে, বিশেষ করে দেহাতিদের, সবাই এসে বাজনাবাদ্যি সহকারে গঙ্গায় পিহরি চড়িয়ে (শনের কাছিতে এপার থেকে ওপারে গঙ্গা মেপে) ওই মন্দিরে পুজো দেয়।"

মা বললেন, "চল তো, আমিও একটু পুজো দিই। বাবলু যে আমার মা শীতলার দোর ধরা। তাই তো ও এত বড়টা হতে পেরেছে। তাই তো ও অপরাজেয়।"

মা শীতলা মন্দিরে গিয়ে শুধু বাবলুর নয়, সকলের নামেই পুজো দিলেন। পুজো-অন্তে সবাই এসে ঢুকল বিশ্বনাথের বিখ্যাত গলিতে। চোখ যেন ধাঁধিয়ে গেল। বাচ্চু, বিচ্ছু যে কী করবে কিছু ভেবে পেল না। কত কী যে নেওয়ার ছিল এখানে ! কিন্তু অভিযানে বেরিয়ে তো কেনাকাটার বোঝা বাড়ানো যায় না। সেই একই অবস্থা মায়েরও। বললেন, "আহা-হা-হা। কী জায়গা রে, এত কিছু পাওয়া যায় এখানে ?" বলে সুনীতাকে বললেন, "তুই মা আমাকে একবার সঙ্গে করে আলাদাভাবে নিয়ে আসিস। আমার অনেক কিছু কেনার আছে।"

সুনীতা বলল, "নিশ্চয়ই নিয়ে আসব।"

ওরা গলির ভেতরে ঢুকে দোকানপত্তর দেখতে-দেখতে একসময় মন্দিরের কাছাকাছি এসে পড়ল। প্রথমেই ঢুণ্ডিরাজ গণেশের চরণ বন্দনা করে অন্নপূর্ণার মন্দিরে ঢুকল ওরা। তারপর বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথের মন্দিরের উচ্চতা একান্ন ফুট। এই মন্দিরের চূড়াগুলি তামার পাতের ওপর বাইশ মন সোনা দিয়ে মুড়ে দেন পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিং। মন্দিরে তখন ভিড় ছিল বেশ। তবু ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করে মাথায় বেলপাতা চাপিয়ে ধন্য হল ওরা। এর পর পরিপূর্ণ হৃদয়ে মন্দিরের পেছন দিকে জ্ঞানবাপীতে এল। এখানে আছে একটি সুপ্রাচীন কূপ। পুরাণে আছে, রুদ্ররূপী ঈশান তাঁর ত্রিশূল দিয়ে খনন করান এই কূপ। আর এই কূপের এক হাজার কলস জল দিয়ে স্নান করান বিশ্বনাথকে। কথিত আছে, কালাপাহাড় যখন হিন্দু মন্দির

ধ্বংস করতে-করতে কাশীতে আসেন তখন বাবা বিশ্বনাথ এসে আশ্রয় নেন এই জ্ঞানবাপীতে। কেউ-কেউ বলেন পাণ্ডারাই এনে লুকিয়ে রাখেন। ১৮৩০ সালে গোয়ালিয়রের রানি বৈজাবাঈ জ্ঞানবাপীর মন্দিরটি তৈরি করে দেন। যাই হোক, সব কিছু দেখা হলে ওরা বড় রাস্তায় এসে রিকশা নিল। তারপর সোজা বেনিয়াবাগে সুনীতার মামার বাড়িতে।

কাশীতে এখন বেশ শীত। একেবারে হাড় কাঁপিয়ে না দিলেও গায়ে গরমের জামা চাপাতে হয়। আসলে পুজোটা এবার দেরি করে পড়েছে তো? ওরা খাওয়াদাওয়ার পর ঘরের ভেতরে না শুয়ে চলে এল ছাদের রোদ্দুরে। এইখানে বসে মিষ্টি মেয়ে সুনীতার সঙ্গে দারুণ আলাপ জমাল ওরা। তারপর আগাগোড়া সমস্ত ঘটনার কথা খুলে বলল সুনীতাকে। এবং ইচ্ছে থাকলেও এখানে যে বেশিদিন থাকা যাবে না, তাও বুঝিয়ে বলল।

সব শুনে সুনীতা বলল, "তব চাঁদনি ক্যায়সে খো গয়া?"

বাবলু বলল, "মালুম নেহি। সেইটাই তো রহস্য! আমরা তো আলেয়ার পেছনে ছুটছি। চাঁদনি আদৌ এসেছে কিনা তাও জানি না। হয়তো কলকাতাতেই লোপাট হয়ে গেছে সে। নয়তো পুলিশ তোমার দিকে নজর দেওয়ার ফলে সে যথারীতি বেরিয়ে গেছে। কিন্তু যদি গিয়ে থাকে, তা হলে তো দারুণ বিপদে পড়েছে ও।"

সুনীতা বলল, "এই ব্যাপার! চাঁদনি যদি আম্বালায় পৌঁছে বোকার মতো কিছু করতে গিয়ে থাকে, তা হলে বরাব্বরের খপ্পরে এতক্ষণে পড়েই গেছে ও।"

"বরাব্বরকে তুমি চেনো?"

"ওর মাথার দাম এক লাখ টাকা। আমি সাহারানপুরের মেয়ে। বেহটআড্ডায় আমাদের মকান। আমি চিনব না বরাব্বরকে? তোমরাও চিনবে। অজস্র পোস্টার মারা আছে চারদিকে, ওর ফোটো দিয়ে পুরস্কার ঘোষণা করে। কিন্তু তোমরাই বা কেন যাচ্ছ এই বিপদের ঝুঁকি নিয়ে? রামগড়ের ওই চৌহদ্দির মধ্যে একবার কেউ ঢুকলে আর তার বেরনোর

উপায় থাকে না। ওই বেহড় হচ্ছে বাঘের গুহা। আর বাঘ হচ্ছে বাগি।"

বিচ্ছু বলল, "বাগি মানে ?"

"ডাকাত।"

বাবলু বলল, "তুমি আমাদের রামগড়ের পথ চিনিয়ে দিতে পারবে ?"

"আমি কেন ? যে-কেউ পারবে। কিন্তু তোমরা কি সত্যিই যাবে ?"

"যাব। সেইজন্যই তো এখানে আসা।"

"তা হলে এক কাজ করো, আর তোমরা এখানে থেকো না। মা থাকুন যতদিন ইচ্ছে। কিন্তু তোমরা নয়। চাঁদনিকে যদি ফিরিয়ে আনতে চাও তবে আজকের দিনটা বিশ্রাম নিয়ে কালই চলে যাও তোমরা। বরাব্বরকে ঘাঁটিও না। ভিমরুলের চাকে ঢিল ছুড়ে পার পায়নি কেউ। তোমরাও পাবে না। তোমাদের কাজ হবে শুধু মেয়েটাকে উদ্ধার করা। আর সময় যখন হাতে নেই তখন একটু পরেই চলো কয়েকটা দর্শনীয় স্থান তোমাদের দেখিয়ে নিয়ে আসি।"

"মায়ের কী ব্যবস্থা হবে তা হলে ?"

"উনি তো রাস্তায় নেই। আমাদের বাড়িতেই আছেন। ওঁকে টিকিট কেটে গাড়িতে তুলে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের। আমার মামারা সব করবেন।"

বাবলু তখন মাকে ডাকল ওদের সিদ্ধান্ত জানাতে।

ওদের আলোচনা শুনে মা বললেন, "যা তোরা ভাল মনে করবি তাই কর।"

সুনীতার দিদিমা বললেন, "তুম সব যানা চাহ তো কালই চলা যাও। মাজি দো-চারদিন বাদ যায়েঙ্গে।"

মা বললেন, "আজ তো আছি। কাল ওরা রওনা দিক। পরশু আমাকে একটা টিকিট কেটে কেউ ডুনের লেডিজ কম্পার্টমেন্টে বসিয়ে দেবেন, আমি ঠিক চলে যেতে পারব।"

সুনীতা বলল, "আর তা হলে দেরি না করে তৈরি হয়ে নিন, চলুন সবাই মিলে ঘুরেঘেরে আসি।"

কিছু সময়ের মধ্যেই তৈরি হয়ে নিল সবাই। তারপর নীচে এসে

বেনিয়াবাগ থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে প্রথমেই চলল সারনাথ। বরুণার ব্রিজ পেরিয়ে সারনাথে আসতে খুব একটা সময় লাগল না। সারনাথ হল বৌদ্ধধর্মের আদি পীঠস্থান। এখানেই গৌতম বুদ্ধ তাঁর পঞ্চশিষ্যর মধ্যে প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। এই স্থানের প্রাচীন নাম ঋষিপত্তন। এইখানকার মৃগদাব বনে ভগবান বুদ্ধ অবস্থান করতেন। এইখানে পাশাপাশি দুটি স্তূপ আছে। একটি চৌখণ্ডি স্তূপ, অপরটি ধামেক স্তূপ। ওরা নতুন একটি বুদ্ধ মন্দির দর্শন করে নানান জাতের হরিণ দেখে ধামেক স্তূপে এল। ১৫০ ফুট উঁচু এই স্তূপটি ভগ্নদশাপ্রাপ্ত হলেও এখনও বিদ্যমান। এর পর মূলগন্ধকুটি বিহার, চিনা মন্দির, মিউজিয়াম প্রভৃতি দেখে ভেলুপুরার ভেতর দিয়ে ওরা এল মাঙ্কি টেম্পল দুর্গাবাড়িতে। বানরের কী উৎপাত এখানে! নাটোরের রানি ভবানী এই মন্দিরটি নির্মাণ করান। ওরা দুর্গাবাড়ি থেকে বের হয়ে ১৯৬৪ সালে তৈরি ঠাকুরদাস সুরেখার তুলসী মানস মন্দিরে ঢুকল। শ্বেতপাথরের এই সুদৃশ্য মন্দিরটি দেখার পর ওরা আবার ট্যাক্সি নিয়ে চলল তুলসীদাসের আশ্রম সঙ্কটমোচনে। তারপর আর কোথাও নয়। লঙ্কা হয়ে সোজা বিড়লা মন্দিরে। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে এই মন্দিরের তুলনা নেই।

বেলা গড়িয়ে আসছে তখন। ওরা হরিশ্চন্দ্র ঘাটের কাছে এসে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। তারপর কেদার দর্শন করে পায়ে হেঁটেই ঘাটে-ঘাটে চলল দশাশ্বমেধের দিকে।

বিকেল হলেই কাশীর ঘাটগুলোর চেহারা আবার অন্যরকম হয়ে যায়।

মা বললেন, "সত্যি, কী ভাল যে লাগল! সুনীতা না থাকলে এত অল্প সময়ে এত কিছু দেখবার কথা ভাবতেই পারতাম না আমরা।"

কয়েকটি নৌকোর মাঝি এসে তখন জ্বালাতন করছে মাকে, "নাওমে চলিয়ে না মাজি। সব ঘাট ঘুমা দেগা।"

বাবলু বলল, "নৌকোয় চাপাটাই বা বাকি থাকে কেন? চলো ঘুরে আসি।"

ওরা একটা নৌকো ভাড়া করে মণিকর্ণিকার ঘাটের দিকে চলল।

তখন সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ঘাটে-ঘাটে আলোর রোশনাই। ঘাট ঘুরে আবার দশাশ্বমেধে এসে ওরা বাজারের পথ ধরে এগিয়ে চলল। এখন একটু করে জলযোগ সেরে চা খেতে হবে। তারপরে ঘরে ফেরা।

সুনীতা বলল, "কাল যদি আমরা চলে যাই, তা হলে কিন্তু বিশ্বনাথের আরতি দেখা হবে না।"

মা বললেন, "আমাদের তাড়া কী মা ? চলো, সব দোকানপত্তরগুলো ঘুরে আরতি দেখতে যাই। আজ আর কিছুই বাকি রাখব না।"

"চলুন তবে।"

যেতে-যেতে মা বললেন, "তোরা কাল কখন যাবি ?"

সুনীতা বলল, "আমাদের সকালেই বেরোতে হবে। সকাল সাতটা পনেরোয় ট্রেন। গঙ্গা-শতলুজ এক্সপ্রেস। আমরা ওকে 'কিষাণ এক্সপ্রেস' বলি। ওই গাড়িটা একদম ফাঁকা যায়। ট্রেনে উঠেও রিজার্ভেশন পাওয়া যায় ওই গাড়িতে। না হলে সাধারণ বগি তো আছেই। অযথা ভিড়ভাট্টায় সুপার এক্সপ্রেসগুলো চাপতে না গিয়ে ওই গাড়িতে গেলে আরামে যাব।"

মা বললেন, "তোরা যদি সকালে যাস, আমিও তা হলে বিকেলের গাড়িতে চলে যাব। তোরা কেউ না থাকলে আমার বাপু ভাল লাগবে না।"

সুনীতা বলল, "যা আপনার ইচ্ছে। আমি আপনার বাড়ি ফেরার সবরকম ব্যবস্থা করে দেব। আপনার কোনও অসুবিধে হবে না।"

কথা বলতে-বলতে ওরা আবার বিশ্বনাথের গলিতে ঢুকল। এরই মধ্যে মা অনেক কিছু কিনে নিলেন। তারপর মন্দিরে গিয়ে বিশ্বনাথের আরতি দেখে মোহিত হয়ে গেলেন তিনি। পাণ্ডব গোয়েন্দারাও ভক্তিতে গদগদ হয়ে উঠল। আর পঞ্চু ? ওর মনের কথা কে আর বুঝতে পারে ? ও দূরে বসে মন্দিরের চূড়োর দিকে তাকিয়ে রইল একভাবে।

আরতি দেখে ওরা যখন বাড়ি ফিরল রাত তখন ন'টা। সে কী দারুণ খাওয়াদাওয়া হল সে-রাতে। রাবড়ি, চমচম, কত কী ! মাত্র একদিনে এই অবাঙালি পরিবার কত আপনজন হয়ে উঠল। সে-রাত্রিটা আনন্দে কেটে গেল গল্প করতে-করতে। শেষরাতে অবশ্য ঘুমটাও ভাল হল।

ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। পরদিন সকালে মায়ের সবরকম ব্যবস্থা করে ওরা যখন যাওয়ার তোড়জোড় করছে তেমন সময় সুনীতাদের এক আত্মীয় এসে জানালেন, তাঁরা আজই পঞ্জাব মেলে হাওড়া যাচ্ছেন। সন্ধের দিকে ট্রেন। ছোট-বড় ছয়জনের ছ'টি বার্থ রিজার্ভ করা আছে তাঁদের। তারই একটিতে মাকে নিয়ে নেবেন ওঁরা। কাজেই মায়ের কোনও অসুবিধে হবে না। এমনকী হাওড়ায় পৌঁছলে ওঁদেরই একজন মার সঙ্গে গিয়ে মাকে বাড়িতেও পৌঁছে দিয়ে আসবেন।

এর চেয়ে সুখবর আর কীই-বা হতে পারে ?

বিলু এবার বাবলুর দিকে চেয়ে বলল, "আমার একটা কথা রাখবি বাবলু ?"

"কী কথা বল ?"

"আজকের দিনটা আমরা বরং এখানে থেকেই যাই।"

ভোম্বল লাফিয়ে উঠল, "খুব ভাল হয় তা হলে। সবাই মিলে ঘাটে গিয়ে আজ ফুচকা খাব।"

বিলু বলল, "ভেবে দ্যাখ, আমরা এখনই চলে গেলে সারাটা দিন মাসিমার কিন্তু খুব বোর লাগবে। তার চেয়ে আমরা সারাদিন ঘুরে বেড়িয়ে সন্ধেবেলা ওঁকে ট্রেনে তুলে দিয়ে ঘাটে বসে লোকজন দেখব। পরে কাল সকালে বরং ধীরেসুস্থে রওনা দেব আমরা। একটা দিন রেস্টও হবে।"

বাবলু বলল, "এটা অবশ্য মন্দ বলিসনি। মাকে রেখে যেতে আমারও কিন্তু মন চাইছিল না। আর চাঁদনির ব্যাপারে খারাপ যা কিছু, তা হয়েই গেছে এতক্ষণ। শুধু আজকের দিনটা তো ? থেকেই যাই আমরা।"

সুনীতা বলল, "তা হলে কালই চলো। আমি এখনই কাউকে পাঠিয়ে দিচ্ছি কালকের জন্য আমাদের সকলের বার্থ রিজার্ভ করিয়ে টিকিট কেটে আনতে।"

বাচ্চু, বিচ্চু বলল, "পাবে তো ?"

"খুব পাবে। কারণ এগুলো হচ্ছে রেলের ফেলে-দেওয়া গাড়ি। না পাওয়ার কোনও কারণ নেই।"

সুনীতার কথামতো স্থানীয় এক যুবক টিকিট কাটতে চলে গেল। আর ওরা সবাই জলযোগের পর নৌকোযোগে চলল রামনগরে ব্যাসকাশী দেখতে। ফিরে এসে আর-এক প্রস্থ কেনাকাটা করবেন মা। তারপর সন্ধেবেলা চরৈবেতি।

॥ ৭ ॥

পরদিন সকালে ওরা নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই স্টেশনে এসে পৌঁছল। ট্রেন একঘণ্টা লেট। ধানবাদ থেকে আসছে, যাবে লুধিয়ানায়। ওদের 'এস-টু' বগিতে বার্থ পড়েছে। তবুও একবার রেলের চার্টে নামগুলো মিলিয়ে দেখে ঘোরাফেরা করল কিছুক্ষণ।

গাড়িতে খাওয়ার জন্য যথেষ্ট ফল-মিষ্টি সঙ্গে নিয়েছে ওরা। আর নিয়েছে জলের জায়গা-ভরে জল। ট্রেন এলে ওদের জন্য নির্দিষ্ট বার্থে গুছিয়ে বসল সবাই। একদিকে বাচ্চু, বিচ্চু, সুনীতা ; অপরদিকে বাবলু, বিলু, ভোম্বল। আর পঞ্চু নীচে বসে থাকলেও একসময় খাড়া হয়ে জানলার রড ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। স্টেশনের একটা নেড়ি কুকুর ওকে দেখে খ্যাঁক করে ভেংচি কাটতেই সেও ভ্যাক করে তার জবাব দিল।

ট্রেন ছাড়ল একসময়।

ওরা প্যাকেট খুলে বিস্কুট বের করে পঞ্চুর মুখে দিয়ে নিজেরাও খেতে লাগল। তারপর কফি এলে কফি।

মা কাল চলে গেছেন। বাবলুর মনে তাই কোনওরকম দুশ্চিন্তা নেই। যা আছে তা শুধু দুর্ভাবনা। কেননা ভয়ঙ্কর একটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে তো!

সুনীতা সকলের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে বলল, "তুম সব ইতনি চুপ হো গিয়া কিঁউ?"

বাবলু বলল, "আমরা যে এখন ফিল্ডে নেমে পড়েছি সুনীতা। একদিকে চাঁদনি, অপরদিকে বরাব্বর।"

সুনীতা বলল, "আমার মন বলছে তোমরা কিন্তু দারুণ একটা বিপদে পড়তে চলেছ। চাঁদনি যদি বরাব্বরের খপ্পরে পড়ে গিয়ে থাকে, তা হলে

তোমরাও পার পাবে না ওর হাত থেকে।"

বাবলু বলল, "কিন্তু আমরা যে মেয়েটাকে উদ্ধার করব বলেই এসেছি। সেইসঙ্গে চেষ্টা করব বরাব্বরকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার।"

"অমনই পুরস্কারের এক লাখ রুপিয়াও কীভাবে কাজে লাগাবে তার একটা পরিকল্পনা করবে, তাই না?"

বাবলু বলল, "তুমি বিদ্রূপ করছ আমাদের?"

"শোনো বাবলু, বরাব্বরকে ধরা এত সহজ হলে পুলিশ ওকে ছেড়ে দিত না। ওই পুরস্কারের রুপিয়াটা পুলিশই নিত। বরাব্বর ওই পাহাড়-জঙ্গলের সন্ত্রাস। ওর চেয়ে ভয়ঙ্কর হিংস্র চিতারাও নয়।"

বাবলু বলল, "তবু আমরা যাব। যেতে আমাদের হবে।"

সুনীতা ওদের জেদ দেখে বলল, "পতঙ্গের স্বভাবই হল আগুন দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়া। তোমরাও তাই। যাই হোক, কীভাবে যাবে না-যাবে কিছু ঠিক করেছ কি? ওই এলাকার চারদিকেই বরাব্বরের কড়া পাহারা। এমনই দুর্গম জায়গা, যেখানে পায়ে হেঁটে অথবা ঘোড়ায় চড়ে ছাড়া যাওয়ার আর কোনও পথ নেই। কাজেই পুলিশের ভ্যান বা জিপ কিছুই ঢুকতে পারে না ওখানে। আর বরাব্বর? ওর দলবল নিয়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব করে রামগড়ে। ঘোড়ায় চেপে বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। মানুষ শিকার করে ওর লোকেরা। আর রাতের অন্ধকারে মোটরবাইক নিয়ে দূর-দূর গাঁওতে গিয়ে ডাকাতি করে আসে।"

"বলো কী? ঘোড়া আর মোটরবাইক, দুই-ই আছে ওদের?"

"থাকবে না কেন? ওরা কি যা-তা লোক? তাই তো ভয় পাচ্ছি। ওর এলাকায় ঢুকতে গেলে পথঘাট না চিনে কোনদিক দিয়ে কীভাবে যাবে তোমরা?"

বাবলু বলল, "কাল সকালে আম্বালায় তো পৌঁছই। তারপর দেখা যাবে।"

সুনীতা বলল, "আমার একটা কথা শোনো, সরাসরি আম্বালায় না গিয়ে আমার সঙ্গেই নামো তোমরা সাহারানপুরে। ওখানে বেহটআড্ডায় আমাদের মকানে প্ল্যান করো। শিবালিক পর্বতমালার কোলে আছেন

শাকম্ভরী দেবী। তাঁর পুজো দিয়ে আশীর্বাদ নাও। আমার বন্ধুদের কাছ থেকে এন. সি. সি-র প্যারেড করা পোশাকগুলো চেয়ে আনব। সেগুলো পরে বরং রাতের অন্ধকারে তোমরা শহিদ হতে ঢুকে যাবে ওদের এলাকায়। তারপর বাঁচা-মরা তোমাদের ভাগ্য!"

বাবলু বলল, "এখন আমরা কোথাও যাব না। তার কারণ চাঁদনি যদি বরাব্বরের এলাকায় এখনও প্রবেশ না করে থাকে, তা হলে ওকে আমরা ফিরিয়ে এনে তোমাদের বাড়িতে রাখব। তারপর আপ্রাণ চেষ্টা করব বরাব্বরকে ফাঁদে ফেলবার।"

"ওঃ। তোমাদের সেই এক কথা। আরে, আম্বালা ক্যান্টের আশপাশে নিশ্চয়ই ওদের লোক আছে। তোমরা গেলেই জেনে যাবে ওরা। তার চেয়ে আমি বলি কি, সাহারানপুর হয়ে বাসে গেলে ওরা অতটা নজর দেবে না। তা ছাড়া কোনওমতেই তোমরা পাঁচজনে একসঙ্গে হবে না। মনে রেখো, সর্বত্র ওদের চর।"

সুনীতার কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল বাবলু। এ তো দারুণ ব্রিলিয়ান্ট মেয়ে! এর কোনও প্রস্তাবই 'না' করা উচিত নয়। তাই সাহারানপুরেই নামা ঠিক হল ওদের।

পরদিন সকালে সাহারানপুরে নেমে সামান্য পথ পায়ে হেঁটে যেতেই বেহটআড্ডায় পৌঁছে গেল ওরা। সাহারানপুর উত্তরপ্রদেশে। সেখানে সুনীতাদের প্রাসাদোপম বাড়িতে ওরা দারুণ একটা শেল্টার পেয়ে গেল। আম্বালা এখান থেকে ঘণ্টা দুয়েকের পথ। কালকা আরও দেড় ঘণ্টার। এখান থেকে ওরা বাসে-বাসেই যাবে।

সুনীতার বাবা-মা মেয়ের জন্য ভীষণ চিন্তিত ছিলেন। ও না আসায় ভেবেছিলেন হয়তো কোনও কারণে আটকা পড়েছে মেয়েটা। পরে ফোনে যোগাযোগ করে যখন জানতে পারেন মেয়ে রওনা হয়েছে অথচ পৌঁছয়নি, তখন খুবই ভেঙে পড়েছিলেন। বারাণসীতে ব্রেক জার্নি করার সম্ভাবনাও অবশ্য মনের কোণে উদয় হয়েছিল একবার। এখন মেয়েকে পেয়ে আর কোনও চিন্তাভাবনা রইল না। শেষ রইল না আনন্দেরও।

একটা বড় ঘরে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের থাকবার ব্যবস্থা হল। পঞ্চুও

ছাড়পত্র পেল ওদের সঙ্গে থাকবার। ওরা সবাই পোশাক পরিবর্তন করে গুছিয়ে বসলে সুনীতার বাবা ত্রিপাঠিজি ওদের আসার কারণটা জানতে চাইলেন। বাবলুরা যখন সব বলল, তখন শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি। বললেন, "বরাব্বর কি ধান্দা মাত করো বেটা। আউর আগে না বাড়ো। ও বহুতই খতরনক।"

বাবলু বলল, "সব জানি আমরা। কিন্তু তাই বলে তো চুপ করে বসে থাকা যায় না!"

"সবাই তো চুপ করে আছে। পুলিশ ভি।"

"এ ভারী অন্যায়। পুলিশ গোড়ায় নজর দিলে ও এতটা বাড়ত না।"

"অবস্থা এখন এমনই যে, পুলিশ এগোলে পুলিশেরই সর্বনাশ! ওর একজন লোককে পুলিশ মারলে ওর লোকেরা সেই পুলিশের ফ্যামিলিকে শেষ করে দেয়।"

"তা হলে এইরকম সন্ত্রাস চলতেই থাকবে? পুলিশ দিয়ে না হলে আধা-সামরিক বাহিনী, সামরিক বাহিনীকেও তো কাজে লাগানো যায়?"

সুনীতা হেসে বলল, "প্রশাসন কি সেই চেষ্টা করেনি ভেবেছ? বিপদের গন্ধ বাতাসে টের পায় ওরা। পুলিশ-মিলিটারি ওদের খোঁজে গেলে কোথায় যেন উবে যায় ওরা। তারপর আবার একদিন হঠাৎ আতঙ্ক হয়ে ধেয়ে আসে। গ্রাম-কে-গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়।"

একটু পরেই প্লেট-ভর্তি খাস্তা কচুরি, মেঠাই আর গাজরের হালুয়া এসে গেল। সেইসঙ্গে গরম চা।

সুনীতা বলল, "চলো, আমরা নাস্তা সেরে শাকম্ভরীর পুজোটা দিয়ে আসি। মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে কাল তোমরা রওনা হও।"

ওরা নাস্তা সেরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালে সুনীতা ওদের গোটা বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাল। এ-ঘর ও-ঘর করে সুনীতার ঘরে ঢুকতেই চোখ কপালে উঠে গেল ওদের। এ কে? এ কার ছবি? চম্বলের দস্যুরানি ফুলন দেবীর মিনি সংস্করণ নয়তো? ওরা দেখল বড় একটি পাথরের ওপর মাথায় টুপি পরে বন্দুক হাতে মিলিটারি পোশাকে দাঁড়িয়ে আছে সুনীতা। গলায় অজস্র মেডেল।

সুনীতা বলল, "আমার বান্ধবীরা তুলেছে।"

"তা তো বুঝলাম। কিন্তু ব্যাপারটা কী? হঠাৎ এইরকম ছবি কেন?"

সুনীতা হেসে বলল, "এ হল আমার রাইফেল শুটিং-এর ছবি। খুব অল্প বয়স থেকে আমি রাইফেল শুটিং শিখেছি রুরকিতে। এখন অবশ্য কলকাতায় গিয়ে পড়াশোনায় মন দিয়েছি।"

"রুরকি এখান থেকে কতদূর?"

"বেশিদূরে নয়। ছুটমলপুর পার হয়েই রুরকি। তারপর হরিদ্বার। ওই দ্যাখো আমার বন্দুক। ওগুলো সবই আধুনিক মডেলের। খুব শক্তিশালী। এর কার্তুজগুলোও অত্যন্ত দামি আর দুষ্প্রাপ্য। আমার খুব ইচ্ছে, বড় হয়ে আমি অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে কাজ করব। আমি দিল্লিতেও শুটিং ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিয়েছি। ওই দ্যাখো আমার আরও ছবি। আমি রাইফেল শুটিং-এ জাতীয় স্তরে তিনটি সোনা এবং দুটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছি। আর রাজ্যস্তরে পেয়েছি একটি সোনা, একটি রুপো। থ্রি পজিশন বিভাগে...।"

"আর বলতে হবে না। দুষ্টু মেয়ে। এই কথা তুমি একবারও বলোনি আমাদের!" তারপর অত্যন্ত স্নেহভরে ওর একটি হাত মুঠোয় পুরে বাবলু বলল, "সুনীতা, আমাদের এই উদ্যোগে তুমিও শামিল হও না কেন? আমার আছে পিস্তল। তোমার আছে বন্দুক। এই নিয়ে চলো না সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ি।"

"ওরা কে কী পারে?"

"ওরা পারে ধরে পেটাতে। তবে পঞ্চু যা পারে তা অনেকেই পারে না। একাই একটা বাঘের শক্তি রাখে ও।"

"তবুও রামগড়ের পার্বত্য পরিবেশে চিতার উপদ্রব খুব। তাই পঞ্চুকে খুব সাবধানে রাখতে হবে। মনে রেখো কুকুর হচ্ছে বাঘের প্রিয় খাদ্য।"

বাবলু এই কথা শুনে শিউরে উঠল। বলল, "তা হলে তো পঞ্চুকে আমি কাছছাড়া করব না। ভাগ্যে তুমি বললে, না হলে হয়তো ওই দুর্গম পার্বত্য এলাকায় পঞ্চুকে পাঠিয়ে দিতাম ওদের ডেরা খুঁজতে।"

"তা হলেই বরাব্বর বধ হয়েছিল আর কী ! যাই হোক, এখন চলো মন্দিরে যাই। তারপর তোমাদের ড্রেস জোগাড় করি।"

বাবলু বলল, "পোশাক আমাদের আছে। জাঙ্গল কালারের মিলিটারি পোশাক অনেক আগেই করিয়ে রেখেছিলাম আমরা। সেসব সঙ্গে এনেছি। কিন্তু সুনীতা, তুমি কথা দাও আমাদের সঙ্গে তুমি থাকবে।"

সুনীতা বলল, "তোমরা আমাকে সমস্যায় ফেললে দেখছি ! বরাব্বরের অত্যাচারের হাত থেকে সকলকে মুক্ত করবার এমন সুযোগ হাতছাড়া করা কখনওই উচিত নয়। কিন্তু ওর মুখোমুখি হওয়ার জন্য রওনা দিলে বাবা আমাকে যেতেই দেবেন না। আর লুকিয়ে গেলে রাইফেল নিয়ে যাব কী করে ? ওতে হাত দিলেই তো ছুটে আসবেন বাবা।"

"যেভাবেই হোক ব্যবস্থা তোমাকে করতেই হবে।"

সুনীতাদের বাড়ির সামনেই বাসস্ট্যান্ড। ওরা সেইখানে গিয়ে বাসে উঠল। সাহারানপুর শহর ছাড়িয়ে খানিক যেতেই ওরা দেখতে পেল বন আর পাহাড়। তারপর একজায়গায় এসে বাস যেখানে থামল, সেই জায়গাটার নাম বীরখেত। সে এক বিশাল প্রান্তর। সেইখানে মিলিটারি বেস। তাঁবু খাটিয়ে প্রচুর মিলিটারি অবস্থান করছে সেখানে। ওদের নামতে হল সেখানেই। বাস আর যাবে না। একটি ক্ষীণস্রোতা নদীর বালির ওপর দিয়ে হাঁটা শুরু করল ওরা। এই নদীতে শুধুই বালি। জল পাহাড়ের কোল ঘেঁষে সামান্য একটু। দু'পাশে পাহাড়। মাঝে নদী। বন্য পরিবেশ চারদিকে।

বাবলু বলল, "এখানে বাঘ নেই তো ?"

সুনীতা বলল, "আছে। তবে দিনের বেলা আসে না ওরা। সন্ধে হলে জল খেতে আসে। এদিকে তো জনবসতি নেই। তাই সন্ধের পর বিশেষ কেউ আসে না। মাঠে বা মন্দিরে যাঁরা আছেন, তাঁরা একটু সাবধানে থাকেন।"

এইখানে বালির ওপর দিয়ে হেলেদুলে সকলের আগে চলল পঞ্চু। ওর পিছু-পিছু সুনীতা ও পাণ্ডব গোয়েন্দারা। এবং অন্য তীর্থযাত্রীরা।

একসময় ওরা শাকম্ভরীর নির্জন মন্দিরপ্রান্তে এসে পৌঁছল। স্নানের

সরঞ্জাম সঙ্গে এনেছিল ওরা। তাই একফালি জলেই স্নানের ব্যবস্থা করল। কী ঠাণ্ডা জল!

বাবলু বলল, "এটা কী নদী?"

সুনীতা বলল, "এর নাম নেই। সবাই এটাকে ঝরনা বলে।"

"ভারী চমৎকার তো!"

এই ঝরনার দু' পাশে সুউচ্চ পর্বতমালা। বাঁয়ে পাহাড়, ডান দিকে পাহাড়, পেছনে দেওয়ালের মতো খাড়াই পাহাড়। তারই বাঁকে-বাঁকে পাহাড়ের বুক চিরে নেমে এসেছে এই নদী অথবা ঝরনা। কিংবা একটা ধূসর মরু। পাহাড়ের গায়ে হালকা বন। দূরে, বহুদূরে গভীর অরণ্যানী। এই অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে মুগ্ধ হয়ে গেল ওরা।

স্নান করে মন্দিরে গিয়ে পুজো দিল সকলে।

সুনীতা বলল, "শাকম্ভরী হলেন দেবী দুর্গা। এই বীরখেতে দেবী কর্তৃক শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ হয়েছিল। দেবীর পাশে আছেন ভীমা, ভ্রামরী, শতাক্ষী। মায়ের কাছে প্রার্থনা করো, উনি যেন তোমাদের সহায় হন। তাঁর আশীর্বাদ পেলে অসুরবধ অসম্ভব নয়।"

বাচ্চু, বিচ্চু বলল, "তোমার সঙ্গে যখন দেখা হয়েছে তখনই তো আমরা তাঁর আশীর্বাদ পেয়ে গেছি। আসছিলাম কী কাজে, চলে এলাম কোথায়। এই মহাতীর্থে আসা কি কম ভাগ্যের কথা?"

"তোমরা এইসব মানো?"

"নিশ্চয়ই। নাহলে তোমার কথায় এখানে পুজো দিতে এলাম কেন?"

ওরা শাকম্ভরীর মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃতির দৃশ্য দেখবার লোভে সেই নদী যেদিক থেকে বয়ে এসেছে সেইদিকের পথ ধরে এগোতে থাকল। কখনও বালির ওপর দিয়ে, কখনও তিরতিরে জলে পায়ের পাতা ডুবিয়ে ওরা দূরের দিকে এগিয়ে চলল। সে কী ভীষণ নির্জনতা! সুউচ্চ পর্বত আর ঘন অরণ্যানী। যেন দিনমানেও সন্ধ্যার কৃষ্ণান্ধকার ঘনিয়ে এনেছে। দু-একটা গোরু, বাছুর বা পাহাড়ি ছোট ঘোড়া ছাড়া মানুষের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। তাই দেখে একসময় থমকে দাঁড়াল সবাই। বলল, "আর না। এবার ফেরা যাক।"

সুনীতা বলল, "আরও গভীর জঙ্গল আছে এর ভেতরে, যাবে না ?"

বাবলু ছাড়া সবাই বলল, "না।"

বাবলু সুনীতাকে বলল, "তুমি যদি সঙ্গে যাও, আমি তা হলে যেতে পারি।"

বিলু, ভোম্বল বলল, "যাস না বাবলু। ফিরে আয়।"

সুনীতা বলল, "ভয় করছে তোমাদের ?"

বিলু বলল, "করবে না ? এই ভীষণদর্শন পাহাড় আর ভয়াবহ নির্জনতা।"

"তা হলেই তোমরা বরাব্বরের মোকাবিলা করেছ! এইরকম সাহস নিয়ে তোমরা রাতের অন্ধকারে রামগড়ের বেহড়ে যাবে ? যাও, ঘর-কা লেড়কা ঘরমে যাও। দুধ পিও।"

বাবলু বলল, "তুমি ওদের যতটা ভীরু মনে করছ তা নয় সুনীতা। এর আগেও এইরকম অভিযান এরা করেছে। তবে কিনা অযথা সময় নষ্ট করতে মন চাইছে না ওদের। যাই হোক, আমি যেতে ইচ্ছুক। চলো দেখি এর ভেতরটা। আর তো কখনও আসব না।"

সুনীতা বলল, "আসলে রামগড়ের পার্বত্য পরিবেশে গিয়ে যাতে ঘাবড়ে না যাও, সেইজন্যই আমি তোমাদের নিয়ে এলাম এখানে।" বলেই একটা লাগাম-আঁটা গেরস্তের পোষা ঘোড়াকে টেনে এনে তার পিঠে চেপে বসল সুনীতা।

বাবলু বলল, "তুমি ঘোড়ায় চড়তেও জানো দেখছি।"

"চেষ্টা করলে তুমিও পারবে। ওঠো তুমি।"

অনভ্যস্ত বাবলু কী আর করে, একটা পাথরের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার পিঠে চাপল। তারপর শক্ত করে ধরে রইল সুনীতাকে। ভয় যে ওরও করছিল না, তা নয়। তবে এই মেয়েটির কাছে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে কিছুতেই ছোট হতে পারবে না সে।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুকে ফিরে গিয়ে মন্দিরের কাছে অপেক্ষা করতে বলল বাবলু। পঞ্চুকেও যেতে বলল ওদের সঙ্গে। তারপর ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে চলল সেই গভীর বনপথে।

ওরা যতই এগোয়, পথ ততই দুর্গম হয়। পাহাড়ের আকৃতি হয়

তেমনই ভয়াবহ। তেমনই ভীষণ হয় অরণ্যের গভীরতা।

সুনীতার সেইসবে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে দিব্যি শক্ত হাতে লাগাম ধরে আরও ভেতরদিকে এগিয়ে চলল। ঘোড়াটা ছোট তাই, না হলে বাবলুর ভয় করত। কী প্রচণ্ড শীত এখানে! এতটুকু রোদ্দুর নেই। শুধু ঘন বনের ছায়ান্ধকার। বাবলু ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। সে আরও শক্ত করে চেপে ধরল সুনীতাকে।

সুনীতা বলল, "এবারে ফেরা যাক?"

বাবলু বলল, "গো অ্যাহেড। আমি আরও এগোতে চাই। পথের শেষ না হওয়া পর্যন্ত।"

সুনীতা বাবলুর কথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠল। আর ঠিক তখনই হঠাৎ কী থেকে কী হয়ে গেল যেন। চিঁহিঁহিঁহি করে বিকট একটা ডাক ছেড়ে লাফিয়ে উঠল ঘোড়াটা। ওরা দু'জনেই ছিটকে পড়ল পাহাড়ের গায়ে। বাবলুর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত। কপাল ফেটে রক্ত ঝরছে। সুনীতার অবস্থাও একই রকম। তবু ওই অবস্থাতেও সুনীতা ছুটে গিয়ে ঘোড়াটাকে ধরল। ওরও সর্বাঙ্গ পড়ে গিয়ে ছড়ে-কেটে গেছে। তবে বাবলুর চেয়ে ওর আঘাতটা অনেক কম। কেননা বাবলু যেমন পাথরে চোট পেয়েছে, ও তেমন পড়েছে বালির ওপর। ও ঘোড়াটাকে কায়দা করে ধরে চেপে বসবার উপক্রম করতেই ঘোড়াটা আবার লাফিয়ে উঠল। সর্বনাশ! ও কি ভয় পেয়েছে কোনও কিছু দেখে? না কি পাগলা ঘোড়া? তাই কেউ ছেড়ে দিয়েছিল। ঘোড়ার লাফানিতে সুনীতা এবার এমনভাবে ছিটকে গেল যে, সঙ্গে-সঙ্গে একটা দেওদার গাছের ডাল ধরে ঝুলে না পড়লে হাড়গোড় গুঁড়িয়ে যেত ওর।

বাবলু তখন অতিকষ্টে পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ক্ষতস্থান চেপে ধরে উঠে দাঁড়িয়েছে। তারপর যে-মুহূর্তে সে টলতে-টলতে বালির ওপর নেমে দাঁড়াল, অমনই জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে মুখে কাপড় ঢাকা চারজন অশ্বারোহী চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল ওকে।

এদিকে ওদের ফিরতে দেরি দেখে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরা অধৈর্য

হয়ে উঠল। পঞ্চুও ঘন-ঘন লেজ নেড়ে ছটফট করতে লাগল বাবলুর জন্য। সে যতই এগোবার চেষ্টা করে, বিলু ততই ওকে ধমক দিয়ে ডেকে নেয়। তাই বিলুর কথা অমান্য করতে ভয় পায় ও। কিন্তু অনেক পরেও যখন ওরা ফিরল না, বরং শূন্য ঘোড়াটাকে ফিরে আসতে দেখল, তখন রীতিমত ভয় পেয়ে গেল ওরা।

বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, "ওই দ্যাখো, ঘোড়া ফিরে আসছে। ওরা কই ?"

বিলু বলল, "তাই তো রে ! কী হল বল দেখি ?"

ভোম্বল বলল, "জানি না। বাবলুরও যেমন ! বেশ যাচ্ছিলাম আমরা। মেয়েটার কথা শুনে এখানে না এলেই হত।"

"এখন কী করা যায় ?"

"কী আবার ? বাচ্চু, বিচ্ছুকে এখানে রেখে পঞ্চুকে নিয়ে এগিয়ে দেখি।"

বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, "ওটি হচ্ছে না। আমরাও যাব। ওখানে গিয়ে যদি তোমাদেরও কিছু হয়, তখন ? তার চেয়ে বিপদ আমরা ভাগ করে নেব।"

বিলু বলল, "সেইজন্যই তো সবাই যাব না। এক ঘণ্টার মধ্যে যদি আমরাও না ফিরি তোরা অমনই লোকজন জড়ো করবি। বীরখেতে গিয়ে সেনাবাহিনীকে খবর দিবি।"

বিচ্ছুর চোখে জল এসে গেল। বলল, "আমার মনে হয় ওদের ঠিক বাঘে খেয়েছে। না হয় এটা পাগলা ঘোড়া, কোথাও খাদে-টাদে ফেলে দিয়েছে ওদের।"

বিলু আর ভোম্বল দু'জনেই তখন পঞ্চুকে নিয়ে এগোতে লাগল সেই গিরিনদীর বালি ধরে হেঁটে, তার উৎসের দিকে। ওদের বুক কাঁপে, কেননা জঙ্গল ঘন হয়। ওরা ভয় পায় ভীষণদর্শন পাহাড় দেখে। ওরা অস্থির হয় অজানা আশঙ্কায়। এইভাবে অনেকটা পথ যাওয়ার পর হঠাৎ একসময় পঞ্চুর চিৎকারে ছুটে গেল ওরা। গিয়ে দেখল জ্ঞানহীন সুনীতা বালির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। কিন্তু বাবলুর অস্তিত্বও নেই কোথাও।

বিলু চিৎকার করে ডাকল, "বা-ব-লু-উ...।"

ভোম্বল ডাকল, "বাবলু-উ-উ-উ।"

কিন্তু কোথায় বাবলু ? পাহাড়ে, পর্বতে, ঘন অরণ্যে ওদের প্রতিধ্বনি ঘুরে ফিরল। দূর-দূরান্তে হারিয়ে গেল। কিন্তু বাবলুর কোনও সাড়াশব্দও পাওয়া গেল না।

বিলু, ভোম্বল সুনীতার কাছে গিয়ে ওর নাম ধরে ডাকল। মেয়েটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। নদীর জল এনে ওর চোখে-মুখে দিল, কিন্তু কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। একবার একটু জোরে নিশ্বাস পড়ল শুধু।

ভোম্বল বলল, "এখন কী করা যায় ? এতবড় মেয়েকে বয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ কাজ নাকি ?"

"খুবই কঠিন ব্যাপার। তবু নিয়ে তো যেতেই হবে। মেয়েটাকে বাঘের খোরাক হওয়ার জন্য এইখানে ফেলে রেখে তো চলে যাওয়া যায় না।"

"বাবলু তা হলে ?"

"নিঘাত বাঘের পেটে গেছে।"

ভোম্বল হঠাৎ কী দেখে বলল, "ওই দ্যাখ।"

"কী রে !"

ওরা দেখল কয়েকটি বুলেট পড়ে আছে একপাশে। আর আছে একটা রুমাল। এবং নদীর বালিতে অনেক ঘোড়ার খুরের দাগ। সেগুলো পার্বত্য পথে গভীরতর জঙ্গলের দিকে হারিয়ে গেছে।

বুলেটগুলো কুড়িয়ে নিয়ে বিলু বলল, "বাবলু যে বিপদে পড়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এখন সুনীতার মুখে সব শুনে শুরু করব আমাদের কাজ।" বলে আর একটুও দেরি না করে ভোম্বলকে বলল, "ওর হাত দুটো আমার কাঁধের দু'পাশে এগিয়ে দে। আমি ওকে পিঠে করে যতটা পারি নিয়ে যাই। যখন পারব না, তুই নিবি।"

ভোম্বল তাই করল।

বিলু তখন অতিকষ্টে সুনীতার অচৈতন্য দেহটাকে বয়ে নিয়ে চলল। এইভাবে কি বালির ওপর দিয়ে পথ চলা যায় ? তাই অল্প কিছুটা পথ গিয়েই বলল, "এবার তুই একটু নিবি রে ভোম্বল ?"

ভোম্বল বিরক্ত হয়ে বলল, "কী জ্বালা বল দেখি ?"

সুনীতা তখন চোখ মেলে তাকিয়েছে। বলল, "আমাকে নামিয়ে দাও তোমরা। আমি এবার নিজেই যেতে পারব।"

বিলু, ভোম্বল সযত্নে বালির ওপর শুইয়ে দিল ওকে। তারপর আবার নদী থেকে জল এনে চোখে-মুখে দিল। একটু সেবা-শুশ্রূষার পর উঠে বসল সুনীতা।

বিলু বলল, "বাবলু কোথায় ?"

সুনীতা আস্তে করে ঘাড় নাড়ল। বলল, "জানি না।"

"সে কী ! তোমরা তো একসঙ্গেই ছিলে।"

"লেকিন...। ডাকুরা ওকে লুটে নিয়ে গেল। ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে ও মাথায় খুব চোট পেয়েছিল। আমি গাছের ডালে আটকে ছিলাম। হয়তো ওরা আমাকে দেখতে পায়নি। বাবলুকে কী মার মারল ওরা। তারপর ওকে নিয়ে চলে গেল।"

"ওরা কারা ! ওরা কি বরাব্বরের লোক ?"

"হো ভি সকতা। মুঝে মালুম নেহি। ঘোড়া থেকে ছিটকে আমি একটা গাছের ডাল ধরে কোনওরকমে প্রাণে বাঁচি। ওরা চলে গেলে একটু-একটু করে নামার চেষ্টা করতে গিয়েই আমি নীচে পড়ি। পড়ে গিয়ে কেমন হয়ে যাই আমি। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করি। ওদের পিছু নিতে যাই। এমন সময় হঠাৎ চক্কর লেগে কীরকম যেন হয়ে যায় আমার। আর কিছু মনে নেই।"

বিলু, ভোম্বল সুনীতার হাত ধরে দাঁড় করাল। তারপর দু'জনে মিলে ধরাধরি করে নিয়ে চলল ওকে। বেলা তখন দ্বিপ্রহর। দূর থেকে ওদের দেখতে পেয়েই ছুটে এল বাচ্চু, বিচ্ছু। বলল, "বাবলুদা কই ? সুনীতার কী হল ?"

পঞ্চু চিৎকার করে উঠল, "ভৌ-ভৌ-ভো-উ-উ-উ।"

বিলু, ভোম্বল সুনীতাকে একজায়গায় বসিয়ে রেখে সব কথা বলল বাচ্চু, বিচ্ছুকে।

বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, "এখন তা হলে উপায় ? চলো আমরা সবাই পঞ্চুকে নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকি। খুঁজে দেখি ওকে কোথাও পাওয়া যায় কিনা ?"

সুনীতা বলল, "মাত যাও। ওরা ওখানে বসে নেই। ওরা এখন কোথায় কতদূরে তা কে জানে? তা ছাড়া এখন ও-পথে গেলে যেতে-যেতেই সন্ধে হয়ে যাবে। তোমরা কেউ ফিরবে না বাঘের কবল থেকে। ওরা যদি বরাব্বরের লোক হয় তা হলে রামগড়ের গুহাই হবে বাবলুর বন্দিশালা। অথবা বধ্যভূমি। আর তা যদি না হয়, তা হলে বুদ্ধিমান বাবলু নিশ্চয়ই পালাবে ওদের জাল কেটে।"

বিলু বলল, "অবশ্য যদি না ওকে মেরে ফেলে।"

সুনীতা বলল, "মারলে ওরা ওইখানেই মারত। নিয়ে যেত না।"

বাচ্চু, বিচ্চু বলল, "নিয়ে যখন গেছে তখন নিশ্চয়ই ওরা বরাব্বরের লোক।"

বিলু বলল, "তা হলে আর দেরি নয়, আজই হোক আমাদের রামগড় অভিযান।"

সুনীতা বলল, "আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে। তোমরা নিরস্ত্র। পথঘাট চেনো না। আমি চিনি। আম্বালা থেকে যে-পথটা কালকার দিকে গেছে, সেই পথেই রামগড়। আজই রাতের অন্ধকারে সেইখানে যাব আমরা। বাড়িতে জানাব না। লুকিয়ে পালাব। তোমরা এখন বাড়ি গিয়ে খানাপিনা করো। তারপর তোমাদের সামান নিয়ে চলে যাওয়ার নাম করে স্টেশনে গিয়ে বসে থাকো তোমরা। সন্ধের পর যে-কোনও একজন এসো আমাদের বাড়ির দিকে। আমি লুকিয়ে বন্দুকটা তোমাদের হাতে দিয়ে দেব। তারপর বাইরে এসে যা করবার করব আমি।"

এইসব আলোচনার পর ওরা যখন বাড়ি ফিরে এল তখন মেয়ের মুখে সব শুনে ভীষণ চিন্তিত হলেন ত্রিপাঠিজি।

সুনীতার মা বললেন, "আভি থানা মে যাও। ডায়রি লিখাও। পোলিশবালেকো বতাও সব কুছ।"

ত্রিপাঠিজি বললেন, "বতানে সে ফায়দা ক্যা। কুছ নেহি হোগা।"

"তব খামোশি রহোগে তুম? এ কোন সা রাজ?"

"চুপ রহো তুম।"

বিলু বলল, "তবু আমরা একবার যাই। গিয়ে দেখি যদি কোনও

উপায়ে ওদের উদ্ধার করতে পারি।"

"যো তুমহারা মর্জি। লেকিন হামারা বাত মানো তো ঘর চলা যাও।"

বিলুরা খাওয়াদাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিয়েই পরিকল্পনামতো স্টেশনে গিয়ে বসে রইল। ত্রিপাঠিজি বলে দিলেন সাহারানপুর স্টেশন থেকেই আম্বালা অথবা চণ্ডীগড়ের বাস পাওয়া যাবে। আজ রাতে ওখানেই কোনও হোটেলে রাত কাটিয়ে কাল সকালে দিনমানে রামগড়ে যাওয়া উচিত। রামগড় ছোট্ট জায়গা। জনবসতি খুবই কম। চারদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। তাই বরাব্বরের ঠেক যে কোথায়, তা ওর দলের লোক ছাড়া কেউ জানে না।

শীতের বেলা। তাই স্বল্প প্রতীক্ষার পরই সন্ধে হয়ে এল। সুনীতার কথামতো বিলু একাই চলে এল ওদের বাড়ির কাছে। এসেই দেখল দোতলার বারান্দায় সুনীতা হানটান করছে ওর জন্য। ওকে দেখেই ইশারায় একপাশে ওকে সরে আসতে বলে সর্বাগ্রে দড়ি বেঁধে বন্দুকটা নামিয়ে দিল ওর হাতে। তারপর সেই দড়ি ধরে মিলিটারি পোশাকে নিজেই নেমে এল সে। নেমে আলোকোজ্জ্বল বড় রাস্তায় না গিয়ে বিলুর হাত ধরে আধো অন্ধকার গলিপথে একেবারে চৌরাস্তায় এসে একটা জিপ ঠিক করল। তারপর বিলুকে নিয়ে সেই জিপে চেপেই চলে এল স্টেশনে। যেখানে ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু আর পঞ্চু অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য।

সুনীতা সকলকে ডেকে বলল, "উঠে পড়ো। বাসে যাওয়ার দরকার নেই। এতেই রামগড় পর্যন্ত ব্যবস্থা করে নিয়েছি। রাত ন'টার মধ্যে পৌঁছে যাব।"

সবাই উঠে বসলে বিলু চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "কত ভাড়া নেবে জিজ্ঞেস করেছ?"

"যাই নিক, বাবুজি দিয়ে দেবেন। আমাদের চেনা ড্রাইভার। আমিও পরে দিয়ে দিতে পারি।"

জিপ ওদের নিয়ে ঝড়ের গতিতে ছুটে চলল। সে কী প্রচণ্ড ঠাণ্ডা! গরম পোশাকের নীচে রক্তমাংসের শরীরের ভেতরে যে হাড়গুলো আছে,

সেই হাড়গুলো সুদ্ধু কেঁপে উঠল যেন। ওরা ঘনবদ্ধ হয়ে পরস্পরকে ধরে কতকটা যেন ডালা পাকিয়ে বসে রইল তাই।

॥ ৮ ॥

এবারে বাবলুর কথায় আসা যাক। ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ে বাবলু যখন মাথায় আঘাত পেয়ে স্থির হয়ে গেছে, সেই সময় সে একটু-একটু করে স্বাভাবিক হতেই দেখল সুনীতা আবার ঘোড়াটাকে সামলাবার চেষ্টা করছে। আসলে সুনীতা তখন এমনভাবে হেসে ওঠে, যাতে কিনা ভয় পেয়ে লাফিয়ে ওঠে ঘোড়াটা। কিংবা অন্য কিছু দেখে সে ভয় পায়। যাই হোক, সুনীতা বহুকষ্টে ঘোড়াটাকে কব্জা করে আবার যেই না তার পিঠে উঠে বসেছে, ঘোড়াটা আবার চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল। আর সুনীতা ? তার দেহটা শূন্যে উঠে কোথায় যে হারাল, তা কে জানে ? এই বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই বাবলু দেখতে পেল কোথা থেকে যেন হঠাৎ চারজন অশ্বারোহী বেরিয়ে এসে ঘিরে ধরল ওকে। তাদের চোখের দৃষ্টি এমনই ভয়ঙ্কর যে, সেদিকে তাকিয়েই শিউরে উঠল সে। এইরকম চোখের আগুন তো এই প্রথম দেখা নয়, এর আগে আরও অনেকের চোখেই দেখেছে। তাই ভয়ে বুক কেঁপে উঠল। সে তখন পড়ে গিয়ে বা আঘাত পেয়ে এমনই শক্তিহীন যে, সেই মুহূর্তে পালাবার বা রুখে দাঁড়াবার কোনও ক্ষমতাই তার নেই। ওরা ওর দিকে এগিয়ে এসে কোনও কথা না বলে শুধু যেন খেলার ছলেই ওকে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মারতে লাগল। সে কী মার ! একজন ছাড়ে তো আর-একজন মারে। তার ওপর লাথি। একজনের লাথি খেয়ে পড়ে যায়। উঠে দাঁড়ালে আর-একজন মারে। এইভাবে মার খেতে-খেতে যখন আর উঠে দাঁড়াবারও শক্তি রইল না, তখনই ওর অর্ধ-অচেতন রক্তাক্ত দেহটা একজন ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে নিয়ে সকলকে যাওয়ার নির্দেশ দিল।

এই ঘোড়াগুলো অত্যন্ত তেজী এবং বলবান। আকারেও বড়।

যেতে-যেতে একজন বলল, "হমারা কৌন সা কামমে আয়েগা ইয়ে লেড়কা ?"

"ইয়ে তো ওহি হ্যায়, মিনোনে কুলদীপকো মারা।"

"সচ ?"

"ফোটো দেখা নেহি উসকো ?"

"দেখা। লেকিন তুমহে ক্যায়সে মালুম থা ও হিঁয়া আয়েগা ?"

"মালুম নেহি থা। অচানক আ গয়া।"

ব্যথায়, বেদনায়, প্রহারে আচ্ছন্ন অবস্থাতেও বাবলু ওদের কথা শুনে যা বুঝল তা হল—এরা বরাব্বরেরই লোক। ওদের হাতে কুলদীপ মার খাওয়ার পরই বরাব্বরের নোটিসে এসে যায় ওরা। এর পরে ওদের ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে বরাব্বর সিদ্ধান্ত নেয় জ্যান্ত ছেলেমেয়েগুলো এবং সেই সাঙ্ঘাতিক কুকুরটাকে যে-কেউ ধরে আনতে পারলে বরাব্বর তাকে ভালরকম ইনাম দেবে। বরাব্বরের নির্দেশে ফাগু এবং কয়েকজন ওদের নজরে রাখে। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ওদের কিছু করতে সক্ষম হয় না তারা। তবে পুজোর সময় দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলে প্রতিমার ছবি তোলার অছিলায় ওদের বেশ কয়েকটা ফোটো তুলে রাখে ওরা। সেই ছবির সঙ্গে এই ছেলেটির চেহারার মিল দেখেই সর্দারের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে। এইখানকার বীরখেতে সেনাবাহিনীর যে ক্যাম্প আছে, তারই গতিবিধি লক্ষ করবার জন্য এইখানে লুকিয়ে ছিল ওরা। ওদের কাছে খবর ছিল, সেনাবাহিনীর লোকেদের দিয়ে এই সমস্ত অঞ্চলের উগ্রপন্থীদের ঘাঁটি নিশ্চিহ্ন করবার সরকারি একটা পরিকল্পনা হয়েছে। তাই সেই কাজে নজরদারি করতে এসেই মেঘ না চাইতে জল। এখন রাতের অন্ধকারে পাহাড়ে-পাহাড়ে কোনওরকমে গিয়ে পৌঁছতে পারলেই সর্দারের হাতে তুলে দিতে পারবে ওকে।

এইভাবে অনেক পথ পার হয়ে একসময় যেখানে এসে থামল ওরা, সেখানে জঙ্গলের গভীরতা অনেক কম। ওরা ঘোড়াগুলোকে এক জায়গায় রেখে ধুপধাপ নেমে পড়ল সব। একজন ঘোড়াগুলোকে বাঁধল। আর-একজন পাশের একটি ছোট্ট গুহা থেকে কয়েকটা মশাল বের করে এনে জ্বালল। দু'জন লোক দুটো মশাল হাতে নেমে গেল গভীর খাদের দিকে। আর বাকি দু'জনের একজন ঘোড়ার পিঠ থেকে বাবলুকে নামিয়ে শুইয়ে রাখল পাথরের ওপর।

বাবলু আগের মতোই বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকার ভান করল।

একজন বলল, "এ ছোক্‌রা ! ভাগনেকো কোশিস মাত করনা।"

আর-একজন বলল, "আরে দোস্ত ! ভাগেগা কাঁহা ? হুঁশ মে আয়েগা তব না ? ইতনা খুন নিকালা, হুঁশ আনেসে ভি যানে নেহি সকেগা।"

"সকেগা তো ?"

"মৌত ভি সাথী হো যায়েগা। ইধার তো চারো তরফ পাহাড়োঁ পাহাড়। জঙ্গল কা ঝিল্লি ঔর শের কা গর্জন শুনকর পাগল হো যায়েগা, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।"

যে লোক দু'জন পাহাড়ের খাদে নেমে গিয়েছিল, তারা কিছুক্ষণের মধ্যেই কী যেন একটা শিকার নিয়ে ফিরে এল। তারপর সেটার ছাল ছাড়িয়ে সবাই মিলে দিব্যি কাঠকুটো জ্বেলে আগুনে ঝলসাতে লাগল।

বাবলু দেখল এই সুযোগ। সে নিশ্বাস বন্ধ করে একটু-একটু করে সরে এসে বড় একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে ফেলল নিজেকে। তারপর যথাস্থান থেকে ওর পিস্তলটা বের করে একজনকে লক্ষ্য করে ট্রিগারে চাপ দিতেই বনভূমি কাঁপিয়ে একটা শব্দ হল, 'ডিস্যুম'।

একজন ডাকাত ভীষণ চিৎকার করে গড়িয়ে পড়ল পাহাড়ের খাদে। বুকের বাঁ দিকেই লেগেছে গুলিটা। আর-একজন লাফিয়ে উঠে একটা ঘোড়া নিয়ে পলকে উধাও। বাকি দু'জন কী করবে যখন ভেবে পাচ্ছে না, তখন আরও একটি বুলেটে ঝাঁঝরা হল আর-একজনের বুক। বাকি রইল শেষজন।

সে বন্দুকগুলো নেওয়ার জন্য এগিয়ে আসতেই একটা মশাল হাতে নিয়ে ধীরে-ধীরে আত্মপ্রকাশ করল বাবলু। যে-আগুন সে ওদের চোখে দেখেছিল, সেই আগুন এখন বাবলুর চোখে। ও একটু উচ্চস্থানে বড় একটি পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, ওর কপাল দিয়ে, নাক দিয়ে, ঠোঁটের কষ বেয়ে রক্ত ঝরছে। ছেঁড়া জামা ভিজে উঠেছে সেই রক্তে। উসকোখুসকো চুল। ওর একহাতে মশাল, অপর হাতে পিস্তল।

ভয়ঙ্কর দস্যুটা বীভৎস চেহারার বাবলুকে দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। বাবলুর হাতে যেটা আছে সেটা যে খেলনা পিস্তল নয় তা ভেবেই আর সে এগোতে সাহস করল না।

বাবলু কঠিন গলায় বলল, "তখন আমাকে একা অসহায় পেয়ে চারজনে মিলে খুব পিটিয়েছিলি। কিন্তু আমিও দেখে নেব। আমি একার সঙ্গে লড়তে চাই। দু'জন যমের বাড়ি গেছে। একজন পালিয়েছে। বাকি আছিস তুই। যে পায়ে করে তুই আমাকে লাথির পর লাথি মেরেছিলি, সেই পা আমার চাই। ফাউ হিসেবে আরও একটা পা।"

দস্যুটা বাবলুর কথা কিছুই বুঝল না।

বাবলু বড় পাথরের ওপর থেকে লাফিয়ে ছোট একটা পাথরে এসে পড়ল। তারপর বাঘের মতো গর্জন করে বলল, "হ্যান্ড্‌স আপ। হাত উঠাও। দোনো হাত।"

দস্যুটা ভয়ে-ভয়ে হাত তুলল।

"পিছে হটো। আউর পিছে।"

সে যত পিছোতে লাগল বাবলু ততই ধীরে-ধীরে নেমে এসে এক-পা এক-পা করে এগোতে লাগল তার দিকে। বাঘ যেভাবে তার শিকারের দিকে এগোয়, সেও ঠিক সেইভাবে এগিয়ে চলল। তারপর হঠাৎই ধমক দিয়ে বলল, "উধার দেখো।"

দস্যুটা পেছনে তাকাতেই বাবলু পিস্তলটা মাটিতে রেখে চকিতে পশু নিধনের সেই চাকুটা কুড়িয়ে নিয়ে বলল, "ইধার দেখো।"

অসহায় দস্যু সামনে তাকাল এবার। দেখল, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের সামনে ভয়াবহ বাবলু। হাতে পিস্তল নেই। তার বদলে আছে রক্তমাখা চকচকে চাকু। পশুদাহের অগ্নিশিখায় সেই চাকুটা যেন আরও বেশি ঝকঝক করছে। এই সুযোগটা হাতছাড়া করল না সে। প্রচণ্ড একটা হুঙ্কার দিয়ে বাবলুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। কিন্তু ততক্ষণে বাবলু এমনভাবে সজোরে ছোরাটা নিক্ষেপ করেছে তার দিকে যে, সেটা আমূল গেঁথে গেল তার পেটে। সে লাফানো দূরের কথা, দু' হাতে পেট চেপে বসে পড়ল সেইখানে।

বাবলু পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়ে যথাস্থানে রেখে দিল। তারপর মশালটা নিয়ে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেল দস্যুটার দিকে। জ্বলন্ত মশালটা একবার তার মুখে ছুঁইয়েই সজোরে একটা লাথি মারল তার বুকে। মাথা ঠুকে

উলটো দিকে যেই না পড়ে গেল সে, অমনই তার ওপর আর-এক লাথি। তারপর ছুটে গিয়ে গুহার পাশ থেকে একটা বন্দুক এনেই কুঁদোর বাড়ি মারতে লাগল এক-এক ঘা।

দস্যুটা আর্তনাদ করতে লাগল, "মাত মারো। মাত মারো মুঝে। গোড় পাকড়তি হুঁ। তুমনে মুঝে বহুত মারা। ক্ষমা করো।"

বাবলু বলল, "ক্ষমা? আমাকে যখন একা পেয়ে নির্দয়ভাবে মারছিলি তোরা, ক্ষমার কথাটা তখন মনে ছিল না?"

বাবলু সেই মশালের আগুন ওর সর্বাঙ্গে বুলিয়ে ধরিয়ে দিল পোশাকের খুঁটে। আগুন জ্বলে উঠল দাউদাউ করে। বাবলু লাথি মেরে লোকটাকে ফেলে দিল পাহাড়ের খাদে।

আর দেরি নয়। এবার এই ঝলসানো মাংস খেয়েই পেট ভরাতে হবে ওকে। এই শীতে আগুনের উত্তাপ বেদনার শরীরে আরাম লাগল খুব। ঝুলিয়ে রাখা মাংসের গা থেকে একটু-একটু করে মাংসের টুকরো ছুরি দিয়ে কেটে নিয়ে খেতে লাগল সে। একাধিক ছুরি-কাঁটা সঙ্গে এনেছিল ওরা, তাই খাওয়ার কোনও অসুবিধে হল না। উঃ কী প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল! সেই কখন সকালে সুনীতাদের বাড়িতে জলখাবার খেয়েছে, তারপরে এই বিপর্যয়ে সারাদিন আর কিছুই পেটে পড়েনি। এখন এই মাংসই ওকে পুনর্জীবন দান করল।

খাওয়া শেষ হলে শরীরে একটু বল পেলে, প্রথমেই ওর যেটা মনে হল, সেটা হচ্ছে—এখনই এইখান থেকে কেটে পড়া। কিন্তু যাবে কোথায় সে? পথঘাট তো চেনে না। যাই হোক, তিনটি ঘোড়া বাঁধা ছিল গাছের সঙ্গে। এক-এক করে ও তিনটিকেই মুক্তি দিল। প্রথম ঘোড়াটি ছাড়া পেয়ে যেই না ছোটা শুরু করল, অমনই অন্ধকারের আড়াল থেকে একটা কালো বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘোড়াটার ওপর। ঘোড়াটা চিৎকার করে বাঘ সমেত গড়িয়ে পড়ল খাদের মধ্যে। এই না দেখেই থরথর করে কাঁপতে লাগল বাবলু। কী ভাগ্যিস, ওর ওপর পড়েনি বাঘটা। সে আর বিলম্ব না করে দ্বিতীয় ঘোড়াটাকে মুক্তি দিয়েই চেপে বসল শেষ ঘোড়াটার পিঠে। প্রাণের ভয়ে ঘোড়া দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটল। আপাতত একে আশ্রয় করেই আত্মরক্ষা

করতে হবে ওকে।

ঘোড়ায় চড়তে না জেনে ঘোড়ায় চড়া যে কী মারাত্মক, বাবলু তা জানে। তবু সে ভাবল, কোনওরকমে এই পাহাড়-জঙ্গলটা পার হতে পারলে যেখানে হোক লাফিয়ে পড়ে অথবা চিৎকার করে লোকজন ডেকে প্রাণটা বাঁচাবে। কিন্তু ছাড়া পেয়েই ঘোড়াটা যে অমন মূর্তি ধরবে, তা কে জানত ? সে তীরবেগে বেশ খানিকটা ছুটে এসেই নেমে পড়ল বড় রাস্তায়। জঙ্গল শেষ না হলেও ঘুরে গেছে অন্যদিকে। বাবলু তখন ভগবানকে ডাকছে আর হায়-হায় করছে। এমন জানলে তো হেঁটেই চলে আসত এখানে। কিন্তু ঘোড়াটা এত জোরে ছুটছে যে, এখন আর কিছুতেই বাগে আনতে পারছে না তাকে। ঘোড়াটাকে শক্ত করে ধরে ওর পিঠের ওপর প্রায় ঝুঁকে উপুড় হয়ে রইল সে। ওই তো দূরে সারি-সারি কয়েকটি জিনিস বোঝাই লরি যাচ্ছে। চল, ঘোড়া চল। কোনওরকমে একবার ওগুলোর নাগাল পেলেই লরির মাথায় উঠে পড়বে সে। ঘোড়া ছুটছে, লরিও ছুটছে। পেছন থেকে আরও একটা লরি এসে পড়তেই ঘোড়াটা ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠল। বাবলু এমনভাবে ধরে ছিল তাকে যে, এই লাফানিতেও পড়ে গেল না সে। ঘোড়াটা দু' পায়ে ভর করে থমকে দাঁড়িয়ে একবার চিঁহিঁহি করতেই লরির দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল সে। ঘোড়াটাকে বাঁচাতে লরিটাও তখন ব্রেক কষেছিল। সেই সুযোগে আরোহীবিহীন ঘোড়া পালিয়ে বাঁচল। আর বাবলুরও হাতের মুঠি শিথিল হয়ে আসছে দেখে লরির ড্রাইভার এসে ক্লিনারের সাহায্যে নামিয়ে নিল বাবলুকে।

ড্রাইভার একজন সর্দারজি। বাবলুর অবস্থা দেখে শিউরে উঠলেন। বললেন, "তুম কৌন হো বেটা ? তুমহারা ইয়ে হাল ক্যায়সে হুয়া ?"

বাবলু ওর বিপদের কথা একটু ঘুরিয়ে বলল। বাবলু বলল, কয়েকজন দুর্বৃত্ত ওকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল। পথে পুলিশের গুলিতে তারা প্রাণ হারালে ওর এই হাল। দুর্বৃত্তরা ভীষণ মারধোর করেছে ওকে।

ড্রাইভার বললেন, ঘাবড়াও মাত। তুম বাঙ্গালি ? কিধার যানা চাতে হো তুম ?"

"আপ কাঁহা যায়েঙ্গে ?"

"চণ্ডীগড় ।"

"আমি যাব রামগড় ।"

"রামগড় ! উধার তুমহারা কাম ক্যা ?"

"হামারা বহিনকো লেকে ভাগা ও ডাকুলোগ ।"

"সমঝ গয়া । ও ডাকু একই হো সকতা, বরাব্বর সিং ।" তারপর কী ভেবে যেন বললেন, "ঠিক হ্যায়, তুম হামারা সাথ চলো । উধার সে তুমকো দুসরা ট্রাক মিল যায়েগা । তুম কালকা চলা যাও । কাল শুভে রামগড় । লেকিন যানা বেকার হোগা তুমহারা । রামগড়মে তুম অকেলে মাত যাও । সব কুছ বতাও পুলিশকো ।" এই বলে সর্দারজি বাবলুকে তাঁর পাশের সিটে বসিয়ে চণ্ডীগড় নিয়ে এলেন । তারপর সেখানে একটা দোকানে চা-টা খাইয়ে তাঁর পরিচিত অন্য একটি ট্রাকে বলেকয়ে পাঠিয়ে দিলেন কালকায় ।

মধ্যরাতে সুবিশাল এক পর্বতের পাদদেশে ট্রাক থেকে যখন নামল বাবলু, তখন পথে জনপ্রাণী নেই । সে পায়ে-পায়ে বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে একটি শেডের নীচে আশ্রয় নিতে গেল । কোনওরকমে আজ রাত্রিটা এইখানে কাটাতে পারলে কাল ভোরে উঠে যা হোক ব্যবস্থা করা যাবে । ওর হিপ পকেটে যা টাকা আছে, তাতে খুব একটা অসুবিধে হবে না । বরং বেশ কয়েকটা দিন ভালভাবেই কেটে যাবে ওর ।

শেডের ভেতরে ঢুকতেই বাবলু দেখল দশ-বারো বছরের একটি ছেলে কয়েকটি দেশি কুকুরের সঙ্গে ড্যালা পাকিয়ে শুয়ে আছে একপাশে । বাবলুকে দেখেই কুকুরগুলো তেড়ে এল ঘেউ-ঘেউ করে ।

ছেলেটি বলল, "এই, কৌন হ্যায় রে ?"

বাবলু বলল, "ম্যায় হুঁ ।"

"ইধার কিস লিয়ে আয়া ? ভাগো হিয়াসে ।"

"আরে দোস্ত ! নারাজ হোতি হ্যায় কিঁউ ?

ছেলেটি উঠে বসে বলল, "তুমনে মুঝে দোস্ত কহা ? কুছ খানা হ্যায় তুমহারা পাস ? হ্যায় তো দে দো, নেহি তো যাও ।"

বাবলু বলল, "খানেকা চিজ কুছ নেহি মেরে পাস । লেকিন রুপিয়া

হ্যায় তুমহারে লিয়ে। যাও, খানা লেকে আও।"

"আভি খানা কিধার মিলেগা ? সব বন্ধ হো চুকা।"

"তো রুপিয়া রাখ দো।"

বাবলু পাঁচটা টাকা ছেলেটাকে দিতে সে অবাক বিস্ময়ে বাবলুকে একবার দেখল। তারপর টাকাটা নিয়ে হনহন করে চলে গেল কোথায়। খানিক বাদেই দুটো পাউরুটি নিয়ে ফিরে এল সে। বলল, "উধার একই দুকান খুলা থা।" বলে একটা রুটি এগিয়ে দিল বাবলুর দিকে।

বাবলু সেটা হাত পেতে নিল বটে, কিন্তু নিজে খেল না। মাংস খেয়ে পেট ওর ভর্তি। তাই কুকুরগুলোর মধ্যে রুটিটা ভাগ করে দিল। বাবলুর সরল মনের পরিচয় পেয়ে খুব খুশি হল ছেলেটি। তাই ওর এখানে আসার কারণ জানতে চাইল। বাবলুও অকপটে সব বলল তাকে।

সব শুনে ছেলেটি বলল, "মেরা নাম রাজু। তুমনে মুঝে দোস্ত কহা। হামারা সাথ দোস্তি করো, হাম সাথী হো যায়েগা তুমহারা।"

ব্যস। দোস্তি হয়ে গেল। বাবলু আরও অনেক কথা বলল রাজুকে। রাজু সব শুনে বলল, রামগড়ের পথ সে চেনে। এমনকী বরাব্বরের ঘাঁটিও তার অজানা নয়। সে-ই গোপনে বাবলুকে নিয়ে যাবে বরাব্বরের ঘাঁটিতে। অবশ্য বাবলুকেও এর জন্য ওর মতো ভিখারির বেশ ধরতে হবে।"

বাবলু বলল, "কিন্তু দোস্ত, তার আগে আমি একবার রামপুরের সেই অভিশপ্ত বাড়িটাকে যে দেখতে চাই ? রামপুর হিঁয়াসে কিতনা দূর ?'

"দো-তিন কিলোমিটার। যাওগে তুম ? আভি চলো।"

বাবলু মনে-মনে ঠিক করল বরাব্বরের মোকাবিলা করতে গেলে ওই অভিশপ্ত বাড়ির জঠরেই আশ্রয় নেওয়া ওর পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ। ওখানে বিশ্রাম নিয়ে গ্রামের ডাক্তার-বদ্যি দেখিয়ে একটু সুস্থও হতে হবে ওকে। শক্তিহীন হয়ে প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়তে যাওয়া আহাম্মকি ছাড়া কিছুই নয়।

রাজুর সঙ্গে বাবলু চলল রামপুরের দিকে। শর্টকাট করবার জন্য

কালীকাজির মন্দির ডাইনে রেখে একটা বাঁক ঘুরে এক পাহাড়ি নদীর গর্ভে নেমে নদী পার হল ওরা। সেই কুকুরগুলোও দলবদ্ধ হয়ে এল ওদের সঙ্গে। এই নদীরই নাম শুক্‌না। একেবারে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে নদী। এখানে সর্বত্র পাহাড়, বন, উঁচু-নিচু পাথর আর আঁকাবাঁকা নদী। ওরা সেই বন্ধুর পথে বেশ কিছুক্ষণ গিয়ে একটি গ্রামে এসে পৌঁছল। ছোট্ট গ্রাম। দূর থেকে এই গ্রামের প্রান্তে পাহাড়ের গায়ে বিশাল একটা পুরনো বাড়ি দেখিয়ে রাজু বলল, "ওহি মকান।"

বাবলু সেই বাড়ির দিকে এগোতেই বাধা দিল রাজু। বলল, "উধার মাত যাও দোস্ত। ভূত হ্যায়, ভূত।"

বাবলু বলল, "রহনে দো। উধারই হামকো যানা হ্যায়।"

বাবলু যখন রাজুর বাধা না মেনেই এগিয়ে চলল তখন রাজু বলল, ভূতে ওর দারুণ ভয়। যদিও অন্ধকারে একা-একা যেখানে-সেখানে ও ঘোরে, তবু কোথাও ভূত আছে শুনলে আর ও সেদিকে যায় না। তাই ওই ভুতুড়ে বাড়ির দিকে যাবে না সে। তবে কাল সকালে মন্দিরের কাছে অপেক্ষা করবে বাবলুর জন্য। এবং সন্ধের পর লুকিয়ে ওকে নিয়ে যাবে বরাব্বরের আস্তানায়।

বাবলু রাজুর কাছ থেকে বিদায় দিয়ে ধীরে-ধীরে সেই অভিশপ্ত বাড়ির দিকে এগোল। এই দূর দেশে অচেনা পরিবেশে ওই অভিশপ্ত বাড়িই হবে ওর নিরাপদ আশ্রয়। ভূতের ভয়ে যে-বাড়িতে কেউ ভুলেও ঢুকবে না। কিন্তু পা যে চলছে না আর। ব্যথায়, বেদনায়, পথশ্রমে ভীষণ ক্লান্ত ও। তবু কষ্ট স্বীকার করে বাড়ির কাছে এসে ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করতেই কে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল বাবলু। ভূত কি তা হলে সত্যিই আছে? ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল ওর। আঘাতের পর আঘাত! তার ওপর কে যেন দু' হাতে শক্ত করে চেপে ধরল ওর গলাটা। ও তাকে বাধা দিতে পারল না। শুধু অস্ফুট উচ্চারণ করল, "উঃ মাগো!"

যে ওকে আক্রমণ করেছিল সে এবার ছেড়ে দিল ওকে। বলল, 'কে তুমি?"

বাবলু নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারল না। পরিচিত কণ্ঠস্বর

শুনে সবিস্ময়ে বলল, "চাঁদনি !"

চাঁদনিও কম অবাক হল না। বলল, "বাবলু তুমি ! তুমি এখানে কী করে এলে ? ওরা কোথায় ?"

"সব বলছি। আগে উঠি, দাঁড়াও।"

চাঁদনি নিজে উঠে বাবলুকে তুলে দাঁড় করাল। তারপর "এসো এসো," বলে অন্ধকারে টর্চের আলোয় পথ দেখিয়ে দোতলার একটা ঘরে নিয়ে গেল ওকে। বদ্ধ ঘরের ভেতর মোমবাতি জ্বেলে সেই আলোয় বাবলুর অবস্থা দেখেই শিউরে উঠল সে। বলল, "তোমার এইরকম অবস্থা কী করে হল ? এমন দশা কেন ?"

"এ শুধু তোমারই জন্য।"

"আমার জন্য ?"

বাবলু তখন আগাগোড়া সমস্ত ঘটনার কথা খুলে বলল চাঁদনিকে। তারপর বলল, "এখন আমি একটু শুতে চাই। শরীর এত খারাপ যে, মনে হচ্ছে এখনই জ্বর আসবে।"

নিশ্চয়ই শোবে তুমি। আমাদের এতবড় বাড়িটায় শোওয়ার জায়গার কি অভাব আছে ? এই ঘরেই তুমি শোবে। তার আগে তোমার ওই রক্তের দাগগুলো পরিষ্কার করে নাও।" বলেই পাশের ঘরে গিয়ে স্টোভ জ্বেলে একটু গরম জল নিয়ে এসে তাতে ডেটল দিয়ে বরিক তুলোর সাহায্যে নিজের হাতেই পরিষ্কার করে দিল সব। তারপর ওর গায়ের জামা খুলে বুকে-পিঠে বন্দুকের কুঁদোয় যে কালসিটেগুলো পড়েছিল সেইগুলোতেও সেঁক দিয়ে লাল ওষুধের প্রলেপ দিল। পরে একটা ধুতি আর চাদর এনে পরতে দিল ওকে।

বাবলু বলল, "তোমার এই সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ।"

চাঁদনি বলল, "তুমি বাতি নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে এই ঘরেই শুয়ে পড়ো। কাল সকালে ডাক্তার দেখিয়ে যা হোক ব্যবস্থা করা যাবে।"

"তুমি শোবে না ?"

"আমি দিনে ঘুমিয়ে রাতে জাগি। এখন পাহারায় আছি আমি। কোনও ভয় নেই তোমার।"

বাবলু খাটের ওপর নরম গদিতে বিছানায় লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে

পড়ল। ভগবান দুঃখ দেন, কষ্ট দেন, তাকে জয় করতে পারলে যে সুখের স্বর্গ নেমে আসে, তা বুঝেও বোঝে না মানুষ। বাবলু মনে-মনে ভগবানকেও ধন্যবাদ জানিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়।

পরদিন সকালে ঘুম যখন ভাঙল, তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। বাবলু উঠে বন্ধ জানলা খুলেই দেখল বাড়ির পেছন দিকে এক সুউচ্চ পর্বতমালা দিগন্তে বিলীন হয়েছে। পাহাড়ের ঢালে গোরু, ছাগল, ঘোড়া, গাধা ইত্যাদি চরছে। গাছের শাখা-প্রশাখা থেকে পাখি ডাকছে পিকপিক করে। চারদিকে কী সবুজের শোভা! তার ওপরে রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র।

ও দরজা খুলে বাইরে আসতেই চাঁদনি বলল, "এই যে সাহেব! ঘুম ভাঙল এতক্ষণে? এখন বেলা কত হয়েছে জানো?"

"কত আর?"

"ন'টা।"

"আমাকে ডাকলেই পারতে।"

চাঁদনি হেসে বলল, "ইচ্ছে করেই ডাকিনি। কাল অমানুষিক অত্যাচার হয়েছে তোমার ওপর। তার ওপরে কত কষ্ট পেয়েছ সারাটা দিন। তোমার এখনও বিশ্রামের প্রয়োজন। তাই ডাকিনি। এখন মুখ-হাত ধুয়ে এসো, আমি চা বসাই। চা খেতে-খেতেই গল্প করা যাবে।"

বাবলু দেখল বারান্দার এককোণে বুদ্ধিমতী মেয়েটা গরম জল সমেত সব কিছুরই ব্যবস্থা করে রেখেছে। তাই চটপট মুখ-হাত ধুয়ে চায়ের টেবিলে এসে বসল বাবলু। চাঁদনি ডিম, টোস্ট আর চা বাবলুর দিকে এগিয়ে নিজেও নিল।

খেতে-খেতে বাবলু বলল, "কাল তো আমার কথা সবই শুনেছ, এখন তোমার কথা বলো। তুমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে এখানে কেন? এই অভিশপ্ত পুরীতে?"

চাঁদনি বলল, "এ ছাড়া কোথায় যাব বলো? তুমি আমাকে ভুল বুঝলে। বাবুজির ওইরকম অবস্থা। আমার নিরাপত্তা নেই। তাই

মাথাটা গরম হয়ে উঠল হঠাৎ। অভিমানও হল। ভাবলাম, আর বেঁচে লাভ নেই আমার। তবে মরতেই যদি হয় তা হলে শত্রুর বুকে গুলি করেই মরা ভাল। তাই সে-রাতে বাড়ি থেকে পালিয়ে হাওড়া স্টেশনে এসে হিমগিরি এক্সপ্রেসের একটা টিকিট কেটেই লেডিজ কুপে ঢুকে পড়েছিলাম। তারপর যথাসময়ে আম্বালায় নেমে কালকার বাস ধরে রামগড়ে নামতে গিয়েও নামতে পারলাম না। এই অভিশপ্ত বাড়িটা আমাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল।" বলেই কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। তারপর বলল, "গ্রামে এসে গ্রামবাসীদের মুখ থেকে সে-রাতের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের কথা সব শুনলাম। এবং এও শুনলাম তারপর থেকে ভূতের ভয়ে এ-বাড়ির দিকে দিনমানেও আসতে চায় না কেউ। সব শুনে আমি এখানেই চলে এলাম। গ্রামবাসীরা অনেক বারণ করেছিল আমাকে, কিন্তু আমি কারও কথা শুনিনি। মরতে যখন চলেছি তখন ভয়টা আমার কিসের? তাই একা আমি বাড়ির দখল নিয়ে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। আমার প্রয়োজনীয় যা-যা দরকার, সব কিছু কিনে আনলাম। একটা রিভলভার আছে সঙ্গে। এর ওপরে ভরসা করেই প্রতিশোধ নেওয়ার পরিকল্পনা করছিলাম বসে-বসে। মনে-মনে তোমার বা তোমাদের কথাও ভাবছিলাম। আমি জানতাম, আমার খবর পেলেই তোমরা ঠিক ছুটে আসবে। এলেও তাই। এইরকম দলছুট অবস্থায় তোমাকে যে দেখব, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি জানি আমার আগমনবার্তা বরাব্বরের কাছে পৌঁছবেই। ওর লোকেরা অথবা ও নিজে অবশ্যই ছুটে আসবে আমাকে ধরবার জন্য। যদি আসে, তা হলে যে কী ভুল করবে, তা কল্পনাও করতে পারবে না ওরা। সেই ভেবেই আমি দিনে ঘুমিয়ে রাতে জেগে বাড়ি পাহারা দিই। কাল রাতে হঠাৎ তোমাকে এই বাড়ির দিকে আসতে দেখে অবাক হয়ে যাই। গুলি করতে গিয়েও পারিনি। কেননা তোমার চলাফেরায় অস্বাভাবিকতা লক্ষ করেছিলাম। তাই তোমাকে ডাকাত বলে মনে হয়নি। ভেবেছিলাম কোনও ছিঁচকে চোর। কিন্তু তুমি যে তুমি, তা ভাবতে পারিনি তোমাকে দেখেও।"

বাবলু চোখ দুটো কপালে উঠিয়ে বলল, "সর্বনাশ! ভাগ্যে গুলি চালাওনি।"

"তা হলে সব কাজ অসমাপ্ত রেখে আর-একটা গুলি খরচ করে নিজেকেও মৃত্যুবরণ করতে হত।"

বাবলু বলল, "ভগবান যা করেন ভালর জন্যই। আমার কথা তুমি শুনেছ, তোমার কথা আমি শুনলাম। এখন আমাদের কাজের ব্যাপারে কথা হোক। বিলুরা আমাদের জন্য এতক্ষণ নিশ্চয়ই দিশেহারা হয়ে পড়েছে। আর আমার অবর্তমানে ওরা সাহারানপুরেও অপেক্ষা করবে না নিশ্চয়ই। তাই চলো আর দেরি না করে আমরা এখনই একবার রামগড়ের দিকে যাই। যদি ওরা এসে থাকে বা ওদের সঙ্গে দেখা হয়, তা হলে ওদের নিয়ে এখানেই আসব। তারপর সবাই মিলে আলোচনা করে ঠিক করব কোন পথ ধরে কীভাবে পৌঁছব আমরা বরাব্বরের আড্ডায়। ইতিমধ্যে এখানে আমার এক বন্ধুও জুটে গেছে, যে কিনা বরাব্বরের ঘাঁটি চেনে। সে আমাকে গোপনে সেখানে নিয়ে যাবে বলে কথাও দিয়েছে।"

চাঁদনি উল্লসিত হয়ে বলল, "তবে তো কেল্লা ফতে। তা হলে এখনই চলো, কালকায় গিয়ে তোমাকে একবার ডাক্তার দেখাই। তারপর আম্বালার বাসে চলো যাই রামগড়ে।"

ওরা আর একটুও দেরি না করে ঠিকভাবে তৈরি হয়ে হেঁটেই চলল কালকার দিকে। এখন আর শর্টকাটে নয়, গ্রামের পথ চিনে লোককে দেখিয়ে সোজা পথে।

কালীকাজির মন্দিরের কাছে আসতেই ওদের দেখতে পেয়ে ছুটে এল রাজু। সঙ্গে সেই কুকুরগুলো। বাবলু তাড়াতাড়ি একটা পাউরুটি কিনে খেতে দিল কুকরগুলোকে।

রাজু বলল, "আরে দোস্ত, তুম ক্যায়সে হো ? জিন্দা ইয়া মুর্দা ?"

বাবলু বলল, "জিন্দা।"

"ভূত দেখা তুমনে ?"

"নেহি তো ! পেত্নি দেখা। এই দেখো ধরে এনেছি।"

চাঁদনি বলল, "কী যা-তা বলছ। লোকে শুনছে। আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়লাম !"

রাজু খিখি করে হেসে বলল, "শাবাশ দোস্ত। সামকো আ যাও।

হামকো মাংস-ভাত খিলাও। হাম তুমকো লে যায়েগা বরাব্বরকা পাস। লেকিন কিসিকো মাত বোলনা।"

বাবলু ঠোঁটে আঙুল দিয়ে 'হিস্‌স' করে বলল, "চেল্লাও মাত।"

রাজু আরও জোরে বলল, "হাম কিসিকো নেহি ডরতা। মেরা নাম রাজ হ্যায় রাজ। ও বরাব্বরকা জমানা খতম হোনেবালা। হম পোলিশ্‌কো সব কুছ্ বতায়া। ও লোগ ভি যায়গা হামারা সাথ। আরে দোস্ত, হাম তো পোলিশকা ইনফরমার। মেরা নাম রাজু।"

বাবলু ওর নিজের হাতেই একটা ঘুসি মেরে বলল, "মাই গড্। এইসব করতে তোমাকে কে বলল? এতই যদি, তো এর আগে ওর ঘাঁটিটা তুমি পুলিশকে চিনিয়ে দাওনি কেন?"

রাজু একটু ম্লানমুখে বলল, "ম্যায় তো বরাব্বরকা ভি ইনফরমার হুঁ। লেকিন আজ সে এ কাম হম নেহি করেঙ্গে। হমারা দোস্তি'পর যো হাত উঠায়গা...।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। তুমি এইখানেই ইন্তেজার করো। আমি সন্ধের পর তোমার সঙ্গে দেখা করব, কেমন?" বলে একটা কুড়ি টাকার নোট ওর হাতে দিয়ে বলল, "এই নাও, তুমি মাংস-ভাত খাবে বললে যে?"

রাজু টাকাটা বাবলুর হাত থেকে নিয়ে 'হুর্‌র্‌রে' বলে ওই কুকুরগুলোর সঙ্গে নাচতে-নাচতে চলে গেল। রাজু চলে গেলে একটা ডাক্তারখানায় এল ওরা। তারপর ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে ব্যথা কমাবার কিছু ওষুধ নিয়ে গোটা দুই ট্যাবলেট সেখানেই খেয়ে চলে এল বাসস্ট্যান্ডে। এইখানে একটা দোকানে একপ্রস্থ জলযোগ সেরে আম্বালার বাসে সোজা রামগড়।

রামগড়ে বাস থেকে নেমেই ওরা দেখল চারদিকে শুধুই পাহাড়। বনভূমি নেই বললেই চলে। লুকোবার জায়গাও কম। পাহাড়ও তত উঁচু নয়।

বাবলু তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল, "এই রামগড়! এ তো দেখছি পাহাড়ের মরুভূমি। বরাব্বর সিং আর ঘাঁটি করবার জায়গা পেল না?"

ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল সেইখানেই বাসরাস্তার ধারে

পাতার ছাউনি দেওয়া দু-একটা ছোট-ছোট দোকানঘর ছিল। একজন চায়ের দোকানদার হেসে বলল, "অন্দর ঘুসো না, তব মালুম হোগা।"

আর-একজন ছুটে এসে বলল, "লেকিন তুম সব কাঁহা থে ? তুমহারা আউর দোস্ত কাঁহা ?"

বাবলু আর চাঁদনি পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। ওদের দেখতে পেয়ে আরও অনেকেই জড়ো হল সেখানে। একজন সবিস্ময়ে বলল, "তুম জিন্দা হো ?"

আর-একজন বলল, "ইয়ে নেহি। এ তো দুসরা।"

বাবলু জিজ্ঞেস করল, "ব্যাপারটা কী ?"

"কাল রাত বারা বাজে তুম সব আয়ে থে না ?"

বাবলু বলল, "না তো ?"

এমন সময় একজন দোকানদার এগিয়ে এসে বলল, "না, না, এরা নয়। সম্ভবত এদেরই খোঁজে এসেছিল ওরা। ওদের সঙ্গে একটা কালো রঙের কুকুর ছিল।"

পরিষ্কার বাংলা শুনে বাবলু অবাক হয়ে বলল, "ওরা কোথায় ? আপনি কে ?"

"আমিও তোমাদের মতন হাওড়ারই ছেলে। তুমি পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলু তো ? এখন অবশ্য আমি ছেলে নই, লোক। সেই নকশাল আন্দোলনের সময় পালিয়ে এখানে এসেছিলাম, তারপর থেকে এখানেই আছি। তোমার বন্ধুরা তোমাদেরই খোঁজে এখানে এসেছিল।"

"কোথায় তারা ?"

লোকটি আঙুল তুলে আকাশের দিকে দেখিয়ে বলল, "ওইখানে।"

এই কথা শুনে চাঁদনিকে ধরে না ফেললে হয়তো পড়েই যেত বাবলু। বলল, "কী বলছেন আপনি ?"

"ঠিকই বলছি ভাই। নিয়তি। কাল রাত্তিরেই ওরা বেহড়ে ঢুকতে যাচ্ছিল। আমরা ওদের বাধা দিই। একটা আশ্রয়েরও ব্যবস্থা করে দিই। কিন্তু হঠাৎ মাঝরাতে বোমা আর গুলির শব্দে কান পাততে পারি না।"

"তারপর ?"

"এসো আমার সঙ্গে।"

খানিক গিয়েই ওরা দেখল খোড়ো ছাউনির একটা বিধ্বস্ত মাটির বাড়ি ধ্বংস হয়ে পড়ে আছে। গত রাতের চাপা আগুন তখনও ধিকিধিকি জ্বলছে তার ভেতরে।

বাবলু ডুকরে কেঁদে উঠল সেই দৃশ্য দেখে।

লোকটি বলল, "বরাব্বর সিং এই অঞ্চলের সন্ত্রাস। আমরা সবাই ভয় করি তাকে। আমাদের যা জমিজমা আছে, চাষবাস আছে, তা থেকে নিজেরা না খেয়েও ওদের পেট ভরাতে হয়। আমরা বস্তাবন্দি করে জিনিসপত্র এই পাহাড়ের ওপারে একটা শিবমন্দিরের চাতালে রেখে আসি। ওরা নিয়ে যায়। পুলিশের গতিবিধির খবর ওদের কাছে পৌঁছে দিতে হয়। এই পাহাড়ের গোলকধাঁধায় ওরা যে কোনখানে থাকে তা আমরা কেউ জানি না, জানবার চেষ্টাও করি না। এই বরাব্বরকে ধরবার জন্য সরকার কি কম চেষ্টা করেছে? ওর মাথার দাম এখন এক লাখ টাকা। ওই দ্যাখো, ওর নামে সরকারি বিজ্ঞপ্তি।"

বাবলুরা এতক্ষণ লক্ষ করেনি। এবার দেখল, পাহাড়ের গায়ে বরাব্বরের ছবি দিয়ে কয়েকটা পোস্টার মারা আছে। যাতে ঘোষণা করা আছে যে, কেউ ওকে ধরিয়ে দিতে পারলে সরকার থেকে সে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার পাবে।

বাবলু ভয়ঙ্কর বরাব্বরের ছবির দিকে তাকিয়ে সেই গ্রামের মাটি একটু কপালে ছুঁইয়ে বলল, "পুরস্কারে আমার প্রয়োজন নেই। তবে বরাব্বর সিং, এই ধরিত্রী মায়ের কসম, তোমার বদলা আমি নেবই।"

এমন সময় হঠাৎ কে যেন এসে বলল, "ভাগো, ভাগো সব।"

বাঙালি বন্ধুটি ওদের হাত ধরে টেনে আনল তার দোকানে। তারপর ভেতরদিকে একজায়গায় লুকিয়ে রেখে বলল, "কোনওরকম সাড়াশব্দ কোরো না। আমি না বলা পর্যন্ত বেরিয়ো না দোকান থেকে।"

ওরা বলল, "আচ্ছা।" বলে দোকানের ভেতর থেকে দরমার ফাঁক দিয়ে জুলজুল চোখে তাকিয়ে দেখল বহুদূর থেকে দুটো মোটরবাইক ক্রমশ এইদিকে এগিয়ে আসছে। শব্দটা আরও কাছে এল। দু'জন লোক রাস্তার ওপাশের একটা দোকানের সামনে বাইক থামিয়ে বলল,

"সমাচার হ্যায় কুছ ?"

"জি নেহি।" বলে দোকানদার ওদের দু'জনকে দুটো করে শিঙাড়া আর এককাপ করে চা দিল।

ওরা দোকানে ঢুকল না। তবে দোকানের সামনে বসবার জন্য পেতে রাখা বেঞ্চিতে জুতোসুদ্ধু একটা করে পা তুলে চা-শিঙাড়া খেতে লাগল।

বাবলুর মনে হল, এই মুহূর্তে দুটো গুলি খরচ করে দু'জনকেই শেষ করে দেয়। চাঁদনি ওর দিকে তাকালে ও ইশারায় চাঁদনিকেও বারণ করল। তার কারণ, এদের আশ্রয়ে থেকে এই কাজ করলে ওরা চলে যাওয়ার পর নিরীহ এই মানুষগুলো ওদের অত্যাচারের বলি হবে।

ওরা চা খেয়ে একজায়গায় বাইক দুটোকে চাবি দিয়ে সরিয়ে রাখল। তারপর একজন একটা উঁচু টিলায় উঠে হাঁক দিতেই পাহাড়ের ঢাল থেকে দুটো ঘোড়া ছুটতে-ছুটতে এসে হাজির হল সেখানে। একজনদের খড়ের গাদার ভেতর থেকে দু'জনে দুটো বন্দুক বের করে কাঁধে নিয়ে লাফিয়ে বসল ঘোড়ার পিঠে। তারপর টিলার আড়ালে হারিয়ে গেল।

ওরা চলে গেলে বাঙালি বন্ধুটি ওদের বেরিয়ে আসতে বলল।

ওরা বাইরে এলে বন্ধুটি বলল, "কিছু বুঝতে পারলে ?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ।"

ঠিক সেই মুহূর্তে আম্বালার দিক থেকে একটা বাস এসে পড়ায় ওরা চেপে বসল তাইতে। এখন শোক নয়। ঘরে গিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে একটা কৌশল ঠিক করতে হবে। তারপর রাতের অন্ধকারে রাজুকে নিয়ে হাজির হবে বরাব্বরের গুহায়। হয় ওরা মারবে, না হয় মরবে। কিন্তু গ্রামের মাটিতে পা দিয়েই যা ওরা দেখল তা অতি ভয়ঙ্কর। ওরা দেখল ওদের বাড়ির সামনে পাথরের ওপর গুলিবিদ্ধ রাজুর মৃতদেহটা পড়ে আছে। আর তার পাশেই পড়ে আছে মৃত কুকুরগুলো। বরাব্বরের হিংসার কবল থেকে এরাও রক্ষা পায়নি। ভীত গ্রামবাসীরা দূরে দাঁড়িয়ে জটলা করলেও কেউ আসেনি মৃতদেহের ধারেকাছে। কেননা প্রকাশ্য দিবালোকে ওরা শাসিয়ে গেছে, যে এই মৃতদেহ সরাবে এখান থেকে, তার অবস্থাও ঠিক এইরকমই হবে।

চাঁদনি বলল, "রাজুর অপরাধ ?"

"ও আমাদের বরাব্বরের ঘাঁটি চিনিয়ে দেবে বলেছিল। পুলিশে খবর দিয়েছিল, তাই।"

একটু পরে পুলিশ এসে ডেডবডি সরিয়ে নিয়ে গেলে ওরা নদীর ধারে সমাধিস্থ করল মৃত কুকুরগুলোকে। তারপর প্রবল মানসিক চাপ নিয়ে ঘরে ঢুকল ওরা। একে তো সবার জন্য মনখারাপ, তার ওপর রাজুকে ঘিরে বরাব্বরের ডেরায় পৌঁছবার যেটুকু আশার আলো দেখেছিল, তাও নিভে গেল। কোনওরকমে স্টোভে দুটো ভাতে-ভাত তৈরি করে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল ওরা। এই অবেলায় স্নান হল না। শুয়ে ঘুমও এল না। অথচ ঘুমের একান্তই প্রয়োজন। না হলে রাত জাগবে কী করে? কী করে করবে শয়তানের মোকাবিলা? বাবলু বিছানায় শুয়েই ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

চাঁদনি বলল, "বন্ধুদের জন্য খুবই মনখারাপ হচ্ছে তোমার,তাই না?"

"হবে না? সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার কি জানো? দু'জনের কাছে দু-দুটো আগ্নেয়াস্ত্র থাকা সত্ত্বেও হাতের মুঠোয় পেয়ে ছেড়ে দিতে হল শত্রুদের।"

চাঁদনি বলল, "সময় এবং সুযোগ বারবার আসে না যদিও, তবুও আমরা কিন্তু আশাহত হব না। রবার্ট ব্রুসের মতো ধৈর্য ধরতে হবে আমাদের। মনে রেখো এ-যুদ্ধ ভয়ঙ্কর।"

বাবলুর শুয়ে থেকেও ঘুম এল না। বেলা ক্রমশ গড়িয়ে আসছে। একসময় উঠে দাঁড়িয়ে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল সে। পিস্তলটা ভালভাবে পরীক্ষা করে গুলিগুলো ঠিকমতো দেখে নিয়ে বলল, "শুনেছি বরাব্বরের ঘাঁটিতে চিতার উপদ্রব খুব। তাই সাবধানে এবং সতর্ক হয়ে যেতে হবে। বেলা গড়িয়ে আসছে। আর কেন?"

"এখন নয়। আমরা অন্তত রাত্রি ন'টার পরে যাব।"

"অত রাতে বাস পাব কেন?"

"এখানে রাত্রি দশটা পর্যন্ত বাস।"

"বুঝলাম। কিন্তু যেতে যখন হবেই, তখন অযথা দেরি করে লাভ?"

চাঁদনি বলল, "কেন যে আমি দেরি করছি, তা তুমি বুঝবে না। সময়ে সবই জানতে পারবে। এখন আমরা চা খেয়ে ছাদে যাই চলো।"

"এমন অসময়ে ছাদে ?"

চাঁদনি হাসল শুধু। কিছু বলল না।

বাবলু হঠাৎ বলল, "আচ্ছা, তোমাদের ঘরে তো ইলেকট্রিকের ব্যবস্থা রয়েছে দেখছি। আলো জ্বালো না কেন ? কানেক্‌শান কেটে দিয়েছে নাকি ?"

"না। এ-বাড়িতে এখন আলো জ্বলবে না। আমি মেইন অফ করে রেখেছি। অন্ধকারের বাসিন্দা হব আমরা। দয়া করে সুইচ টিপো না ভুলেও।"

চাঁদনির কথার অর্থ কিছুই বুঝল না বাবলু। তাই চুপ করে রইল। একটু পরে চা খেয়ে ওরা বারেকের জন্য ছাদে উঠল। তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। আর সেইসঙ্গে এই পাহাড়তলির ছোট্ট জীবনযাত্রাও ঘুমিয়ে পড়েছে যেন।

ওরা ছাদে উঠে একবার টহল দিয়েই আবার নীচে নেমে এল।

চাঁদনি বলল, "এতটা খোলামেলায় থাকাটা ঠিক নয়, এসো আমরা বারান্দার থামের আড়াল থেকে লক্ষ করি কেউ এদিকে আসছে কিনা।"

কিন্তু না। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরও কেউ এল না। হঠাৎ একসময় ঘরের জানলা অল্প ফাঁক করে বাবলু দূরের দিকে তাকিয়েই বলল, "চাঁদনি ! ও কিসের আলো ? মনে হচ্ছে যেন মশাল জ্বেলে কারা এদিকে আসছে।"

চাঁদনি উল্লসিত হয়ে বলল, "ওই, ওই তো আসছে ওরা।"

"ওরা যে অনেক !"

"হোক না। আসতে দাও। ওরা আসবে বলেই তো এত আশা নিয়ে আমরা বসে আছি।"

বাবলু দেখল, আলোগুলো ক্রমশ কাছের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে একজায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল।

চাঁদনি বলল, "জানলা বন্ধ করে সরে এসো ওখান থেকে।"

"তুমি কি পাগল হলে ? ওরা বাড়ির পেছনদিক দিয়ে আসছে। এই জানলা দিয়ে ওদের আমি গুলি করব।"

"তার আগে ওরাই জানলা লক্ষ্য করে তোমাকে গুলি করবে।"

"ঘরের ভেতরে অন্ধকার। বুঝবে কী করে ওরা ?"

"একচক্ষু হরিণ হোয়ো না বাবলু। সামনের দিকে তাকাও। এদিক দিয়েও তো কেউ আসতে পারে ? পেছনের শত্রুদের আমি ভয় করি না। আমাদের গুলি খরচ করতে হবে সামনের শত্রুদের জন্য। তুমি বারান্দায় এসো। দ্যাখো না মজাটা !"

"কিন্তু সামনে তো কেউ নেই।"

"তবু তাকিয়ে থাকো, লক্ষ্য করো।"

"ওরা যে এসে পড়ল ! পেছনদিক থেকে ছাদ বেয়ে নেমে আসবে ওরা।" বলেই ছাদে উঠতে গেল বাবলু।

চাঁদনি ওকে শক্ত করে ধরে বলল, "খবরদার, ছাদে যেয়ো না। গেলেই মরবে। যা বলছি শোনো।"

চাঁদনির কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রচণ্ড চিৎকারে কেঁপে উঠল পাহাড় ও বনতল। সে কী হাহাকার ! সে কী অন্তিম আর্তনাদ কয়েকটি বিপন্ন মানুষের ! উঃ ! সে কী ভয়ঙ্কর পরিণতি !

চাঁদনি বলল, "সব শেষ।"

"তার মানে ? তার মানে কী ?"

"জানলাটা অল্প একটু ফাঁক করে গুনে দ্যাখো ওরা ক'জন ?"

বাবলু দেখে এসে বলল, "ওরা পাঁচজন।"

"প্রতিশোধের একটা পর্ব শেষ।" বলেই বলল, "তোমাকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্যই বলিনি বাবলু, এই বাড়ির পেছনদিকে ওই যে কাঁটাতারের বেড়া, ওরই মধ্য দিয়ে তামার তার জড়িয়ে ওটাকে মারাত্মক করে রেখেছিলাম। সারাদিন আমি মেইনটাকে অফ করে রাখি। আর সন্ধের পর সেটাকে সচল করে ওই তারের মধ্য দিয়ে চালাতে থাকি বিদ্যুৎপ্রবাহ। ওরা নির্বোধের মতো না জেনে ওইদিক দিয়ে এসেই নিজেদের মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে।"

আনন্দের উচ্ছ্বাসে বাবলু যে কী করবে, ভেবে পেল না। বলল, "দুষ্টু মেয়ে, পেটে-পেটে এত বুদ্ধি তোমার !"

"এ ছাড়া ওই প্রবল প্রতিপক্ষকে রোধ করা যেত না। তা ছাড়া জানো তো, পাপের ফল মানুষকে হাতেনাতেই ভোগ করতে হয়। এই

লোকগুলোই তো আমাদের পরিবারের সবক'টি তাজা প্রাণকে নিঃশেষ করে দিয়েছিল একদিন।"

"এবার তা হলে যাওয়া যাক।"

"নিশ্চয়ই।"

ওরা রাতের অন্ধকারে কালকায় এসে বাস ধরে চলে এল রামগড়। তবে রামগড়ে ঢোকার মুখেই নেমে পড়ল ওরা। কেননা স্টপে নামলে যদি কেউ দেখতে পায় ওদের, তা হলে সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে।

ওরা সেই অন্ধকার পার্বত্য পরিবেশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। তারপর পা টিপে-টিপে উঠে এল বড়সড় একটা টিলার মাথায়। যতদূর চোখ যায় ঊর্মিমালার মতো ঢেউখেলানো পাহাড় দূরে-দূরান্তরে মিলিয়ে গেছে। গাছপালার সংখ্যাও খুব কম এখানে। ওরা টিলা থেকে নেমে পাহাড়ি পথ ধরে এগিয়ে চলল বেহড়ের দিকে।

খানিক আসার পরই একটা ভাঙা শিবমন্দির ওদের চোখে পড়ল। মন্দিরে দেবতা নেই। তবে নাটমন্দির আছে। আর আছে মেলা বসবার মতন বেশ কিছুটা খোলা জায়গা। ওরা সেই জায়গাটা পার হতেই দেখল একজায়গায় বড় একটি পাথরের গায়ে খড়ি দিয়ে লেখা আছে, "লং লিভ পাণ্ডব গোয়েন্দা।"

বাবলু লাফিয়ে উঠল আনন্দে, "লুক দ্যাট।"

চাঁদনি সবিস্ময়ে বলল, "তার মানে ওরা বেঁচে আছে?"

"অবশ্যই।"

"তা হলে ওই বিধ্বস্ত বাড়ির ভেতর আগুনে পুড়ল কারা?"

"কে জানে?"

ওরা আরও খানিক এগোতেই দেখল পথটা ক্রমশ গভীরভাবে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। কী ঠাণ্ডা সেখানটা। দু'পাশে উঁচুনিচু পাহাড়ের দেওয়াল। মাঝখানে ছোট্ট একটি ঝরনার প্রবাহ। আর উপলাকীর্ণ গিরিপথ।

চাঁদনি বলল, "আমরা ভুল পথে আসছি না তো?"

বাবলু বলল, "কী জানি?"

"এই কি রামগড়ের বেহড় ?" এ যে চম্বলকেও হার মানায় ! ক্রমশ গভীর জঙ্গলের দিকে ঢুকে যাচ্ছি আমরা ।"

হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে ওরা সচকিত হল । সভয়ে থমকে দাঁড়াল দু'জনে । এখানে পালাবার কোনও পথ নেই । লুকোবার জায়গা নেই । কী হবে ? এত কষ্ট করে এতদূরে এসে এইভাবে তো নির্মম মৃত্যুকে মেনে নেওয়া যায় না । তাই প্রাণপণ চেষ্টায় ওরা পাথরের খাঁজে পা দিয়ে ওপরদিকে ওঠবার চেষ্টা করল । বাবলুর সর্বাঙ্গে ব্যথা । তবু বহুকষ্টে সে নিজেকে তুলতে সক্ষম হলেও চাঁদনি পারল না । আর ওকে তুলতে গিয়েই বিপর্যয়টা বাধিয়ে বসল বাবলুও । মাটি আর পাথর ধসে ওরা দু'জনেই গড়িয়ে পড়ল বেহড়ের খাদে । আর বাঁচা গেল না ।

দস্যুরা দলে ছিল চারজন । সেই অন্ধকারেও ওদের দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল ।

ওরাও তখন আক্রমণের জন্য তৈরি হয়েছে । দু'জনে দু'পাশের দুটি পাথরের খাঁজে ঠেক দিয়ে অপেক্ষা করছে ওদের আরও কাছে আসার জন্য ।

বাবলু বলল, "তুমি আমার জন্য চিন্তা কোরো না । নিজেকে রক্ষা করো । আমি ভাবছি নিজেই ধরা দেব এদের কাছে । দারুণ একটা রিস্ক নেব । না হলে পৌঁছতে পারব না ওদের ঘাঁটিতে ।"

চাঁদনি সভয়ে বলল, "তুমি ধরা দেবে ? অসহায় আমি একা তা হলে কী করব ?"

"বাড়ি থেকে যখন পালিয়ে এসেছিলে, আমি কি তখন সঙ্গে ছিলাম ? এখন আমাকে পেয়ে নিজেকে ভুলো না । তুমি একা এলে যা করতে, এখন তাই করো ।"

"কিন্তু আমার হাত যে কাঁপছে !"

"তা হলে মরো ।"

দস্যুদের একজনের হাতে মশাল ছিল । চাঁদনি সেই মশালের আলোয় মুখ দেখে প্রথমজনকে লক্ষ্য করেই ট্রিগার টিপল । দুর্ভাগ্যক্রমে গুলিটা আসল লোককে না লেগে লাগল ঘোড়াটাকে । সে কী ভীষণ চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল ঘোড়াটা । আর সেই মুহূর্তেই একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড

ঘটে গেল। ঠিক যেন একটা আগুনের ধূমকেতু লাফিয়ে পার হল বেহড়ের খাদটাকে।

দস্যুরা চিৎকার করে উঠল, "চালাও গোলি। ফায়ার।"

একজন শূন্যে একটা গুলি করল, "গুড়ুম"। পাহাড়ের পিলেও চমকে উঠল তখন।

পরক্ষণেই সেই আগুনে-আতঙ্ক ঝাঁপিয়ে পড়ল একজনের ঘাড়ে। পড়েই আবার উধাও হয়ে গেল। দস্যুটা ভীষণ চিৎকার করে পড়ে গেল ঘোড়া থেকে। চাঁদনি সেই সুযোগে পর-পর দুটো গুলি করেছে দু'জনকে। বাকি দু'জন পলাতক।

ওরা সেই দু'জনের কাছে এসে বলল, "ক্যা দোস্ত! সিনা টুট গিয়া তো?"

একজন বলল, "পানি।"

চাঁদনি একজনের মুখে জল দিয়ে বলল, "তুমহারা বরাব্বর-বাবা কিধার?"

লোকটি ইঙ্গিতে ওদের ওপরে উঠতে বলে ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে। আর-একজনের চোখ দুটি তখন বুজে এসেছে। সেও বুঝি মরবে এবার।

ওরা ওদের বন্দুক দুটি হাতিয়ে নিয়ে ধীরে-ধীরে খাদের ওপরে উঠতেই দেখল এখানে শুধু সারি-সারি পাহাড়। সরু-সরু মোচাকৃতি শিলাস্তম্ভ যেন আকাশকে ছুঁতে চাইছে। এইরকম পাথরের মনুমেন্ট এখানে অগুন্তি। প্রকৃতির কী খেয়াল! সেই উচ্চশীর্ষ শিলাস্তম্ভের চূড়ায় হঠাৎ ওরা লক্ষ করল সেই আগুনে-আতঙ্ককে। সেটা দূরের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখছে। অমাবস্যা এগিয়ে এলেও মধ্যরাতের চাঁদের আলোয় যেন ঝলসে যাচ্ছে সেটা। কী ভয়ঙ্কর! দেখেই বুক কেঁপে উঠল। সেটা না-চিতা, না-হায়না, না-নেকড়ে, কী যে সেটা, কে জানে?

চাঁদনি সভয়ে বাবলুকে ধরে বলল, "আর এগিয়ো না বাবলু, আমার খুব ভয় করছে। এই দ্যাখো, এখানে একটা গুহা আছে। এসো আমরা এর ভেতরে ঢুকে পড়ি। ওটা নেমে এলেই গুলি কোরো ওটাকে।" বলেই বাবলুকে টানতে-টানতে গুহার দিকে নিয়ে এল। কিন্তু গুহার

ভেতরে ঢুকতে গিয়েই আতঙ্কে নীল হয়ে গেল সে, "বা-ব-লু-উ।"

ওদিকে ওদের দেখতে পেয়েই সেই ভয়ঙ্কর আগুনে-আতঙ্ক দ্রুত ছুটে আসছে ওদের দিকে। সে কী ভয়ঙ্কর!

চাঁদনি বলল, "তুমি এখনও চুপ করে আছ? এখনই গুলি করো ওটাকে। তুমি না করলে আমি করব।" বলেই ওর দিকে রিভলভার তাক করল।

বাবলু ওর হাতটাকে চেপে ধরে বলল, "ও কী করছ? গুলি শস্তা নাকি? ও যে আমাদের পঞ্চু।"

"পঞ্চু!"

"হ্যাঁ পঞ্চু।" বলেই ডাকল, "প-ন্-চু-উ!"

পঞ্চু ততক্ষণে ছুটে এসে বাবলুর পায়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে। বাবলু ওকে আদর করে সোহাগ করে বলল, "ওরা কোথায় পঞ্চু?"

পঞ্চু ডেকে উঠল, "ভৌ-ভো-উ-উ-উ-উ।"

বহুদূরের সারি-সারি পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু আর ফুলন দেবী। না, না, সুনীতা। সকলেরই মিলিটারি ড্রেস। ওরা ওদের দেখতে পেয়েই হইহই করে ছুটে এল।

বিলু এসেই বাবলুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "তুই কী করে উদ্ধার পেলি বাবলু?"

বাবলু সংক্ষেপে সব বলল ওদের। তারপর সুনীতাকে বলল, "তোমার জন্য আমার ভীষণ চিন্তা হয়েছিল। ঘোড়ার পিঠ থেকে কোথায় যে ছিটকে পড়লে তুমি!"

সুনীতা বলল, "প্রাণে বেঁচে গেছি এই ঢের। এখন তোমারই সন্ধানে এসেছি এখানে বন্ধু। হাতে হাত মেলাও।"

বাবলু হ্যান্ডশেক করে বলল, "কিন্তু কী করে এলে? কাল রাতে যে-ঘরে তোমরা ছিলে, সেই ঘরের অবস্থা কী হয়েছে জানো?"

"খুব জানি। আমরা ওই ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলাম ঠিকই, তবে কিছুক্ষণের জন্য। লোকজন চলে যেতেই আমরা সরে পড়ি ওখান থেকে। তার একটু পরেই কয়েকজন দুর্বৃত্ত আমাদের সেই চালাঘরে আগুন ধরিয়ে বোমা ছুড়ে কী কাণ্ডটাই না করল! তবে এসেছিল ওরা

চারজন। ফিরে গেল একজন। তিনজনকেই আমি আমার এই রাইফেলের গুলিতে ডিসুম- ডিসুম- ডিসুম।"

"তারপর ?"

"তারপর আমরা রাতের অন্ধকারেই বেহড়ে ঢুকে পড়ি। তোমাদের বিলু এই পঞ্চুর গায়ে ফসফরাস মাখিয়ে এমন কাণ্ড করল যে, বনের বাঘ পর্যন্ত পালাল ওর ভয়ে। যাই হোক, এইখানে আসার সময় যে-শিবমন্দিরটা দেখলে, ওই শিবমন্দিরের চাতালে একটা ভিখিরিদের ছেলে শুয়ে ছিল। তাকেই বুঝিয়েবাঝিয়ে ভয় দেখিয়ে রাজি করাতে রাতে সে-ই আমাদের পথ চিনিয়ে নিয়ে এল এখানে।"

"সেই ছেলেটা কই ?"

"ওই, ওখানে পাথরের খাঁজে শুয়ে আছে।"

"সর্বনাশ ! ও আবার বরাব্বরের ঘাঁটিতে চলে যাবে না তো ?"

"তাই তো, এ-কথা তো ভেবে দেখিনি।"

বাবলু বলল, "এই গুহার ভেতরে কী আছে ?"

বাবলুর প্রশ্নের জবাব দিতে বাচ্চু, বিচ্ছু ছুটে গিয়ে গুহার ভেতরে টর্চের আলো ফেলল। ওরা দেখল দু'জনের মৃতদেহ সেইখানে শোওয়ানো আছে। একজন কুলদীপ। অপরজন অচেনা।

"এদের এই হাল কে করল ?"

সুনীতা বলল, "আমরা সবাই মিলে পাথর ছুড়ে শেষ করেছি ওদের।"

পঞ্চু তখন ভৌ-ভৌ করে কী যেন বলতে গেল বাবলুকে।

বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, "হ্যাঁ, পঞ্চুর কৃতিত্বও কম নয়। এক-একজনের গলার টুঁটি কামড়ে ও না ঝুলে পড়লে এত সহজে মরত না ওরা।"

বাবলু বলল, "তোরা তা হলে রাত কাটালি কোথায় ?"

"এই গুহাতেই। ডেডবডি দুটো সাজিয়ে রেখেছি তোমাকে দেখাব বলে।"

"সারাদিনে খাওয়াদাওয়া করলি কী ?"

"একটা ভেড়াকে ঝলসে খেয়েছি সবাই মিলে।"

বাবলু বলল, "যাই হোক, আমরা সবাই নিরাপদে আছি ভগবানের

কৃপায়। এখন বরাব্বরের ঘাঁটির সন্ধান পেলি কোথাও ?"

"পেয়েছি। এর নীচেই একটা গুহা আছে। সেই গুহার নামই হচ্ছে বরাব্বর গুহা। এই পাহাড়ের শিলাস্তম্ভগুলোকে অতিক্রম করে নীচে নামলেই সন্ধান পাওয়া যাবে ওর। তা ছাড়া আরও একটা পথ আছে ঝরনা নদীর গর্জ দিয়ে। সেই পথ খুবই দুর্গম।"

"তবে তো বললি বেশ। এতক্ষণে পালায়নি তো ও সেইখান দিয়ে ?"

সুনীতা বলল, "বরাব্বর সিং পালিয়ে যাবে ? তাও আমাদের ভয়ে ? এমন চিন্তা মনেও এনো না বাবলু।"

চাঁদনি বলল, "পালাবার লোক সে নয়।"

বাবলু বলল, "তা ঠিক। কিন্তু ওর দলের কয়েকটি লোক প্রাণ হারাল আমাদের হাতে, সে-কথা একবারও ভেবে দেখেছ কী ? বরাব্বররা আসলে আঘাত করতে জানত। কিন্তু পেতে জানত না। তাই দিশেহারা হয়ে মরেছে ওরা। আসলে নারী, শিশু আর পশুর হাতেই দানবের দমন হয়। প্রশাসনের হাতে নয়।"

এমন সময় হঠাৎ গুলির শব্দে সচকিত হয়ে উঠল ওরা। দেখল, পাহাড়ে মশাল, বেহড়ে মশাল। অর্থাৎ যেদিকে দীর্ঘশীর্ষ শিলাগুলো ঘনসন্নিবদ্ধ হয়ে আকাশকে ছুঁতে চাইছে, সেইদিক, এবং গর্জের (খাদ) গা বেয়ে ওপরে উঠে দুইদিক থেকেই শত্রুপক্ষরা ধেয়ে আসছে ওদের দিকে। ওরা রয়েছে মাঝখানে। এই গুহার ভেতর ছাড়া ওদের লুকোবার আর কোনও জায়গা নেই। পালাবার পথ তো নেই-ই।

বাবলু বলল, "একটু ভুলের জন্য এইরকমটা হল। নিশ্চয়ই সেই ছেলেটা গিয়ে খবর দিয়েছে ওদের।"

এই মহাসঙ্কটে কী যে করবে ওরা, কিছু ভেবে পেল না। গর্জের দিক থেকে আসছে দু'জন। পাহাড়ের আড়াল থেকে অন্তত চার-পাঁচজন। এমন সময় সকল মুশকিলের আসান করে ভয়াবহ পঞ্চু নিজের জীবন বিপন্ন করেও ছুটে গেল গর্জের দিকে, সেই দু'জনকে তাড়া করতে। ওরা গুলি চালাবার আগেই পঞ্চু ওদের ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল যে, এই আগুনে-আতঙ্কের হাত থেকে বাঁচবার জন্য আক্রমণ করার চেয়ে

পালিয়ে বাঁচাই শ্রেয় মনে করল ওরা। কিন্তু ঘটনাটা এমনই আচমকা হয়ে গেল যে, পালাতে গিয়েও পালাতে পারল না। পঞ্চু এর-ওর পায়ের তলা দিয়ে এমনভাবে গলে যেতে লাগল যে, টিপ-টিপ করে খাদে পড়ে হাত-পা ভাঙল তারা। মাথা ফাটল। হাড় ভাঙল। প্রাণেও মরল না, আবার পালাতেও পারল না।

ওদিক থেকে যে চার-পাঁচজন ধেয়ে আসছিল, সুনীতার বন্দুক থেকে একটা বুলেট হঠাৎ তাদের দিকে ছুটে যেতেই পিছু হটল তারা। ওরা দূর থেকে চেঁচাতে লাগল, "আগে মাত বাঢ়ো, জিনা চাহো তো ভাগো হিঁয়াসে।"

এদিক থেকে বাবলু চেঁচিয়ে বলল, "আমরা বাঁচতে চাই না। তোরা যদি বাঁচতে চাস তো বন্দুক ফেলে শুধু হাতে এগিয়ে আয়।"

পঞ্চু তখন বীরবিক্রমে গর্জের দিক থেকে ছুটে আসছে। বাবলু চিৎকার করে আসতে মানা করল পঞ্চুকে। ওদিক থেকে শত্রুপক্ষের একটা গুলিও তখন ছুটে এসেছে পঞ্চুর দিকে। নেহাত দূরত্ব অনেক ছিল, তাই বেঁচে গেল পঞ্চু। সে তখন আবার নদী গর্জে নেমে গিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

বাবলু বলল, "আমরা একদিকে মুক্ত। কিন্তু এইদিকে যে চার-পাঁচজন আছে, এদের বন্দুকের মুখে কৌশলে ছাড়া লড়া যাবে না।" বলে সুনীতাকে বলল, "সুনীতা, তুমি রেডি থেকো। এই গুহার ভেতরে-বাইরে বেশ কয়েকটা বন্দুক আছে। ওরা এগোলেই প্রাণ দিয়ে লড়ে যাও। নিজেকে আড়ালে রেখো। আমি দেখছি কতদূর কী করা যায়!"

চাঁদনি বলল, "পঞ্চু কোথায় গেল?"

"জানি না। নিশ্চয়ই মাথায় কোনও ফন্দি এঁটেছে সে। না হলে আমাদের এইভাবে ফেলে রেখে পালাবার মতো সে নয়।"

এবারে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুকে নির্দেশ দিল বাবলু, "তোরা সুনীতা আর চাঁদনিকে সাহায্য কর। ওরা লড়বে। সবদিকে নজর রাখ তোরা। আমি আসছি।"

বিলু বলল, "কোথায় যাচ্ছিস তুই?"

"আমি একটু চেষ্টা করে দেখি পেছনদিক দিয়ে এই গুহাটার মাথায় উঠতে পারি কিনা।"

বিলু বলল, "অসম্ভব! পেছনে যাস না বাবলু, মারাত্মক খাদ। পা ফসকালে কম করেও হাজার ফুট নীচে পড়বি।"

"সাবধান করে ভাল করলি। তবু লড়তে গিয়ে মরব। দুটো মেয়েকে সামনে খাড়া করে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্য আসিনি এখানে।" বলে অতি-সন্তর্পণে পেছনদিকে চলে গেল বাবলু। তারপর একটু-একটু করে ওঠা শুরু করল পাহাড়ের গা বেয়ে। বারবার হড়কে পড়ে যেতে-যেতে অনেক চেষ্টার পর উঠে পড়ল একসময়।

ভাগ্যিস উঠল। না উঠলে টেরই পেত না যে, একজন লোক বন্দুক নিয়ে বুকে হেঁটে ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছিল গুহার দিকে। ও লোকটাকে লক্ষ্য করে একটা গুলি করতেই আর্তনাদ করে উঠল লোকটা।

চাঁদনি আনন্দে অভিভূত হয়ে লোকটার হাত থেকে কেড়ে আনতে যাচ্ছিল বন্দুকটা। বাবলু দেখতে পেয়েই চিৎকার করল, "হল্ট। ডোন্ট গো দেয়ার। কাম ব্যাক।"

ফিরে এল চাঁদনি।

আর সেই মুহূর্তে ভয়ঙ্কর একটা শব্দে কেঁপে উঠল চারদিক। সে কী ভীষণ ব্যাপার! মনে হল যেন প্রচণ্ড ভূমিকম্প হল হঠাৎ। একটা শব্দ নয়, একাধিক শব্দ। বরাব্বর গুহার সামনে তখন আগুন আর আগুন। সেই শব্দে সবাই যখন সচকিত, প্রাণভয়ে বরাব্বরের লোকেরা যখন যে যেদিকে পারছে দৌড়চ্ছে, পঞ্চু তখন একটা উচ্চ চূড়ায় উঠে চিৎকার করে জানান দিল, "ভৌ-ভৌ-ভো-উ-উ।"

বাবলু চিৎকার করে উঠল, "শাবাশ পঞ্চু, শাবাশ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দার সকলেই আনন্দে উল্লাস করে উঠল।

সুনীতা বলল, "কী হল ব্যাপারটা?"

বাবলু ওপর থেকে নেমে এসে বলল, "হবে আর কী? পঞ্চু গর্জের গোপন পথ ধরে ওদের গুহায় গিয়ে সম্ভবত কোনও মশাল-টশাল মুখে নিয়ে ওদের বারুদ-ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তারই এই পরিণাম।"

সুনীতা বন্দুক রেখে হাততালি দিয়ে বলল, "সত্যি, তোমাদের পঞ্চু না, সত্যিই একটা জিনিয়াস। কিন্তু ওর গায়ে ফসফরাস মাখানোর বুদ্ধিটা তোমাদের কে দিল ?"

বিলু বলল, "কে আবার ? বাবলু।"

"এ তো একটা অভিনব আইডিয়া। অনেকটা সেই হাউন্ড অব দ্য বাস্কারভিল্‌স-এর মতন।"

"বই পড়েই অনেক কিছু শিখতে হয়। আর সেইজন্যই তো বই পড়া। এই পাহাড়ে-আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য আমরা ওখান থেকেই তৈরি হয়ে এসেছিলাম।"

ওদিক থেকে আর কোনও আক্রমণের আশঙ্কা নেই দেখে বাবলু বলল, "চলো, এবার এগনো যাক।"

ওরা যখন সবে কয়েক পা এগিয়েছে, এমন সময় পঞ্চু হঠাৎ ভীষণ রকমের চিৎকার করে লাফিয়ে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে একটা গুলির শব্দ। পঞ্চু আবার একটা ভয়ঙ্কর ডাক ছাড়ল, "আঁ-আঁ-আঁউ।"

বাবলু ডাকল, "প-ন্-চু-উ-।"

আর কোনও সাড়া নেই, শব্দও নেই। ওরা হইহই করে ছুটে চলল সেইদিকে। বাবলু বলল, "যাঃ। দিয়েছে বোধ হয় শেষ করে।"

পাহাড়ের বাধা অতিক্রম করে ওরা যখন বরাব্বর গুহার কাছাকাছি এল, তখনও বারুদ-ঘর থেকে ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে আর ধোঁয়ার কুণ্ডলি উড়ছে আকাশে। আর সেইখানেই একটু উচ্চস্থান থেকে ওরা দেখতে পেল আধপোড়া বীভৎস একজন মানুষ বন্দুক উঁচিয়ে একটি গুহামুখের সামনে পাগলের মতো দাপাদাপি করছে। এই হল বরাব্বর সিং। ওরা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল সেই ভয়ঙ্কর দস্যুকে।

বরাব্বর ওদের দেখতে পেয়েই চিৎকার করে উঠল।

বাবলু বলল, "এখন তুমি যতই চেঁচাও বুনো বাঘ, তোমার খেল খতম।"

বরাব্বর ওর গলার স্বর আরও চড়িয়ে বলল, "লেকিন হাম তো খতম কর দিয়া ও জানবার-কা খেল। আভি তুমহারা খেল খতম হোগা। ও আগ লাগাকর হামারা সবকুছ বরবাদ কর দিয়া। হাম উস'পর গোলি

চালায়া—গোলি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।" তারপর একটু থেমে বলল, "ইয়ে দেখো, হামারা আউর এক দুশমন জিন্দা হ্যায় আভিতক। পহলে ইসিকো খেল খতম হোগা, বাদ মে তুমহারা। ইয়ে হোগা হামারা পহেলা টার্গেট।" বলেই বন্দুক উঁচিয়ে কাকে যেন গুলি করতে উদ্যত হল।

তখনও অন্ধকার আছে। তার ওপরে সকলের নজর ওর দিকে থাকায় গুহার ভেতরটা কেউ লক্ষ করেনি। এবার সেদিকে তাকিয়েই চমকে উঠল ওরা।

চাঁদনি চিৎকার করে উঠল, "বাবুজি!"

বাবলু তখন এক মুহূর্তও দেরি না করে ওপর থেকেই লাফিয়ে পড়ল বরাব্বরের ঘাড়ে। ওর হাতের বন্দুক ছিটকে গেল কোথায়। একটা গুলির শব্দে গুহামুখ শিউরে উঠল একবার। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, সুনীতা, চাঁদনি, সবাই তখন নেমে এসে মুক্ত করল সর্দারজিকে। শয়তান বরাব্বর হাত-পা বেঁধে সর্দারজিকে ঝুলিয়ে রেখেছিল গুহার ভেতর। প্রাণে না মেরে কী অমানুষিক অত্যাচার যে করেছে তাঁর ওপর, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না!

ওদের সেই অন্যমনস্কতার সুযোগে বরাব্বর তখন পালাচ্ছে। বরাব্বরকে পালাতে দেখে চিৎকার করে উঠল চাঁদনি, "বাবলু! ওই দ্যাখো শয়তানটা পালাচ্ছে। ওকে যেতে দিয়ো না। ধরো, ধরো।"

দেখামাত্রই ছুটল বাবলু। ওর পিছু-পিছু চাঁদনিও।

কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায় বাছাধন? জাগ্রত-প্রহরী পঞ্চু আড়ালে লুকিয়ে মজা দেখছিল এতক্ষণ। বরাব্বরের গুলির জবাবে নীরবতা পালন করে অসতর্ক হওয়ার সুযোগ দিচ্ছিল ওকে। এবার ভীষণ বেগে তাড়া করল। সেইসঙ্গে ছুটে এল বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, সবাই। ওরা পাথর-নুড়ি হাতের কাছে যা পেল তাই ছুড়ে মারতে লাগল বরাব্বরকে। সবাই মিলে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল ওকে।

চাঁদনি উন্মত্তের মতো বলল, "তোমরা মেরো না ওকে। কেউ কিচ্ছু বোলো না। ও আমার মুখের গ্রাস। আমি মারব ওকে। ওর মরণ আমার হাতেই হতে দাও।"

আহত, রক্তাক্ত বরাব্বর চাঁদনির চণ্ডীমূর্তি দেখে ভয় পেয়ে গেল। ও

পিছু হটতে-হটতে বলল, "নেহি, নেহি, তুম হট যাও। আগে মাত বাড়ো। মাত মারো মুঝে।"

চাঁদনি বলল, "মারলে খুব লাগে, না রে? কিন্তু তোকে তো আমি ছাড়ব না বরাব্বর। আমাদের বংশে বাতি দিতে কাউকে রাখিসনি তুই, আমার বাবাকে কীভাবে মেরেছিস, একবার মনে করে দ্যাখ! কী অবস্থা করেছিস তাঁর? এর পরও তোকে বাঁচিয়ে রাখব?"

বাবলু বলল, "তুই বাঁচলে আরও কত লোকের যে সর্বনাশ করবি, তার ঠিক আছে? কত গ্রাম জ্বালিয়ে দিবি, কত মায়ের কোল শূন্য করে দিবি। কত...।"

বরাব্বর দু' হাত জোড় করে বলল, "নেহি। ম্যায় বচন দেতা হুঁ। অ্যায়সা কভি নেহি হোগা। ছোড় দো মুঝে।"

বাবলু বলল, "আমরা তোকে ছাড়ব না। তবে আমাদের জাল কেটে পালাতে পারিস তো পালা।"

কিন্তু পাণ্ডব গোয়েন্দারা এমনভাবে ঘিরে আছে তাকে যে, পালাবার পথ কই? সবার হাতেই পাথর। আর তার চেয়েও ভয়ঙ্কর সেই অদ্ভুত জানোয়ারটা, যার নাম পঞ্চু।

সুনীতাও তখন এসে হাজির হয়েছে ওদের মাঝখানে। ওর হাতে উদ্যত বন্দুক।

আরও ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল বরাব্বর, "নেহি-ই-ই।"

চাঁদনি ওর হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে বলল, "না, ওকে এখনই গুলি করে মেরো না।" বলে গুলিটা বের করে নিয়ে বলল, "ওকে এমনভাবে মারব, যেভাবে ওর লোকেরা বাবলুকে মেরেছিল।" বলেই সেই বন্দুকের বাঁট দিয়ে শুরু করল বেদম মার।

বরাব্বর ভয়ানক চিৎকার করে লাফাতে লাগল।

চাঁদনি ওকে মারতে-মারতে আধমরা করে দিল। ওর বাবার অবস্থা, ওর পরিবারের প্রিয়জনদের সকলের মুখ, এক-এক করে যত মনে পড়তে লাগল, তত মারতে লাগল ওকে। মার খেতে-খেতে পড়ে গেলে বাবলু ওকে তুলে দাঁড় করিয়েই চোয়াল লক্ষ্য করে মারল এক ঘুসি। বিলু তখন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। এবার ও নিজেই উঠে দাঁড়ালে ভোম্বল

এসে মারল আর-এক ঘুসি। বরাব্বর চাঁদনির পায়ের কাছে পড়ল। তারপর অসুর যেভাবে দেবী দুর্গার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল, ঠিক সেইভাবে বসে কী যেন বলতে গেল চাঁদনিকে। কিন্তু কে তখন শোনে ওর কথা ? চাঁদনি তখন বন্দুকে গুলি পুরে ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে ওর দিকে।

বরাব্বর ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে উঠে দাঁড়াল এবার। ক্ষতবিক্ষত বরাব্বরকে এখন আর চেনাই যাচ্ছে না। সে একই ভাবে বলে চলল, "নেহি-নেহি-নেহি।" বলল আর পিছু হটল।

চাঁদনি বলল, "এইবার তোকে আমি মুক্তি দেব বরাব্বর। এই হবে তোর পরিণাম। শেষবারের মতো ভগবানকে ডাক। বল কালকা মায়ী কি...।"

বাবলু সঙ্গে-সঙ্গে ধরে ফেলল চাঁদনিকে। বলল, "করছ কী ? অনভ্যস্ত হাতে রাইফেল চালাতে গিয়ে নিজে মরবে নাকি ?"

কিন্তু মরল একজন। সে হল বরাব্বর। কাউকেই মারতে হল না। পিছু হটতে-হটতে একসময় নিজেই সে অসতর্কতায় পড়ে গেল অতলস্পর্শী খাদের ভেতর। ওর অন্তিম আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরল পাহাড়ে-পর্বতে। অত্যাচারীর অত্যাচারের শেষ হল।

আর ঠিক তখনই দেখা গেল কাতারে-কাতারে পুলিশ এসে জড়ো হচ্ছে দূরের সেই ফেলে-আসা গুহার সামনে। ওদের পথ চিনিয়ে নিয়ে আসছে সেই ভিখারি বালক।

পুলিশবাহিনী যখন আরও কাছে এগিয়ে এল, তখন ওরা দেখতে পেল সেই পুলিশবাহিনীর পুরোভাগে রয়েছেন সুনীতার বাবা ত্রিপাঠিজি। তিনি আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট থেকেই ফোর্স নিয়ে এখানে এসেছেন। কিন্তু সর্দারজি এখানে কী করে এলেন ? চাঁদনি চলে আসার পর মেয়েকে রক্ষা করতে এবং বরাব্বরের প্রতিশোধ নিতেই কি এখানে এসেছিলেন তিনি ? হয়তো তাই। এসেই বিপদে পড়েছেন।

আহত, নিহত, পলাতক, সব ডাকাতকে জড়ো করে তাদের অস্ত্রশস্ত্র যেখানে যা ছিল সবই উদ্ধার করল পুলিশ। তারপর সবাই মিলে ধরাধরি করে নিয়ে এলেন সর্দারজিকে। সর্দার রঘুবীর সিং। বরাব্বর তাঁর ওপর

শারীরিক নির্যাতন করলেও ভাগ্যে প্রাণে মারেনি। তাই তো শত্রুমুক্ত হয়ে মেয়েকে ফিরে পেলেন তিনি।

সর্দারজি ওই অবস্থাতেও জড়িয়ে ধরলেন বাবলুকে। সুনীতাও বাবাকে পেয়ে আনন্দে অধীর হয়ে উঠল। কিন্তু এই ডামাডোলে আসল নায়ক গেল কোথায় ? পঞ্চু ! পঞ্চু কই ?

বাবলু মুখের দু' পাশে হাত রেখে ডাক দিল, "প-ন-চু-উ-।"

দূর থেকে পঞ্চুও সাড়া দিল, "ভৌ। ভো-উ-উ-উ-।"

ভোরের আলো ক্রমশ ফুটে উঠছে তখন। চারদিক পরিষ্কার হচ্ছে একটু-একটু করে। ওরা সেই আবছায়ায় দেখতে পেল অনেক দূরে, ওদের কাছ থেকে বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে ধুলোয় গড়াগড়ি খেয়ে পঞ্চু ওর গায়ে মাখানো ফসফরাসের প্রভাব থেকে মুক্ত হচ্ছে। বাবলুর ডাক শুনে ছুটে এসে হাজির হল সে।

বাবলু ওকে জড়িয়ে ধরে বলল, "থ্রি চিয়ার্স ফর পঞ্চু।"

সবাই বলল, "হিপ, হিপ, হুর্‌র্‌রে।"

পঞ্চুর আনন্দ দ্যাখে কে ? সে একটা ডিগবাজি খেয়েই ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ-ভৌ।"

www.Murchona.com

Pandob Goyenda by Shashthipodo Chettarjee

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.MurchOna.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com